NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ পোস্ট মার্ডার ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য

ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়ে দিলেন শিখর ধাওয়ান ৮

কলকাতা ২৫ অগস্ট ২০২৪ ৮ ভাদ্র ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৭৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 25.8.2024, Vol.18, Issue No. 76 8 Pages, Price 3.00

জেলেনস্কিকে পরামর্শ মোদির

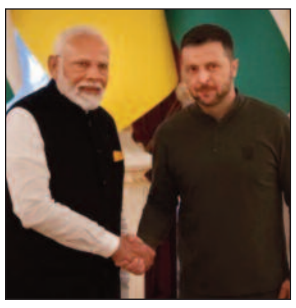

নয়াদিল্লি, ২৪ অগস্ট: আড়াই বছর পেরিয়ে গেলেও থামেনি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। আর কামানের গর্জনের মধ্যেই ঐতিহাসিক ইউক্রেন সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিয়েভে পৌঁছে বৈঠক করেছেন সেদেশের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে। ভারত নিরপেক্ষ নয়, শান্তির পক্ষে। আর এই শান্তি ফেরাতে জেলেনস্কিকে পুতিনের সঙ্গে আলোচনায় বসার 'কূটনৈতিক' পরামর্শ দিয়েছেন মোদি। যদি দুদেশ বৈঠকে বসে তাহলে সবরকম সাহায্য করবে দিল্লি। ইউক্রেনের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বকে সম্মান জানিয়ে কথা দিয়েছেন নমো। রয়টার্স সূত্রে খবর, দু'পক্ষের আলোচনায় ভারতের অবস্থান নিয়ে মোদি জানান, 'আমরা নিরপেক্ষ নই। প্রথম থেকে আমাদের একটাই পক্ষ। আমরা সব সময় শান্তির পক্ষে। আমরা বুদ্ধের দেশ থেকে এসেছি। যেখানে যুদ্ধের কোনও স্থান নেই। আমাদের দেশ মহাত্মা গান্ধির দেশ। যিনি গোটা বিশ্বকে শান্তির বার্তা দিয়েছেন।'

আরজি কর আর্থিক দুর্নীতি মামলা

এফআইআর করল সিবিআই

শনিবারই হয় সন্দীপ ঘোষের পলিগ্রাফ টেস্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় এফআইআর দায়ের করল সিবিআই। নিজাম প্যালেসে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দুর্নীতি দমন শাখা ওই এফআইআর দায়ের করেছে। আরজি কর হাসপাতাল এবং প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ, দু'জনের বিরুদ্ধেই হয়েছে এফআইআর। এ বার কি তবে আরও বিপাকে পড়তে চলেছেন সন্দীপ, উঠছে প্রশ্ন। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতি মামলার তদন্তভার ইতিমধ্যেই হাতে নিয়েছে সিবিআই। শনিবার সকালে ওই মামলার নথিপত্র তাদের হাতে তুলে দিয়েছে রাজ্য সরকারের সদ্যগঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)।

সূত্রের খবর, শনিবারই সিজিও কমপ্লেক্সে চলে সন্দীপ ঘোষের পলিগ্রাফ টেস্ট। বাকিদেরও পলিগ্রাফ পরীক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে দিল্লি থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন সিবিআইয়ের বিশেষ টিম। তাঁদের উপস্থিতিতে চলে পলিগ্রাফ পরীক্ষা। এই পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে আসার পর খুলবে রহস্যের জট, উঠছে প্রশ্ন।

গত ৯ অগস্ট সকালে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে এক মহিলা চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়। অভিযোগ ওঠে, ধর্ষণ এবং খুন করা হয়েছে তাঁকে। সেই নিয়ে হইচই পড়েছে গোটা দেশে। এই আবহে অভিযোগ উঠেছে, তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে আরজি কর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতি চলেছে। সেই নিয়ে গত ১৬ অগস্ট রাজ্য সরকারের তরফে একটি সিট গঠন করা হয়েছিল। নেতৃত্বে ছিলেন আইপিএস অফিসার প্রণব কুমার।

রাজ্য পুলিশের সিটের উপর আস্থা নেই, এই দাবিতে আরজি করের আর্থিক দুর্নীতির মামলার তদন্তভার ইডিকে দেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। সেই মামলায় শুক্রবারই বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের একক বেঞ্চ জানিয়েছিল, একাধিক সংস্থা তদন্ত করলে বিষয়টি আরও জটিল ও সময়সাপেক্ষ হতে পারে। এর পরেই সিবিআইকেই আর্থিক দুর্নীতি মামলার তদন্তভার দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল উচ্চ আদালত।

আরজি কর কলেজ ও হাসপাতালে একাধিক বেনিয়মের তত্ত্ব আদালতে তুলে ধরেছিলেন আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি। মর্গ থেকে দেহ উধাও হওয়ার অভিযোগ থেকে শুরু করে 'মেডিক্যাল ওয়েস্ট' নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠে এসেছে। প্রশ্ন উঠেছে সন্দীপের ভূমিকা নিয়েও। তাঁর বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছেন হাসপাতালের প্রাক্তন অতিরিক্ত সুপার আখতার আলি। তিনিই আরজি কর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় ইডি ও সিবিআইকে দিয়ে তদন্ত করাতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এ বার সেই মামলা হাতে নিয়ে সিবিআই। তাদের হাতে নথি তুলে দিয়েছে সিট। ইতিমধ্যে টানা ন'দিন সিজিও দপ্তরে গিয়ে সিবিআইয়ের তদন্তকারীদের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়েছেন সন্দীপ। শনিবারও তাঁকে করা হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদ।

বৃষ্টি মাথায় বামেদের প্রতিবাদ মিছিলকে আটকে দিল পুলিশ

লালবাজারে মিনাক্ষী-সহ সাত বাম নেতা-কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতালে ভাঙচুরের ঘটনায় 'মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে' দলের নেতা-কর্মীদের। এই অভিযোগ তুলে লালবাজার অভিযানের ডাক দিয়েছিল সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই এবং যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী, শনিবার দুপুরে কলেজ স্ট্রিট থেকে শুরু হয় মিছিল। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই মিছিলে হাঁটেন বাম ছাত্র-যুবরা। তাঁদের বক্তব্য, গত ১৪ অগস্ট রাতে আরজি কর হাসপাতালে ভাঙচুরের ঘটনায় ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়-সহ সাত জন বাম নেতা-কর্মীকে নোটিস দিয়ে তলব করেছে লালবাজার। এই তলবের বিরুদ্ধে প্রতীকী গণহাজিরা দেওয়ার জন্যই এই মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে গত ১৪ অগস্ট 'মেয়েদের রাত দখলে'র কর্মসূচির মধ্যেই মধ্যরাতে আরজি কর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের গেট ভেঙে ভিতরে ঢুকে তাণ্ডব চালান একদল ব্যক্তি। তছনছ করা হয় হাসপাতালের জরুরি বিভাগের টিকিট কাউন্টার, এইচসিসিইউ (হাইব্রিড ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট), সিসিইউ (ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট), ওষুধের স্টোররুমও। হামলা চালানো হয় হাসপাতালের বাইরের চত্বরেও। আরজি করে হামলার সময়ে বাম যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআইয়ের পতাকা দেখা গিয়েছে বলে দাবি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুলিশের তরফেও জানানো হয়, হাসপাতালে হামলার সময় আরজি করে ধর্নায় বসেছিলেন মিনাক্ষীরা। এই ঘটনার পরেই লালবাজারের তরফে মিনাক্ষী-সহ সাত বাম নেতা-কর্মীকে তলব করা হয়।

এদিন অভিযান শুরু হওয়ার পর পুলিশ অবশ্য ব্যারিকেড করে কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর লালবাজারের অনেকটা আগেই মিছিল আটকে দেয়। ব্যারিকেডের অন্য প্রান্ত থেকে স্লোগান দিতে থাকেন বাম ছাত্র-যুবরা। আরজি কর হাসপাতালে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় দ্রুত অপরাধীর শাস্তি চাওয়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ দাবি করা হয়। বাম ছাত্র-যুবদের সঙ্গে মিছিলে যোগ দেন সিপিএমের মহিলা সংগঠন গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সদস্যেরাও। যে সাত জন বাম নেতা-কর্মীকে কলকাতা পুলিশ তলব করেছিল, তাঁরা আইনজীবীদের সঙ্গে করেই নিয়ে গিয়েছিলেন। নিজেদের আইনজীবীকে নিয়ে লালবাজারে যান তাঁরা। মিনাক্ষী বলেন, 'অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা রাজ্যের মানুষ ভাল ভাবে নিচ্ছেন না। গত ১৩ বছর ধরে বামপন্থীদের পুলিশ দিয়ে হেনস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু ন্যায়বিচারের জন্য আমাদের লড়াই চলবে। বামপন্থীরা ভয় পায় না।'

নবান্ন অভিযানে অশান্তি রুখতে কড়া নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজের ব্যানারে আগামী ২৭ অগস্ট নবান্ন অভিযানের দিন অশান্তি রুখতে সারা শহর জুড়ে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নবান্ন অভিযান ঘিরে যাতে আইনশৃঙ্খলা কোনওভাবে বিপন্ন না হয়, সেদিক নজরে রেখে বিরাট পুলিশের বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। জেলা থেকে পদস্থ পুলিশ কর্তাদের কলকাতায় নিয়ে আসা হচ্ছে।

শনিবার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে পুলিশের তরফে। সেখানে একাধিক উচ্চপদস্থ অফিসারদের নাম উল্লেখ করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কলকাতায় আসার জন্য। বলা হয়েছে, এই অফিসাররা আগামী ২৬ অগস্ট, সোমবার বিকেল ৪টের মধ্যে কলকাতা পুলিশ কমিশনারের কাছে রিপোর্ট করবেন। হাওড়া শরৎ সদনে তাঁদের সকলকে নবান্ন অভিযানের দিনের ডিউটি বুঝিয়ে দেওয়া হবে। সেই মতোই তাঁদের কাজ করতে হবে। আর এই অভিযান শেষ হলেই তাঁরা নিজেদের পুরনো ডিউটিতে ফিরে যাবেন।

এসপি, ডিসিপি থেকে শুরু করে অ্যাডিশনাল ডিসি এবং ইন্সপেক্টর র‍্যাঙ্কের অফিসারদের ডাকা হয়েছে নবান্ন অভিযানের ডিউটির জন্য। শিলিগুড়ি, ব্যারাকপুর, তমলুক, ঝাড়গ্রাম, বারুইপুর, বারাসাত, রানাঘাট, বসিরহাট-সহ একাধিক জেলা থেকে পুলিশ অফিসারদের ডেকে পাঠানো হয়েছে। এই নির্দেশিকায় এও উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে যে সমস্ত অফিসাররা আসবেন তাঁরা যেন নিজেদের সঙ্গে ঢাল, লাঠি, হেলমেট, বডি প্রটেক্টিভ গিয়ার, রেনকোট, ছাতা ইত্যাদি রাখেন। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, নবান্ন অভিযান নিয়ে কতটা তৎপর পুলিশ প্রশাসন।

সেদিন ২১ জন আইজি এবং ডিআইজি পদমর্যাদার অফিসার পরিস্থিতি সামলাতে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। ১৩ জন এসপি বা ডিসি পদমর্যাদার অফিসার, ১৫ জন এডিসিপি বা এসিপি পদমর্যাদার অফিসার ও ২২ জন এসি বা ডেপুটি এসপি পদমর্যাদার অফিসার থাকবেন। ২৬ জন ইনস্পেক্টর -সহ ২ হাজারের বেশি পুলিশ। লক্ষ্য একটাই, জমায়েত ঘিরে যেন কোনওভাবে বিশৃঙ্খলা তৈরি না হয়।

ছাত্র সমাজের নামে এই আন্দোলনের পিছনে যে বিজেপি রয়েছে তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে পুলিশের কাছেও। বামেদের একাংশও যোগ দিতে পারে গেরুয়া শিবিরের এই কর্মসূচিতে। বামেদের বিভিন্ন ফেসবুক পেজ থেকে শুরু করে এবিভিপি ও আরএসএসের ছদ্মনামের প্রোফাইল থেকে পোস্ট করা হচ্ছে এই কর্মসূচির। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নিজেও প্রচার করছেন। শুভেন্দু নিজেও এই কর্মসূচিতে থাকবেন। সূত্রের খবর, এই নবান্ন অভিযানের রাশ থাকছে বিজেপির ছাত্র ও যুব সংগঠনের হাতে। ফলে শেষমেশ এই কর্মসূচি থেকে এড়িয়ে থাকার দাবি করছে বাম-সহ অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলি। ২৭ তারিখ দুপুর ১টায় কলেজ স্কোয়ার ও সাঁতরাগাছিতে জমায়েতের ডাক দেওয়া হয়েছে। বিজেপির পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এবং হাওড়া-হুগলি জেলার যুব মোর্চা ও এবিভিপির কর্মীরা সাঁতরাগাছিতে জমায়েত করবেন। অন্যদিকে, কলেজ স্কোয়ারের জমায়েতে দুই কলকাতা ও শহরতলি থেকে গেরুয়া ছাত্র-যুব কর্মীরা আসবেন। আর তাই নবান্ন অভিযানের দিন কার্যত দুর্গ করে ফেলা হচ্ছে নবান্ন ও সংলগ্ন এলাকা। পুলিশ সূত্রে তেমন খবরই পাওয়া যাচ্ছে।

নবান্ন অভিযান ঘিরে যাতে নবান্ন ও আশেপাশের এলাকায় অর্থাৎ মন্দিরতলা, চ্যাটার্জিহাট, শিবপুর, কাজিপাড়া, ক্যারি রোড, শালিমার, বি গার্ডেন এলাকায় যাতে কোনও ভাবেই আইনশৃঙ্খলা বিপন্ন না হয়, সেদিক নজরে রেখেই এখন থেকেই ধাপে ধাপে বড় সংখ্যার পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে। নবান্ন অভিযানের দরুন আগামী ২৭ অগস্ট কোনা এক্সপ্রেসওয়ে এবং ফরশোর রোডের যে যান চলাচল ব্যাহত হবে অনেকাংশেই সেটাও মাথায় রাখতে হচ্ছে প্রশাসনকে। ফলে সেদিন সকাল থেকেই দক্ষিণ হাওড়া কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে হাওড়ার মূল শহর ও কলকাতার থেকে। যদিও এর আগে রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের ২-৩ দফার বিজেপির নবান্ন অভিযানের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় আছে। তাই সেই সম অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েও নবান্নের নিরাপত্তা বজায় রাখার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে বলেই জানা গিয়েছে।

প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন কলকাতার বহু এলাকা

চেনা জল-যন্ত্রণায় বিপর্যস্ত জনজীবন

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন হল কলকাতার বিভিন্ন এলাকা। শনিবার দুপুরে কালো করে আসে কলকাতার আকাশ, নামে প্রবল বৃষ্টি। কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ে কলকাতার বেশ কিছু ব্যস্ত এলাকা। যে সময় বৃষ্টি শুরু হয়, সেই সময় মেয়র ফিরহাদ হাকিম ছিলেন কলকাতা পুরসভাতেই। প্রবল বৃষ্টি শুরু হওয়ার পরেই তিনি নিজের দপ্তরে বসে কলকাতার জমা জলের পরিস্থিতি প্রসঙ্গে খোঁজখবর নিতে শুরু করেন। বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ে কলকাতা পুরসভার ভিতরের রাস্তাটিও।

এদিকে, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় বৃষ্টি থামার লক্ষণ নেই দক্ষিণবঙ্গে! শনিবার এমনটাই জানিয়ে দিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সোমবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণের সমস্ত জেলায়।

গত কয়েক দিন ধরেই কমবেশি বৃষ্টিতে ভিজেছে কলকাতা এবং দক্ষিণের বাকি জেলাগুলি। শুক্রবার শহরের একাধিক এলাকায় মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে। শনিবারও বৃষ্টিতে নাজেহাল শহর। রাস্তায় রাস্তায় হাঁটুজল। ব্যাহত হয়েছে যানবাহন চলাচলও। জল-যন্ত্রণায় কার্যত বিপর্যস্ত জনজীবন।

কলকাতার স্ট্র্যান্ড রোড, বিধান সরণি, ঠনঠনিয়া, বেহালার আনন্দনগরে জল জমে যায়। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে মেয়র পারিষদ সন্দীপন সাহা, অসীম বসু এবং ১৬ নম্বর বোরো কমিটির চেয়ারম্যান সুদীপ পোল্লেকে নিয়ে শহরের জমা জলের প্রকৃত পরিস্থিতির কথা জানতে মেয়র যান পুরসভার কন্ট্রোল রুমে। সেখান থেকেই কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিমে লাগানো পুরসভার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে জমা জলের পরিস্থিতি প্রসঙ্গে অবগত হন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভা ভবানীপুর এবং নিজের বিধানসভা কেন্দ্র কলকাতা বন্দরের পরিস্থিতির উপর বিশেষভাবে নজর দেন মেয়র।

পরে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে ফিরহাদ বলেন, 'শনিবার যেমন কলকাতায় খুব বৃষ্টি হয়েছে, তেমনই আগামী দিনেও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় জল জমেছে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই কোথাও গালিপিট বন্ধ রয়েছে, এ ফলে দু'একটি জায়গায় জল জমেছে। সে ক্ষেত্রে স্থানীয় স্তরে পুরসভার যে সব গ্যাং রয়েছে, তাদের দিয়ে আমরা জল নামানোর চেষ্টা করছি।' আগামী কয়েক দিনের প্রবল বৃষ্টিতে পুরসভার প্রস্তুতি প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'যে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে, সেই সময়তেই গঙ্গায় হাই টাইড থাকবে। তাই জল থাকবে, কারণ লকগেটগুলি সেই সময় বন্ধ থাকবে। লো টাইড হলে জল দু'তিন ঘণ্টার মধ্যে নেমে যাবে।' দক্ষিণের সংযুক্ত এলাকায় জমা জলের সমস্যা না মেটায় মেয়র দাবি করেন, কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের কাজ চলায় পরিস্থিতি আয়ত্তে আসেনি। তবে সেই কাজ হয়ে গেলে বেহালার বড়িশা ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে জমা জলের সমস্যা পুরোপুরি কমে যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

অমিল রফাসূত্র, অব্যাহত কর্মবিরতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বাস্থ্য ভবনের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পরেও এখনও কোনও রফাসূত্র বার হল না। ফলে আরজি করের জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি ওঠার সম্ভাবনাও ক্ষীণ হয়ে গেল। তবে জেনারেল বডি (জিবি) বৈঠকের পরই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আন্দোলনরত চিকিৎসকেরা। যদিও বিচারের দাবিতে এখনও অনড় তাঁরা।

শনিবার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে গিয়েছিলেন স্বাস্থ্য ভবনের শীর্ষ আধিকারিকেরা। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের নতুন অধ্যক্ষ মানসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হাসপাতালের অন্য আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তাঁরা। ওই বৈঠকে ছিলেন আন্দোলনরত চিকিৎসকদের প্রতিনিধিরা। তবে বৈঠকে কোনও সমাধানসূত্র মেলেনি বলেই দাবি আন্দোলনকারীদের। ফলে কর্মবিরতি উঠবে কি না, সেই প্রশ্নও জিইয়ে রইল।

আরজি কর-কাণ্ডে ন্যায়বিচারের দাবিতে এখনও অনড় আন্দোলনকারীরা। তাঁদের বক্তব্য, 'আমরা বিচার চাই। মহিলা চিকিৎসক ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার নেপথ্যে উদ্দেশ্য কী, তদন্তের গতিপ্রকৃতি কী, এই সব আমরা জানতে চাই।' শুধু তা-ই নয়, আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা-ও জানতে চান আন্দোলনকারীরা।

স্কুলের সময় পড়ুয়ারা মিছিলে

হাওড়ার ৩ স্কুলকে শোকজ করল জেলা স্কুল পরিদর্শক

নিজস্ব প্রতিবদেন: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসক মৃত্যুর প্রতিবাদে ফুঁসছে প্রায় গোটা দেশ। মিছিলে শামিল আট থেকে আশি সকলেই। মিছিলের পরই হাওড়া জেলা স্কুল পরিদর্শকের নোটিস পেল হাওড়ার তিন স্কুল। হাওড়ার বালুহাটি হাইস্কুল, বালুহাটি গার্লস হাইস্কুল এবং ব্যাঁটরা রাজলদী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে নোটিস পাঠানো হয়েছে।

ওই নোটিসে জানতে চাওয়া হয়েছে, কেন গত শুক্রবার স্কুলের সময়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পড়ুয়ারা মিছিলে শামিল হয়েছিলেন। কয়েকজন পড়ুয়াকে রীতিমতো ভয় দেখিয়ে মিছিলে হাঁটতে বাধ্য করা হয় বলেও নোটিসে দাবি। তার ফলে শিশুদের অধিকার লঙ্ঘন হয়েছে বলেই উল্লেখ করা হয়েছে নোটিসে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কারণ জানাতে বলা হয়েছে নোটিসে। অন্যথায় কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে জেলা স্কুল পরিদর্শক। তবেএর সূত্রপাত অবশ্য পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা থেকে। স্কুল চত্বরের বাইরে স্কুলশিক্ষা দপ্তরের অনুষ্ঠান ছাড়া অন্য কোনও কর্মসূচিতে স্কুল পড়ুয়ারা যোগ দিতে পারবে না বলে বৃহস্পতিবার নির্দেশ জারি করেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ডিআই (স্কুল)। শুক্রবার এক ধাপ এগিয়ে স্কুল শিক্ষা কমিশনার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। এর পর নবান্নের তরফে সাফ জানানো হয়, রাস্তা অবরোধ হোক বা মিছিল। কোনও রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে বা মদতে হওয়া কোনও কর্মসূচিতে স্কুল পড়ুয়ারা অংশ নিতে পারবে না। নবান্নের নির্দেশ, এমন ঘটনা যাতে না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে হবে। কোথাও ঘটলে তা খুঁজে বের করে বন্ধ করতে হবে। এবং যাঁরা করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করতে হবে। এই নিয়ে জেলাশাসকদের আলাদা করে সতর্ক করেন মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকা। স্পষ্ট বার্তা দেন, রাস্তা অবরোধ-সহ একাধিক কর্মসূচিতে স্কুল পড়ুয়াদের ব্যবহার করা হচ্ছে। এটা বরদাস্ত করা হবে না। নবান্নের নির্দেশ, স্কুল শিক্ষাদপ্তরের কর্মসূচি ছাড়া অন্য কোনও কর্মসূচিতে যোগ দিতে পারবে না কোনও পড়ুয়া। এমনকি, স্কুলের বাইরেও এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকবে। কোথাও এমন কী ঘটছে, তার উপর খোঁজ রাখতে হবে জেলা প্রশাসনকে। আর এই নির্দেশিকার পরই হাওড়ার তিন স্কুলকে নোটিস জেলা স্কুল পরিদর্শকের।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৭/০৮/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৪৩২২ নং এফিডেভিট বলে আমি Smt. Mahua Pan W/o. Late Nemai Pan ও Pampa Pan R/o. Altara Dakshin, Mankundu, Bhadreswar, Hooghly-712139 সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sandipan Pan.

নাম পরিবর্তন

আমি SONAT SARKAR পিতার নাম SUBHASH SARKAR ঠিকানা Rishra, Morepukur, Dakshinpara, Surya Sen Sarani, PIN 712250, Hooghly ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীরামপুর কোর্টের হুগলি জেলার Affidavit দ্বারা SANAT SARKAR নামে পরিচিত হলাম। Affidavit no 920452 SONAT SARKAR ও SANAT SARKAR একই ব্যক্তি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৫ শে আগস্ট। ৯ ই ভাদ্র ষষ্ঠী যুক্ত সপ্তমী তিথি। রবি বার। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র মহাদশা। বিংশোত্তরীও শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ, বেলা ৪ ৪৫ র পর অশুভ ত্রীপুষ্কর দোষ।

মেষ রাশি : অতীতের কোন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। দেবদেবীর ঐশ্বরিক কৃপা পাওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। যারা সেলস পারসন, তাদের নতুন যোগাযোগ বৃদ্ধি। স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করেন যারা, তাদের শুভ যোগ। জমি বাড়ি বাস্তুতে শুভ। গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, এক মনে দেবাদিদেব মহাদেবের ছবি কল্পনা করুন, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : একরাশ দুশ্চিন্তা থাকবে। যে বান্ধব আজ আপনার পাশে দাঁড়াবে বলেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন না। সকালে পরিবারে বাজার করা। দোকান করা। এইসব নিয়ে ছোট ছোট বিতর্ক বড় তর্কের আকার ধারণ করবে। প্রেমে অশান্তিদায়ক অবস্থান। ছাত্র-ছাত্রীদের অশুভদায়ক। সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে, ভগবান শিবের ধ্যান করুন নিশ্চয়ই ভালো হবে।

মিথুন রাশি : দুপুর বারোটা পর্যন্ত শুভ। তারপরে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল। প্রেমের বিষয়ে কোনো গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। যা নিয়ে পরে, কলহ বিবাদ বৃদ্ধি হবে। সেল্স রিপ্রেসেন্টেটিভ যারা, তাদের যোগাযোগে বাধা। রেল বা পোস্ট অফিস সংক্রান্ত বিভাগে যারা চাকরি করেন, তাদের বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সতর্ক থাকা ভালো। গৃহ মন্দিরে কপূর আরতি করুন মা কালীর ছবিতে। শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্দিরে দান প্রদানে শুভ। পুরাতন বান্ধব বাড়িতে আসার সম্ভাবনা। আপনার কোন নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথা। দোকান বাণিজ্য যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তি। ম্যানুফ্যাকচারিং বাণিজ্য যারা করেন, তাদের নতুন যোগাযোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমে ও শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, আগামী তে ভোগ দান করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে। আজ, ১১ টি প্রদীপ জ্বালুন গৃহ মন্দিরে।

সিংহ রাশি : বহুদিনের কোনো ভাবনা, আজ শুভ হয়ে ব্যবসা বৃদ্ধির সহায়তা করবে। পরিচিত যে জন আপনাকে ব্যবসায় সহযোগিতা করবে বলেছিলেন, তিনি আজ আসছেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি। গৃহ মন্দিরে প্রদীপ জ্বালুন। কোপূর দিয়ে আরতী করুন মহাকালীর শক্তিকে পুজো করুন শুভ হবে। আগামী অমাবস্যা তে আপনার পছন্দের একটি ভোগ, গৃহ মন্দিরে নিবেদন করুন। শুভ হবে।

কন্যা রাশি : পরিবারে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। ভুল বোঝাবুঝির দ্বারা নিজ সম্মান খুন্ন হবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা, অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। আজ গৃহতে প্রদীপ জালুন কপূর জালুন, নিশ্চিত শুভ হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা ছিল তা একটু বাধা পড়বে। যারা লেখালেখি করেন, তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর অশুভ নজর থাকবে।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ের কথা পাকা হতে পারে। কর্মে নতুন উদ্যোগ ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। যে প্রতিবেশীকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি পালন করার জন্য, সৌভাগ্যবৃদ্ধি হবে। বান্ধব যোগ শুভ।। আপনার পছন্দের ভোগ দিয়ে মহাকালীর সামনে নিবেদন করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকবে। প্রেমিক যুগল সফলতা পাবেন, তবে অতি ব্যয় থেকে সতর্ক থাকা ভালো। যারা উচ্চবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে।কর্মের অনুসন্ধান যারা করছেন তারা আগামী প্রতি অমাবস্যা তে যোগে কালিকা পুজো মায়ের চরণে ভোগ নিবেদন করুন।

ধনু রাশি : প্রতিবেশীর দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ বিশেষত যারা টেকনিক্যাল এবং মেকানিক্যাল কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। আজ বাণিজ্যে অর্থ লগ্নি করতে পারেন। বাণিজ্য প্রসারে বিজ্ঞাপন বাবদ বা বিশেষ কোন খাতে লগ্নি করতে পারেন। বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। তবে ব্যয় বেশি হবে। প্রতি অমাবস্যা তে মহাকালির সামনে ভোগ নিবেদন করুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে তাতে ছোট ঘটনা কে, কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। নিজেকে সংশোধন করলে শুভ হবে। ধৈর্য রাখা, মাথা ঠান্ডা রাখা, অন্যের কথা বেশি শোনা, তাহলে শান্তির বাতাবরণ। প্রতি অমাবস্যা তিথি তে মহাকালী র সামনে ভোগ নিবেদন করুন, মহাকালী দেবী আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবেন।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ভুল বোঝাবুঝি। বিতর্ক তৈরি হবে। দেবী মহাকালীর পুজো, গোটা নারিকেল দান। পঞ্চ প্রদীপ আরতী করুন। কপূর আরতি করুন। মহাদেবের সামনে। ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক থাকতে হবে যে কোন সময় মনে নৈরাশ্য হতাশা হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা।

মীন রাশি : আজ পুরাতন বান্ধব ও বান্ধবীর দ্বারা শুভ উপদেশ পাবেন, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লাগবে। বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। এই তিথিতে গোটা ফল দান করুন। শুভ হবে প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা এবং সন্তানের বিষয়ে যে জটিলতা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজ্ঞপ্তি

সিভিল জজ জুনিয়র ডিভিশন , মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

2024 সালের 284 নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা

সত্যব্রত দাস, পিতা-ঁসুধাংশু ভূষণ দাস, ঠিকানা- ওলিগঞ্জ, পোস্ট + থানা- মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর ....**বাদী**

বনাম

(১) কনক রঞ্জন গুছাইত, (২) কমল কৃষ্ণ গুছাইত পিতা-পূর্ণ চন্দ্র গুছাইত **(৩) গনেশ মন্ডল,** পিতা-৺ বাদল মন্ডল ...**বিবাদীগণ,**
১ থেকে ৩ নং বিবাদীগনের ঠিকানা- গ্রাম- মিরুপুর, পো:-যশোরাজপুর, থানা- পিংলা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর ।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে বাদী সত্যব্রত দাস উপরোক্ত দেওয়ানী মোকর্দ্দমায় বিবাদীগণ **(১) কনক রঞ্জন গুছাইত, (২) কমল কৃষ্ণ গুছাইত (৩) গনেশ মন্ডল** দের বিরুদ্ধে একটি সিভিল জজ প্রথম জুনিয়র ডিভিশনে দেওয়ানী মামলা দায়ের করিয়াছে। এক্ষনে উক্ত নং মোকর্দ্দমাটির দিন ইং- 02.09.2024 তারিখে ধার্য হইয়াছে। উক্তদিনে আপনারা স্বয়ং বা আপনাদের নিযুক্ত উকিল বাবু মারফৎ বেলা ১০ টা ৩০ মিনিটে ইং-02.09.2024 তারিখে কোর্টে হাজির হইবেন অন্যথায় উক্ত নং মোকর্দ্দমাটি একতরফা শুনানী হইবে।

তপসীল

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, মৌজা- মিরুপুর, জে এল নং-০৫৬, দাগ নং-৯৪৭, এল আর খতিয়ান নং- ৫২৬, পরিমান-১ একর ৩৮ ডে: মধ্যে ৬ একর ৫২ ডে:, শ্রেণী-জল, থানা-পিংলা ।

অদেশেনাসুরে,
রবীন্দ্রনাথ গুছাইত (সেরেস্তাদার)
সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন)
১ম কোর্ট, পশ্চিম মেদিনীপুর ।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী দেবাশিষ মন্ডল পিতা ঁঅজিত কুমার মন্ডল সাকিম কানাগড়, পোঃ দক্ষিণ নলডাঙ্গা, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712123 বিগত ইং- 03/06/2019 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে I -1776/2019 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেলগণ **(১) কুহেলী বর্মণ** পিতা ভোলানাথ বর্মণ সাকিম- নন্দন কানন, ইস্ট মনোহরপুর ভৈরবী মাতা মন্দিরের নিকট, পোঃ ও থানা ডানকুনি, জেলা হুগলী, **২) রবীন বীট,** পিতা ঁগোলক চন্দ্র বীট সাকিম ৫নং কৃষ্ণপুর, পোঃ রবীন্দ্রনগর, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী ও **৩) পথিক রায়** পিতা আশুতোষ রায় সাকিম নন্দন কানন, পোঃ ও থানা ডানকুনি, জেলা হুগলী) –কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে বিক্রয় করিতেছেন।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কানাগড়, জে.এল. 13, হাল এল. আর. 956 খতিয়ানে, হাল এল. আর. 478, 515 ও 516 দাগে কলাবাগান জমি 0.36 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত সম্পত্তি খরিদান্তে ক্রেতাগণ নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া অফিসে আবেদন করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে **১) শ্রীমতী গীতা ঘোষ,** স্বামী- লক্ষ্মী নারায়ান ঘোষ, সাকিম - শ্রীপুর, পো:- ইনছুড়া, থানা- পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন - পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী, পিন -৭১২১৩৪, **২) শ্রীমতী কবিতা ঘোষ,** স্বামী - অশোক ঘোষ, সাকিম- পূর্ব পাড়া ভোতর, পো:- নামেশ্বরপুর, থানা- ধনিয়াখালী, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২১৫২, **৩) শ্রী শ্যামল কুমার সরকার,** পিতা- স্বর্গীয় অজিত কুমার সরকার, সাকিম - ৩৪ পটিপাড়া লেন, পো:- চাতরা, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা হুগলী, পিন – ৭১২২০৪ ...**দাতাগন**

বিগত ইং - 07-08-2023 তারিখে D.S.R -1 Hooghly অফিসে রেজিষ্টিকৃত I-7387/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী সৌমেন ঘোষ** পিতা - স্বর্গীয় প্রফুল্ল কুমার ঘোষ, সাকিম- জয়পুর, থানা - মগরা, পো: মগরা, জেলা - হুগলী পিন - ৭১২১৪৮ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে আমার মক্কেল ইং 22-12-2023 তারিখে D.S.R- 1 Hooghly চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে I-11494/2023 নং দলিলমূলে **সেখ মফিজ উদ্দিন,** পিতা- সেখ মনির উদ্দিন, সাকিম - বীরপালা, পো:- সুলতানগাছা, থানা- পোলবা, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২১৪৮ মহাশয়কে বিক্রয় করেন, **তপশীল-** জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা - ত্যালান্ড্রু জে. এল. - ৩, হাল এল আর ১০৪৯, ১০৫৩, ৪১৮ খতিয়ানে আর এস ১১৪২ / ১৫৫৭ ও এল আর ১১৪২/১৫৫৭ দাগে শালি জমি ১ আনায় মধ্যে আমাদের প্রাপ্ত ০.৫০০১ অংশে ০১শতক তন্নাধ্যে ০.১৫ শতক জমি বিক্রয়কৃত সম্পতি হইতেছে, এত দ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে উক্ত খরিদা জমি **সেখ মফিজ উদ্দিন,** পিতা- সেখ মনির উদ্দিন, নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি এল এ্যান্ড এল আর ও মগরা চুঁচুড়া অফিসে আবেদন করিতেছেন যাহার কেস নং MN/2024/0601/8052, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**তাপস কুমার মন্ডল (অ্যাডভোকেট)**
হুগলী জাজেস কোর্ট
ফোন নং-9143316315

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রী বিশ্বজিৎ কুন্ডু পিতা বিপ্রজিৎ কুন্ডু সাকিম ৩৯/১/বি বনমালি সরকার স্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, থানা শ্যামপুকুর, জেলা কোলকাতা, পিন ৭০০০০৫, **২)শ্রীমতী শ্রীমনা ঘোষ** স্বামী শ্রী সৌমেন্দু ঘোষ সাকিম কালিন্দী হাউস স্টেট, পোঃ হাটখোলা, থানা শ্যামপুকুর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭০০০০৫, **৩)শ্রীমতী সুমনা গুঁই** স্বামী শ্রী অনিমেষ গুঁই সাকিম গোয়ালজাম পোঃ বহরমপুর, থানা বহরমপুর টাউন, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১৮৮, **৪)শ্রীমত্যা শ্যামলী কুন্ডু** স্বামী ৺সুরজিৎ কুন্ডু, সাকিম বি ২২/৩ কালিন্দি স্টেট, পোঃ লেক টাউন, থানা দমদম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭০০০৮৯, **৫) শ্রীমতী মুক্তা কুন্ডু** স্বামী বিপ্রজিৎ কুন্ডু **৬)শ্রী বিক্রমজিৎ কুন্ডু** পিতা বিপ্রজিৎ কুন্ডু ৫ ও ৬-এর সাকিম ৩৯/১/বি বনমালি সরকার স্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, থানা শ্যামপুকুর, জেলা কোলকাতা, পিন ৭০০০০৫, **৭) শ্রী প্রেমচাঁদ কুন্ডু** পিতা পিতা ৺অজিত কুন্ডু সাকিম ৪২/বি বনমালি সরকার স্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, থানা শ্যামপুকুর, জেলা কোলকাতা, পিন ৭০০০০৫, **৮)শ্রী রায়চাঁদ কুন্ডু** পিতা ৺অজিত কুন্ডু **৯)শ্রীমতী লিপি কুন্ডু** স্বামী শ্রী দীপক কুন্ডু ৮ ও ৯-এর সাকিম ৩৯/১/বি বনমালি সরকার স্ট্রীট, পোঃ হাটখোলা, থানা শ্যামপুকুর, জেলা কোলকাতা, পিন ৭০০০০৫, **১০)শ্রী রূপচাঁদ কুন্ডু** পিতা ৺রঞ্জিত কুমার কুন্ডু সাকিম নিউ টাউন রাজারহাট, পোঃ গোপালপুর, থানা রাজারহাট, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭০০১৫৭, **১১)শ্রীমত্যা কাবেরী কুন্ডু** স্বামী ৺শঙ্কর কুন্ডু সাকিম **১২)শ্রী গোরাচাঁদ কুন্ডু** পিতা ৺রঞ্জিত কুমার কুন্ডু ১১ ও ১২-এর সাকিম পারমার রোড, পোঃ কোতরং, থানা হুগলী, জেলা হুগলী, পিন ৭১২২৩২, **১৩)শ্রী সুমন কুন্ডু** পিতা ৺সুরজিৎ কুমার কুন্ডু সাকিম বি ৩২/৩ কালিন্দি হাউসিং স্টেট, পোঃ লেক টাউন, থানা লেক টাউন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭০০০৮৯, বিগত ইংরাজি 24/03/2021 তারিখে ডি.এস.আর.-I চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-3101/21 নং আমমোক্তার দলিলমূলে আমাকে (**শ্রী সৌমিত চৌধুরী** পিতা ঁঅবনী চৌধুরী সাকিম কাঁটাপুকুর পোঃ ও থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৮) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা বলে আমি ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে I-11583/2023 নং দলিল মূলে **সন্তান সংঘ পক্ষে সম্পাদক শ্রী সমর পাত্র** পিতা অশোক পাত্র এবং **সভাপতি শ্রী সন্তু মালিক** পিতা কার্ত্তিক মালিক সাকিম বাড়োল প্রসাদপুর, পোঃ মগরা, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৮-কে বিক্রয় করিয়াছি।

তপশীল- জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা প্রসাদপুর, জে.এল নং ২৪, হাল এল. আর. ১৩১২ নং খতিয়ানে, সাবেক ১৮০/১৪১৪ তথা হাল এল. আর. ৩৭৬ নং দাগে শুনা জমি ২৩.৫ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে ১ কাঠা ৮ ছটাক ৩০ বর্গফুট বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, সন্তান সংঘ পক্ষে সম্পাদক শ্রী সমর পাত্র এবং সভাপতি শ্রী সন্তু মালিক উক্ত খরিদা জমি সন্তান সংঘ-এর নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর অফিসে আবেদন করিয়াছেন, যাহার মিউটেশন কেশ নং MN/2024/0602/8784, যাহার হেয়ারিং তারিখ 26/08/2024, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

শ্রী সৌমিত চৌধুরী
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে **১) শ্রীমতী গীতা ঘোষ,** স্বামী - লক্ষ্মী নারায়ান ঘোষ, সাকিম - শ্রীপুর, পো:- ইনছুড়া, থানা - পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন- ৭১২১৩৪, **২) শ্রীমতী কবিতা ঘোষ,** স্বামী - অশোক ঘোষ, সাকিম - পূর্ব পাড়া ভোতর, পো:- নামেশ্বরপুর, থানা - ধনিয়াখালী, জেলা হুগলী, পিন - ৭১২১৫২, **৩) শ্রী শ্যামল কুমার সরকার,** পিতা - স্বর্গীয় অজিত কুমার সরকার, সাকিম ৩৪ পটিপাড়া লেন, পো:- চাতরা, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলী, পিন – ৭১২২০৪ ....**দাতাগন**

বিগত ইং - 07-08-2023 তারিখে D.S.R -1 Hooghly অফিসে রেজিষ্টিকৃত **I-7387/2023** নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী সৌমেন ঘোষ** পিতা - স্বর্গীয় প্রফুল্ল কুমার ঘোষ, সাকিম জয়পুর, থানা - মগরা, পো: মগরা, জেলা - হুগলী পিন - ৭১২১৪৮ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে আমার মক্কেল ইং 19- 01-2024 তারিখে D.S.R -1 Hooghly চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে I-577/2024 নং দলিলমূলে **মমতাজ খাতুন,** স্বামী - সেখ আব্দুল রজ্জাক, সাকিম - বালিকুখাড়ী, পো: হারিট, থানা - দাদপুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৩০৫, মহাশয়কে বিক্রয় করেন, **তপশীল-** জেলা - হুগলী, থানা-মগরা, মৌজা - ত্যালান্ডু জে. এল. - ৩, হাল এল আর ১০৪৯, ১০৫৩, ৪১৮ খতিয়ানে আর এস ১১৪২/১৫৫৭ ও এল আর ১১৪২/১৫৫৭ দাগে শালি জমি ১আনায় মধ্যে আমাদের প্রাপ্ত ০.৫০০১ অংশে ০১শতক তন্মধ্যে ০.১০ শতক জমি বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে, এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে উক্ত খরিদা জমি **মমতাজ খাতুন,** স্বামী - সেখ আব্দুল রজ্জাক নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি এল এ্যান্ড এল আর ও মগরা চুঁচুড়া অফিসে আবেদন করিতেছেন যাহার কেস নং- MN//2024/0601/8056, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**তাপস কুমার মন্ডল (অ্যাডভোকেট)**
হুগলী জাজেস কোর্ট
ফোন নং - 9143316315

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রী প্রবীর কুমার পান পিতা ঁকৃষ্ণ চন্দ্র পান **২)শ্রীমতী শিখা ঘোষ** স্বামী শ্রী অপূর্ব কুমার ঘোষ উভয়ের সাকিম বাড়োল পোঃ দেবানন্দপুর, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, **৩)শ্রীমতী প্রণতী মল্লিক** স্বামী শ্রী রামপ্রসাদ মল্লিক সাকিম ও পোঃ রাজহাট, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, বিগত ইংরাজি 06/06/2012 তারিখে ডি.এস.আর.-I চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-0158/12 নং আমমোক্তার দলিলমূলে আমাকে (**শ্রী গোপীকান্ত সর্দার** পিতা ঁমুরালী মোহন সর্দার সাকিম ৩৩ নং বিবেকানন্দ সরনী, নবগ্রাম, পোঃ মল্লিকপাড়া-৩, থানা শ্রীরামপুর, জেলা হুগলী) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা বলে আমি ইং 06/09/2013 তারিখে ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে I-6513/2013 নং দলিল মূলে **১)শ্রী রামনাথ মাহাতো** পিতা ঁরামবিলাস মাহাতো ও **২)শ্রীমতী রাধা মাহাতো** স্বামী শ্রী রামনাথ মাহাতো সাকিম ৪৯/৫/৮/১৮৯, কাল মার্কস সরনী, পোঃ বাবুবাজার, থানা সাউথ পোর্ট, কোলকাতা ৭০০০২৩-কে বিক্রয় করিয়াছি। প্রকাশ থাকে যে, অত্র পর উক্ত ক্রেতাদ্বয় নিজ নিজ সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন না করিয়াই বিগত ইং 04/05/2015 তারিখে ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে I-3671/2015 নং দলিল মূলে **১)শ্রীমতী রঞ্জু সিং** স্বামী শ্রী মুন্না সিং সাকিম বাড়োল প্রসাদপুর, পোঃ মগরা, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৮ কে বিক্রয় করিয়া দেন।

তপশীল- জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা প্রসাদপুর, জে.এল নং ২৪, হাল এল. আর. ৭৪১, ৭৪২ ও ৭৪৩ নং খতিয়ানে, আর. এস. ২৫৪ তথা হাল এল. আর. ৩৩১ নং দাগে ইটভাটা ১০০০০ অংশের মধ্যে ২ একর ২৮ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির তার মধ্যে ২ কাঠা বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী রঞ্জু সিং** স্বামী শ্রী মুন্না সিং নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর অফিসে আবেদন করিয়াছেন, যাহার মিউটেশন কেশ নং MN/2024/0602/8964, যাহার হেয়ারিং তারিখ 30/08/2024, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

শ্রী গোপীকান্ত সর্দার
আমমোক্তার

Court Notice

In the Court of Ld. 6th A.D.J., Paschim Medinipur

Ref. : Matrimonial Suit No.: 848/ 2023

Sudip Maji ... Petitioner
Versus
Mita Maji ... Respondent

NOTICE

This is for the information of all concerned that **Sudip Maji**, Son of Bishnu Pada Maji, Currently residing at Dingol, P.O.- Dingol, P.S.- Debra, Dist: Paschim Medinipur, has filed a Matrimonial Suit Case being No. **848/ 2023**, Under Section 13 of Hindu Marriage Act, before the Ld. Court 6th ADJ, Paschim Medinipur, for grant of Divorce in respect from the Respondent **Mita Maji** Wife of Sudip Maji, Married Daughter of Dhiren Chandra Das, Currently Residing at Mirpur, opposite to HP Gas go-down, P.O.-Kharagpur, P.S.- Kharagpur (Local), Dist: Paschim Medinipur, Pin: 721301. That the next fixed date of hearing of the case has been fixed on **30-08-2024.** The above respondent if got to submit anything in respect of above mentioned subject matter then she is hereby called upon to submit any written objection by her or by her Ld... Advocate through appearing the same, otherwise the matter shall be heard at ex-party hearing against her on the above mentioned date.

By Order /- Amritendu Adak
Bench Clerk-I
Ld. 6th ADJ Court,
Paschim Medinipur
Date : 15/07/2024

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

Court Notice

In the Court of Ld. 6th A.D.J., Paschim Medinipur

Ref. : Mat Suit Case No. : 1173/ 2023

Suman Kumar Halder ... Petitioner
Versus
Madhumita Paul ... Respondent

NOTICE

This is for the information of all concerned that **Suman Kumar Halder,** Son of Sushil Kumar Halder, Resident of Aasha Housing Complex, being Flat No.-1A, South Inda, P.O.- Kharagpur, P.S.- Kharagpur (Town), Dist.- Paschim Medinipur, West Bengal, Pin- 721301, has filed a Matrimonial Suit Case being No. **1173/2023**, U/S-13 (1) (A) of Hindu Marriage Act, before the Ld 6th ADJ Court, Paschim Medinipur for grant of Divorce in respect from the respondent **Madhumita Paul**, Wife of Suman Kumar Halder, Married daughter of Nemai Chandra Paul, Resident of Saradapally, Inda, P.O.- Kharagpur, P.S.- Kharagpur (Town), District Paschim Medinipur, West Bengal, Pin- 721305. That the next fixed date for hearing of the case has been fixed on **21/09/2024.** The above respondent has got to submit anything in respect of above mentioned subject matter then she is hereby called upon to submit any written objection by her or by her Ld. Advocate through appear the same otherwise the matter shall be heard at ex-party hearing against her on the above mentioned date.

By Order /- Amritendu Adak
Bench Clerk-I
Ld. 6th ADJ Court,
Paschim Medinipur
Date : 06/08/2024

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

চলতি বছরে প্রায় চার লক্ষ মাটির নমুনা পরীক্ষা করার লক্ষ্যমাত্রা নিল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: কৃষি জমির উর্বরা শক্তি বাড়াতে রাজ্য সরকার চলতি বছরে প্রায় চার লক্ষ মাটির নমুনা পরীক্ষা করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে।

গতবার রাজ্যে তিন লক্ষ ৩৩ হাজারেরও বেশি মাটির নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। এবারে সেই সংখ্যা বাড়িয়ে চার লক্ষ করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় সবচেয়ে বেশি ৩১০০০ নমুনা পরীক্ষার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তারপর রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা। এছাড়া হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুরে ২৫ হাজারেরও বেশি নমুনা পরীক্ষা হবে।

পাশাপাশি গত বছরের পরীক্ষা রিপোর্ট পর্যালোচনা করে উর্বরতা হ্রাস পাওয়া ৩৬ হাজার ৯৬০ হেক্টর জমির অনুখাদ্য বৃদ্ধি করা হবে বলে কৃষি দপ্তর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওই সব জমিতে মাটির অনুখাদ্যের ঘাটতি পূরণ করতে জিঙ্ক এবং বোরন যুক্ত সার বণ্টন করা হবে। রাজ্যের ৪৮ হাজার কৃষক এর ফলে উপকৃত হবেন । দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় সবচেয়ে বেশি কৃষকের জমির জন্য এই জিঙ্ক ও বোরন যুক্ত সার বণ্টন করা হবে।

গত বছর চাষের জমির মাটি পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গিয়েছিল, বহু জায়গায় অনুখাদ্যের ঘাটতি রয়েছে।

এর ফলে শাকসব্জি, ফল ইত্যাদি উৎপাদনে প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছিল। উর্বরতা বৃদ্ধিতে সরকারের এই উদ্যোগ বিভিন্ন শস্যের ফলন বাড়াতে অনেকটাই সাহায্য করবে বলে আশা করা হচ্ছে। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, এক একটি জেলায় মাটির হাল একেক রকম। কোথাও কম, কোথাও বেশি অনুখাদ্য থাকে মাটিতে। কিন্তু গতবছর নমুনা পরীক্ষা করে জানা গিয়েছে, রাজ্যের সর্বত্রই কম-বেশি পুষ্টিগুণ কমেছে মাটির। তাই ফলন ঠিক রাখতে বাড়তি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ক অভিযোগ ডিসেম্বরের মধ্যে নিষ্পত্তির নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর ক্রেতা সুরক্ষা কমিশনের কাছে জমা পড়া অভিযোগের মধ্যে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলি দ্রুত সমাধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কমিশনগুলির সঙ্গেও বৈঠক করে সমস্যা সমাধানের রূপরেখা স্থির করা হয়েছে। উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র বলেন, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যত অভিযোগ রয়েছে, তার ৫০ শতাংশ এবছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এজন্য ধারাবাহিকভাবে রিভিউ মিটিং করতে হবে। এছাড়া বিশেষভাবে সক্ষম, প্রবীণ মানুষজন ও মহিলাদের অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখার জন্য একটি বিশেষ দিন নির্দিষ্ট করতে বলা হয়েছে। সাধারণ মানুষ প্রতারিত বা ভুক্তভোগী হলে উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরে অভিযোগ জানিয়ে থাকেন। যে সমস্ত অভিযোগ ইতিমধ্যে কমিশনে জমা পড়েছে, তার একটি রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। মে মাস পর্যন্ত ১৬ হাজার ৪৫৯টি মামলার নিষ্পত্তি বকেয়া রয়েছে বলে রিপোর্টে উঠে এসেছে।

গবাদি পশুর সবথেকে মারাত্মক রোগ 'এলএসডি' নিয়ে কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোসাবা: টেগর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট এর রাঙাবেলিয়া প্রজেক্ট এর প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন বিভাগে গবাদি পশুর সবথেকে মারাত্মক একটি রোগ এলএসডি নিয়ে কর্মশালা হল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাঙাবেলিয়া প্রজেক্ট এর কো-অর্ডিনেটর সুদাম রায়, গোসাবা ব্লকের বিএলডিও ডা. গৌর রায়, সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের ড. শঙ্কর বিশ্বাস, রাঙাবেলিয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডা. শ্রেয়া বেরা, ভ্রাম্যমাণ প্রাণী চিকিৎসা কেন্দ্রের ডা.স্বরাজ ভৌমিক। প্রোগ্রামের মূল বক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শান্তনু বেরা। এই প্রোগ্রামের সহযোগিতা করে ভিরব্যাক অ্যানিম্যাল হেল্থ প্রাইভেট লিমিটেড। ভিরব্যাক এর পক্ষে প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন স্বরাজ মাইতি এবং রাহুল দেবনাথ। টেগর সোসাইটি শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয় আমাদের দেশের তিনটি রাজ্যে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এই সংগঠনের বর্তমান সম্পাদক প্রবীর মহাপাত্র।

' আরজি করের বিচার চাই' ব্যানার হাতে নিয়ে অ্যাপ ক্যাব গাড়ির চালকদের মিছিল।

আরজি কর কাণ্ডে এবার চর্চায় উত্তরবঙ্গ লবির কারসাজির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডে এবার চর্চায় 'উত্তরবঙ্গ লবি'। এবার মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ও জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টর্সের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতেও উঠে এল উত্তরবঙ্গ লবির কারসাজির অভিযোগ। এই লবির প্রভাব এতটাই বেশি যে তাঁরা নাকি স্বাস্থ্য ভবনের উপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে, এমনটাই কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে। এদিকে আইএমএ-র এক সদস্য গুরুতর কিছু প্রশ্ন সামনে এনেছেন। তাঁর জিজ্ঞাস্য, গত ৯ অগস্ট মহিলা চিকিৎসকের হত্যার কয়েক ঘণ্টা পর কেন সেখানে উত্তরবঙ্গের প্রভাবশালী চিকিৎসক সুশান্ত রায়কে দেখা গিয়েছিল তা নিয়েও। আরজি করের চিকিৎসক না হওয়া সত্ত্বেও কার নির্দেশে তথাকথিত উত্তরবঙ্গ লবির কয়েকজন পৌঁছে যান সেখানে, এ প্রশ্নও তোলা হয়েছে। তিলোত্তমার পরিবারের পাশে না থেকে কেন সেদিন রাত পর্যন্ত তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের ঘরে বৈঠকে বসেন উত্তরবঙ্গ লবির চিকিৎসকেরা প্রশ্ন উঠছে তা নিয়েও।

> লবির প্রভাব এতটাই বেশি যে তাঁরা নাকি স্বাস্থ্য ভবনের উপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে, এমনটাই কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে। এদিকে আইএমএ-র এক সদস্য গুরুতর কিছু প্রশ্ন সামনে এনেছেন। তাঁর জিজ্ঞাস্য, গত ৯ অগস্ট মহিলা চিকিৎসকের হত্যার কয়েক ঘণ্টা পর কেন সেখানে উত্তরবঙ্গের প্রভাবশালী চিকিৎসক সুশান্ত রায়কে দেখা গিয়েছিল তা নিয়েও। আরজি করের চিকিৎসক না হওয়া সত্ত্বেও কার নির্দেশে তথাকথিত উত্তরবঙ্গ লবির কয়েকজন পৌঁছে যান সেখানে, এ প্রশ্নও তোলা হয়েছে।

এদিকে আইএমএ বেঙ্গলের চিকিৎসক নেতা সৌরভ দত্তের অভিযোগ, উত্তরবঙ্গ লবির একটা মাথা ডক্টর সুশান্ত রায় একটা আইএমএ-র গ্রুপে লিখেছিলেন প্রশাসনের নির্দেশে তিনি সেখানে গিয়েছেন। আরও কয়েকজনের নাম ছিল সেখানে। এই প্রসঙ্গে আইএমএ-র তরফ থেকে প্রশ্ন করা হয়, সুশান্ত রায়কে কে যেতে বলেছিল তা নিয়ে। আর এতে সত্যিই প্রশাসনের উচ্চ পর্যায় থেকে কোনও নির্দেশ ছিল তাও জানতে চাওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে চিকিৎসক উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত এখানে এমন কিছু চরিত্র উপস্থিত ছিলেন যাঁরা সরকারি কোনও পদে নেই, আরজি করের সঙ্গে যুক্তও নন। তাঁদের সঙ্গে স্বাস্থ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তা, কলকাতা পুলিশের সর্বোচ্চ কর্তা এখানে উপস্থিত ছিলেন।'

এর পাশাপাশি আইএমএ-র প্রেস বিবৃতিতেও উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। সেখানে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, আরজি কর কাণ্ডের পর আইএমএ-র ডাকা ভার্চুয়াল বৈঠকে উপস্থিত মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষরা 'উত্তরবঙ্গ লবির' বিরুদ্ধে সরব হন। দক্ষিণবঙ্গের এক মহিলা অধ্যক্ষকে 'উত্তরবঙ্গ লবির' এক চিকিৎসক বীরুপাক্ষ বিশ্বাস ফোনে হুমকি দেন বলেও অভিযোগ। অভিযোগ, মোবাইল ল্যাপটপ নিয়ে পরীক্ষায় বসা, পরীক্ষায় গণ টোকাটুকি, নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া-সহ নানা অনিয়মের প্রতিবাদ করায় 'উত্তরবঙ্গ লবির' কোপেও পড়েন কেউ কেউ। আর সেই কারণে পরীক্ষক পদ থেকে অপসারণ, অন্যত্র বদলি করে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করা হচ্ছে। ষড়যন্ত্রের মাথায় স্বাস্থ্য ভবন এবং স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু কর্তা জড়িত, যাঁরা উত্তরবঙ্গ লবির কথায় ওঠে-বসে বলে অভিযোগ। এই প্রসঙ্গে চিকিৎসক সৌরভ দত্ত-ও জানিয়েছেন, এ কথা তো সমস্ত প্রিন্সিপালরাই বলছেন। চিকিৎসক সৌরভ দত্তের পাশে দাঁড়িয়েছেন চিকিৎসক সংগঠনের নেতা মানস গুমটাও। তিনি জানান, 'সৌরভ দত্ত একটা সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি আইএমএ-র রাজ্য শাখার প্রতিনিধি। তিনি যখন একটা অভিযোগ করছেন তখন তাঁর বক্তব্যের সারবত্তা আছে বলেই মনে করি।'

রাতের নিরাপত্তায় জোর, বাড়তি সতর্কতায় লালবাজার, জারি নানা নির্দেশিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তিলোত্তমা কাণ্ডের পর রাতের নিরাপত্তায় আরও জোর দেওয়া হচ্ছে লালবাজারের তরফ থেকে। এর পাশাপাশি রাতের শহরে নজরদারিও বাড়াতে তৎপর লালবাজার। বাড়তি সতর্কতা কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের। রাতের ডিউটিতে জোর দেওয়ার পাশাপাশি নাকা পয়েন্টগুলিতে আরও নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বেপরোয়া গাড়ি চালানো, ওভারটেক রুখতে কড়া পদক্ষেপ পুলিশের। হেলমেটহীন বাইক আরোহীদের বিরুদ্ধেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ট্রাফিক গার্ড লাগোয়া হাসপাতাল-হস্টেলে বাড়তি নজরদারি চলবে। আরও জোর দিতে বলা হয়েছে মহিলা ও শিশুদের সুরক্ষায়। অন্যদিকে রাজ্য পুলিশের তরফে একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। ১৮ দফা যে নির্দেশিকা জারি হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, কোনও খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মামলা রুজু করতে হবে। মহিলা এবং শিশুদের ক্ষেত্রে সহানুভূতি নিয়ে কাজ করতে হবে। ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছতে হবে এবং সেই জায়গা 'পুলিশ লাইন পার করবেন না' টেপ দিয়ে ঘিরে ফেলতে হবে। ঘটনাস্থল সংরক্ষিত রাখতে হবে। পুলিশ সুপার বা সিপি পদমর্যাদার অফিসারদের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করার কথাও বলা হয়েছে। ঘটনাস্থলের ভিডিওগ্রাফি করতেই হবে। স্নিফার ডগ, ফরেনসিক এক্সপার্ট ঘটনাস্থল পরিদর্শন করবে দ্রুত। সিজার লিস্ট তৈরির সময় সিসিটিভির টাইম ম্যাচের পাশাপাশি ঘড়ি এবং মোবাইল দেখে টাইম এবং তারিখ লেখা বাধ্যতামূলক। আত্মীয় পরিজনদের ঘটনা সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেওয়া এবং ময়নাতদন্ত পর্যন্ত তাঁদের সঠিক পথে তথ্য দিতে হবে। ঘটনার পর থেকে ওসি-আইসি পদমর্যাদার অফিসাররা নিরন্তর যেন পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেন। ময়নাতদন্তের সময় এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এবং রক্তের সম্পর্কের কেউ বা পরিবারকে রাখতে হবে। ভিডিওগ্রাফি বাধ্যতামূলক। ভিসেরা, ভ্যাজাইনাল সোয়াব সংগ্রহ এবং তা সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। পরিবারকে দিয়ে দ্রুত এফআইআর করাতে হবে। এরকম কাউকে না পাওয়া গেলে সুয়োমোটো করে অভিযোগ দায়ের করতে হবে।

অপরাধীকে দ্রুত চিহ্নিত করার পাশাপাশি টিম তৈরি করে অপরাধীকে দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে। অপরাধীকে দিয়ে অপরাধের পুনর্নির্মাণ দ্রুত জরুরি। সিসিটিভি ফুটেজ যথাযথ সংরক্ষণ করা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে। সিজার লিস্টের ভিডিওগ্রাফি এবং তদন্তের স্বার্থে নেওয়া সব বয়ানের ভিডিওগ্রাফি বাধ্যতামূলক। নতুন আইন মেনে তা সংরক্ষণ করা বাধ্যতামূলক। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে, আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি বোঝা এবং সেই মতো পুলিশ মোতায়েন করতে হবে। প্রতিনিয়ত মিডিয়া ব্রিফিং করতে হবে। তবে তা করবেন উচ্চপদস্থ অফিসার যিনি ঘটনা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। পুলিশের সকলকে মামলা সম্পর্কে গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। বিশেষ করে মিডিয়ার কাছে যেন আগে থেকে খবর না বেরিয়ে যায়। ফেক নিউজ এড়াতে সোশ্যাল মিডিয়ার উপর সর্বক্ষণ নজরদারি চালাতে হবে। ফেক নিউজ বন্ধ করতে অফিশিয়ালি সত্য তথ্য দিয়ে পাল্টা পোস্ট করার নির্দেশ।

জোনাল এডিজি-আইজি পদমর্যাদার অফিসারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সব স্তরের পুলিশ কর্মীদের এ ধরনের বিষয় নিয়ে সচেতন করা। ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, আরজি কর কাণ্ডে কলকাতা পুলিশকে একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে। হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টে উঠছে প্রশ্ন। তাই এবার কোমর বাঁধছে পুলিশ। যদিও পুলিশ মহলের যদিও দাবি, এই নির্দেশিকা আগেও ছিল। নতুন করে সব জেলা আধিকারিক থেকে শুরু করে এডিজি-আইজি পদমর্যাদার পুলিশ, সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্তাদের এই নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে।

ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন পোস্টে ফের বিতর্কে সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ছে না সুখেন্দু শেখরের। বলা ভালো বিতর্কের ইস্যু থেকে সরতে চাইছেন না সুখেন্দু শেখর। কারণ, ফের সমাজমাধ্যমে এক ইঙ্গিতবাহী পোস্ট করতে দেখা গেছে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায়কে। বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, ব্যঙ্গ করেই এক্স হ্যান্ডেলে একটি কার্টুন পোস্ট করেছেন সুখেন্দু। তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জোরদার চর্চা। ওয়াকিবহাল মহলের বড় অংশের মত, দলের চাপে কিছুটা পিছু হটলেও আবার এই পোস্টে বিতর্কে ইন্ধন জোগালেন সুখেন্দু।

এদিকে আগে লালবাজারের ডাক পেয়ে আদালতে সুখেন্দু শেখরকে বলতে শোনা যায়, বিভ্রান্ত হয়ে ভুল তথ্য দিয়ে ফেলেছেন! এখানে বলে রাখা শ্রেয়, তিলোত্তমা কাণ্ডে ভুল তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে তলব করা হয়েছিল তাঁকে। সেই সুখেন্দু সমাজমাধ্যমেই শেয়ার করলেন ভারত-চিন যুদ্ধের সময়কার এক কার্টুন। ১৯৬২ সালে ২৬ ডিসেম্বর সামনে এসেছিল আরকে লক্ষ্মণের সেই কার্টুন। দেখা যাচ্ছে ছবিতে এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে এক পুলিশ। ছবির নিচে লেখা, 'অফ কোর্স ইউ ওয়ার নট স্প্রেডিং রিউমার্স, দ্য চার্জ ইজ ইউ ওয়্যার স্প্রেডিং ফ্যাক্টস'। সঙ্গে একটি লাফিং ইমোজিও শেয়ার করেন। এই পোস্ট নিয়েই শুরু হয়েছে নতুন চর্চা।

প্রসঙ্গত, আগেই সুখেন্দু শেখরকে দু'বার ডেকে পাঠায় লালবাজার। গ্রেপ্তারির আশঙ্কায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। পরে তার করা আগের পোস্ট মুছে ফেলেছিলেন সুখেন্দু। এবার ফের নতুন পোস্ট! সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলছেন, 'এই পোস্ট খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ। যা আমাদের রাজ্যে চলছে তার সঙ্গে খুবই মিলছে। সত্য কথা বললে আপনি অপরাধী। কেন আপনি সত্য বলবেন? কেন স্পষ্ট কথা বলছেন? কেন যা চলছে তা মেনে নেবেন না? আপনি পারবেন না। আর যদি করেন তাহলে গ্রেপ্তার হবেন। এটাই তো বাস্তবে চলছে। অপরাধীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে পুলিশ-প্রশাসন। যারা প্রতিবাদ করছে তাঁদের ধরে ধরে হেনস্তা করা হয়েছে। সুখেন্দু শেখরকেও হেনস্থা করতে হয়েছে। তাঁকে পোস্ট ডিলিট পর্যন্ত করতে হয়েছে।'

তোপ দেগেছে বিজেপিও। বিজেপি নেতা জগন্নাথ সরকার এই প্রসঙ্গে সুখেন্দু শেখরকে কটাক্ষ করে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হঠাৎ তার মেরুদণ্ড সোজা হয়ে যাচ্ছে। তিনি পোস্ট করছেন। আবার তিনি ডিলিটও করে ফেলছেন। তারপর আবার অন্য কিছু ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করছেন। এখন তো সরাসরি রাস্তায় নামার সময়। কেন রাজ্যসভার সাংসদ পদ ধরে রেখে নিজের মেরুদণ্ড বেঁকিয়ে রেখেছেন? চলে আসুন বিজেপির ধরনা মঞ্চে যদি সত্যিই প্রতিবাদ জানাতে চান।'

ফের শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, ৬ সপ্তাহের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২০ সালে এসএলএসটির ৪৬৫ টি শূন্য পদের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। ২০২১ সালের জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ধাপে ধাপে পরীক্ষাও নেওয়া হয়। এদিকে নবম এবং দশম শ্রেণির সাঁওতালি মিডিয়ামে কর্মশিক্ষার শিক্ষক নিয়োগের শূন্য পদ ছিল ১৯টি। মামলাকারী শিবরাম সিনহা-সহ ৮ চাকরিপ্রার্থী তারা মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছিলেন। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মেধা তালিকাভুক্ত চাকরি প্রার্থীদের তাদের এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ভেরিফিকেশন হয়। কিন্তু তারপরেও কারও চাকরি হয়নি বলে অভিযোগ।

এদিকে কর্মশিক্ষা বিষয় একাধিক চাকরিপ্রার্থী মেধা তালিকায় অন্তর্ভুক্তরা নিয়োগপত্র না পাওয়ায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কাছে আবেদন জানান। নিরুপায় চাকরিপ্রার্থীরা কলকাতা হাইকোর্টে দ্বারস্থ হন। মামলাকারী শিবরাম সিনহা-সহ আটজন চাকরি প্রার্থীদের পক্ষের আইনজীবী আশিস কুমার চৌধুরী জানান, ১৯টি শূন্য পদ ছিল এবং তার মধ্যে ১৭ জনের চূড়ান্ত মেধাতালিকায় মামলাকারীদের নামও নথিভুক্ত ছিল। সেক্ষেত্রে সকলেরই নিয়োগ পাওয়ার কথা। অথচ স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ মামলাকারীদের সমস্ত তথ্য যাচাই করে তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত করেছে।

এরই প্রেক্ষিতে প্রশ্ন ওঠে যে, মেধাতালিকায় তাঁদের নাম থাকা সত্ত্বেও তাদের বঞ্চিত করে ওই শূন্য পদে কারা নিয়োগ পেলেন তা নিয়েও। পাশাপাশি আশিস চৌধুরী এও দাবি করেন আদালতে স্বচ্ছ নিরপেক্ষের তদন্তের প্রয়োজন আছে।

এ ব্যাপারে বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায় তাঁর এজলাসে একাধিকবার রাজ্যের স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে নোটিস জারি করা সত্ত্বেও তারা আদালতে নির্দেশ এড়িয়ে গিয়েছে। বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায় তার নির্দেশ নামায় জানিয়েছেন মামলাকারীরা মেধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরেও তারা নিয়োগ থেকে কেন বঞ্চিত হলেন তা আদালতে জানানোর। পাশাপাশি তিনি এও জানান, আবেদনকারীদের আবেদন দীর্ঘদিন মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ফেলে রাখতে পারে না। অবিলম্বে বিষয়টি ৬ সপ্তাহের মধ্যে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ারও নির্দেশ দেন বিচারপতি।

২৮ মেডিক্যাল কলেজের রিপোর্ট তলব স্বাস্থ্য দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি করে চিকিৎসক পড়ুয়াকে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার জেরে এবার রাজ্যের সরকারি মেডিক্যাল কলেজ এবং ইনস্টিটিউটগুলি নিয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে চলেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। সূত্রের খবর অনুযায়ী, রাজ্যজুড়ে সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও ইনস্টিটিউটগুলিতে কতগুলি করে সিসিটিভি, রেস্ট রুম, সিকিউরিটি গার্ড, লাইট ও শৌচালয়ের প্রয়োজন তা নিয়ে মেডিক্যাল কলেজগুলি থেকে রিপোর্ট চেয়েছিল স্বাস্থ্য দপ্তর। ২৮ টি মেডিক্যাল কলেজ ও ইনস্টিটিউট থেকে সেই রিপোর্ট জমা পড়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে।

যদিও আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে থেকে এখনও কোনও রিপোর্ট জমা পড়েনি বলেই জানা গিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে। আরজি করে চিকিৎসক খুনের ঘটনার কারণে একাধিকবার প্রিন্সিপাল বদল হওয়ায় এখনও পর্যন্ত রিপোর্ট জমা পড়েনি বলেই জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, আরজি কর কাণ্ডের জেরে গত বুধবার স্বাস্থ্যভবন অভিযান করেন চিকিৎসকরা। জুনিয়র চিকিৎসকদের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে স্বাস্থ্য ভবনে বৈঠকও হয়। তবে এই বৈঠকের ফলাফল যে খুব ইতিবাচক নয়, তা স্বাস্থ্য ভবন থেকে বেরিয়ে স্পষ্ট জানান আন্দোলনকারীরা।

৬০-এ পা পেঁয়াজের, আগামী বছর নিয়ন্ত্রণে থাকবে দাম, আশ্বাস কৃষি দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আচমকাই ঊর্ধ্বমুখী পেঁয়াজের দর। আচমকাই নবীন থেকে প্রবীণ হয়েছে সে। কারণ, বেশিরভাগ বাজারে পেঁয়াজ এখন ৬০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। সমস্যা হল, পেঁয়াজ হিমঘরে সংরক্ষণ করা যায় না। বিশেষ পদ্ধতিতে ঝুলন্ত অবস্থায় সংরক্ষণ করতে হয়। কৃষি দপ্তরের এক কর্তা জানান, এ জন্য গত ২ বছরে রাজ্য ৫৭০টি গোলা তৈরি করেছে। এ রকম এক-একটি গোলাতে ২৫ টন করে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা যায়। বর্তমানে সুফল বাংলা স্টলগুলিতে এই পেঁয়াজ বিক্রি করা হয়। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ভিন্ রাজ্যের উপরে নির্ভরশীলতা কমানোর। সেই লক্ষ্যে পেঁয়াজ চাষে জমির দক্ষতা অনেকটা বাড়ানোর পাশাপাশি তা সংরক্ষণের জন্যও প্রায় এক হাজার গোলা তৈরি করা হচ্ছে। সে জন্য ৬ কোটি টাকা ইতিমধ্যে বরাদ্দ হয়েছে। কৃষি দপ্তরের আশা, আগামী বছর পেঁয়াজের দাম অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

হর্টিকালচার দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, পেঁয়াজের উৎপাদন ও সংরক্ষণের জন্য ৬টি জেলার ৭ হাজার বিঘা জমিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই জমিতে অর্থকরী ফসল হিসেবে আগামী খরিফ মরশুম থেকে শুরু হয়ে যাবে পেঁয়াজের চাষ। এখন রাজ্যে সব থেকে বেশি পেঁয়াজ উৎপাদন হয় মুর্শিদাবাদ জেলায়। এর বাইরে পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, মালদা, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জেলাতেও পেঁয়াজ চাষের জমি বাড়ানো হচ্ছে। এই জেলাগুলির বাইরে দুই ২৪ পরগনাতেও পেঁয়াজের চাষ বাড়ানো হবে। সব মিলিয়ে এতদিন পর্যন্ত যত জমিতে পেঁয়াজ চাষ হত, এ বছর অতিরিক্ত ৭ হাজার একর জমিতে মূলত সুখসাগর জাতের পেঁয়াজ চাষ হবে।

তবে স্বস্তির খবর এর মধ্যেও আছে। খোলা বাজারে পেঁয়াজ ৬০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হলেও সুফল বাংলায় তার দাম ৩৯ টাকা। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন দপ্তর সূত্রে খবর, রাজ্যে বর্তমানে বছরে প্রায় ১৩ লক্ষ মেট্রিক টন পেঁয়াজের চাহিদা রয়েছে। এরমধ্যে বাংলাতে প্রায় ৮ লক্ষ মেট্রিক টন সুখসাগর প্রজাতির পেঁয়াজ উৎপাদন হয়। চাহিদার বাকি পেঁয়াজ নাসিক, কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আমদানি করা হয়।

নৈহাটির নারকেল বাগান এলাকা থেকে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে শনিবার চাঞ্চল্য ছড়ালো নৈহাটি পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বড়দা ব্রিজ সংলগ্ন নারকেল বাগান এলাকায়। সেখানে রয়েছে পুরসভার কনজারভেন্সি বিভাগের গ্যারেজ। এদিন সকালে গ্যারেজের এক নিরাপত্তারক্ষী কাজে এসে দেখেন বৃষ্টিতে ভিজে থাকা ওই যুবক বমি করছে। আর ঠকঠক করে কাঁপছে। নিরাপত্তারক্ষী ওই যুবককে গ্যারেজ থেকে চলে যেতেন বলেন। কিন্তু ওই যুবক না গিয়ে ফাঁকা জাগায় পুরসভার আবর্জনা বহনকারী গাড়ির পাশে গিয়ে বসে পড়ে। সেখানেই কাঁপতে কাঁপতে ওই যুবক মাথা গুঁজে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে যান। খবর পেয়ে নৈহাটি থানার পুলিশ এসে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম অমরজিৎ ওঝা (৩৪)। মৃত যুবক যক্ষ্মা রোগে ভুগছিলেন। তাছাড়া ওই যুবক প্রতিদিন মদ্যপান করতেন। যদিও ময়নাতদন্তের রিপোর্টে তাঁর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। এদিকে যুবকের মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন স্থানীয় কাউন্সিলর তথা পুরসভার সিআইসি পার্থ প্রতিম দাশগুপ্ত। তিনি বলেন, কি কারণে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। মৃত যুবকের বাড়ি গৌরীপুরে। এলাকার লোকজনের কাছ থেকে জানতে পেরেছি ওই যুবক নাকি অসুস্থ ছিলেন।

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে পথে আইনের ছাত্র-ছাত্রীরা। কলেজ স্কোয়ার থেকে মিছিল শুরু হয়। ছবি: অদিতি সাহা

ইন্টার্নকে হুমকির জেরে ৪ চিকিৎসকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ কলকাতা মেডিক্যালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি কর-কাণ্ডে একদিকে যখন সারা রাজ্য উত্তাল, প্রতিবাদে সোচ্চার সব মহল। আন্দোলন চলছে বিভিন্ন হাসপাতালে। বিচারের দাবিতে পথে নেমেছে রাজ্যের মানুষ। ঠিক তখনই সামনে এল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের একটি ঘটনা। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রীকে হুমকি দেওয়ার ঘটনায় ৪ জন চিকিৎসককে তাঁদের পদ থেকে সরানো হয়। সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানান কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অবস্থানরত ইন্টার্ন চিকিৎসকরা।

এদিন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অবস্থানরত ইন্টার্ন চিকিৎসকরা সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, গত জুন মাসের ঘটনা। তৃতীয় বর্ষের এক ছাত্রীকে থ্রেট দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এই অভিযোগ ওঠে ৪ জন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে।

অভিযোগের তালিকায় রয়েছেন ফার্মাকোলজির শুহেনো সরকার, অ্যানাটমির ঈশিতা সেনগুপ্ত, গাইনি তপন নস্কর ও বায়ো কেমিস্ট্রির সৌমিকা বিশ্বাস। অভিযোগ, ওই ছাত্রীকে বলা হয় টিএমসিপি করার জন্য। সঙ্গে এও বলা হয় টিএমসিপি করলে ভালো সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে। শুধু তাই নয়, তাঁদের কথা অনুযায়ী না চললে হস্টেল সহ অন্যান্য সুবিধা পাওয়া যাবে না বলেও হুমকি দেওয়া হয়।

এরপর থেকেই ওই ছাত্রী থ্রেট পেতে থাকেন বলে অভিযোগ। এদিন আন্দোলনরত ইন্টার্ন চিকিৎসকরা আরও জানান, এই বিষয়ে প্রিন্সিপালের কাছে অভিযোগ জমা পড়ে। এরপর একটি কমিটি বসে। তদন্ত শুরু হয়। সেই তদন্ত চলছিল। শুক্রবার এই কমিটি রিপোর্ট পেশ করে। তদন্তে ৪ চিকিৎসক-ই দোষী প্রমাণিত হয়েছেন। তাই তাঁদেরকে সমস্ত পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে এদের বিরুদ্ধে কী অ্যাকশন নেওয়া যায়, সেটা নিয়ে হায়ার অথরিটি দেখছেন।

হোঁচট খাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়

অশোক সেনগুপ্ত

উপাচার্য নেই। রেজিস্ট্রার নেই। প্রায় ৪ মাস ধরে কাজ করেও সাম্মানিক পাচ্ছেন না কন্ট্রোলার। ফলে হোঁচট খাচ্ছে প্রশাসনিক নানা কাজ। স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তির সময় এগিয়ে আসছে। সব মিলিয়ে সঙ্কটে 'কেবল ছাত্রীদের জন্য' কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়। কৃষ্ণনগরে শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির কথা প্রথম ঘোষণা করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কৃষ্ণনগর গভর্মেন্ট কলেজের মাঠে ২০১৯ সালের ১০ জানুয়ারি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলান্যাস করেন। ২০২০ সালের জানুয়ারি এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেপ্টেম্বরে বিশ্ববিদ্যালয়টি চালু হয়। নভেম্বর মাস থেকে অনলাইনে প্রথমবারের জন্য ভর্তি প্রক্রিয়াও শুরু হয়। নিজস্ব ভবন না-থাকায় প্রথমে কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজে ক্লাস হচ্ছিল। বছর খানেক পরে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের নতুন ভবনে ক্লাস শুরু হয়।

২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে কৃষ্ণনগর মহিলা কলেজে অস্থায়ী ভাবে পঠনপাঠন শুরু হয়। বাংলা, ইংরেজি, শিক্ষা, ইতিহাস, ভূগোল, আইন, খাদ্য ও পুষ্টি ও সমাজকর্ম; প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ৮ টি বিভাগ ছিল। পরে যুক্ত হয়েছে আরও তিনটি বিভাগ।

কেন রেজিস্ট্রার নেই? সূত্রের খবর, যাঁকে ওই পদে নেওয়া হয়েছিল তিনি ছিলেন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নির্ধারিত সাম্মানিকের সঙ্গে তাঁর প্রাপ্য পেনশন অ্যাডজাস্ট করে যে আর্থিক পরিমাণ দেওয়া হয়, তাতে তিনি অখুশি হন। নতুন কাউকে ওই দায়িত্বে আনতে শিক্ষা দপ্তর রাজি না হওয়ায় কন্ট্রোলার অঞ্জন দাঁ-কে ওই বাড়তি দায়িত্ব নেওয়ার অনুরোধ করেন উপাচার্য। অঞ্জনবাবু রাজি হন। এরপর অঞ্জনবাবুর মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে গত মে মাস থেকে উপাচার্য তার বিধি মেনে মেয়াদ বৃদ্ধি করেন। এবার শিক্ষা দপ্তর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিনান্স অফিসারের কাছে এর কারণ জানতে চেয়ে চিঠি দেয়। উপাচার্য শিক্ষা দপ্তরে বিষয়টি জানান। অঞ্জনবাবু মূলত কলকাতার বাসিন্দা। ভাড়া নিয়ে থাকেন কৃষ্ণনগরে। কাজ করেও প্রায় ৪ মাস ধরে সাম্মানিক পাচ্ছেন না। কেন পাচ্ছেন না খোঁজ করে উত্তর পাননি তিনি।

উপাচার্য নেই কেন? গত বছর ৭ সেপ্টেম্বর আচার্য-রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বসু ডায়মন্ডহারবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ কাজল দে-কে সরকারিভাবে কন্যাশ্রীরও দায়িত্ব দেন। উনি থাকেন উত্তর কলকাতায়। ডায়মন্ডহারবার-কৃষ্ণনগর দু'টি জায়গার দায়িত্ব সমস্যার মধ্যেই চালান। কাজলদেবী গত ৩০ এপ্রিল একটি দুর্ঘটনায় পড়েন। বড় অস্ত্রোপচার হয়। ২৭ মে তিনি কন্যাশ্রী থেকে অব্যাহতি চেয়ে চিঠি দেন নিয়োগকর্তাকে। এবার আচার্য রাজ্য সরকারের অনুমোদিত তালিকায় থাকা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপককে কন্যাশ্রীর দায়িত্ব দেন। কিন্তু তিনি যোগ দেননি। ওই দায়িত্বে আচার্যের পরিবর্তে শিক্ষাবিদের নিয়োগের বিজ্ঞপ্তির পর ৩ জুন থেকে কাজলদেবী আর কন্যাশ্রীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেননি। এর পর আচার্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপককে কন্যাশ্রীর দায়িত্ব দেন। প্রথমে সম্মতি জানিয়েও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনি সিদ্ধান্ত বদল করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বেহাল অবস্থায় স্থানীর একটি কলেজের এক 'অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসার' পদের এক নবীন শিক্ষককে ওএসডি পদে নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু প্রায় ১২০০ ছাত্রী ও নতুন শিক্ষাবর্ষের কাজ নিয়ে রীতিমতো চিন্তায় কন্যাশ্রী-কর্তৃপক্ষ।

রাজ্য জুড়েই পড়ুয়াদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষায় অনীহা দেখা গিয়েছে। তারও প্রতিফলন হয়েছে কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়েও। কর্মীদের অনেকেই মনে করছেন, পরিকাঠামোর অভাব দেখে অনেক ছাত্রী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার উৎসাহ হারাচ্ছেন। বরং তাঁরা চলে যাচ্ছেন নিকটবর্তী বর্ধমান বা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সম্পাদকীয়

টাস্ক ফোর্স ও সবজি বিক্রেতাদের লুকোচুরি খেলা বন্ধ হবে কবে?

গত কয়েক বছর যাবৎ দেখা যাচ্ছে দুর্গাপুজোর আগে ও পরে, এপ্রিল থেকে জুন এবং বর্ষার শুরুতে বাংলার আনাজের বাজারে আগুন লাগে। কলকাতা ও আশেপাশের ছোট-বড় বাজার আর সুপার মার্কেটের স্থায়ী ও অস্থায়ী সমস্ত বাজারে সব আনাজের দামে আগুন লাগে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্য বাজারে সময়ের আনাজের দামে সামান্য পরিবর্তন হয়। গ্রামের বাজারে চাষিরা নিজেরাই আনাজ নিয়ে বসেন, সামান্য লাভে সেগুলো বিক্রি হলেই তাঁরা খুশি। বড় ব্যবসায়ীরাও ওখানে একই আনাজ রাখেন। তবে, এখন দিনকাল পাল্টেছে। এক শ্রেণির ফড়েদের কাছে তাঁরা সরাসরি পাইকারি দামে আনাজ বিক্রি করছেন সামান্য লাভে। আর স্থানীয় পাইকারি বাজারে এলেও ফড়েদের বলা দামেই আনাজ বিক্রি করছেন তাঁরা। জেনে রাখা দরকার, আমাদের দৈনন্দিনের ব্যবহৃত আনাজ স্থানীয় বাজারে আসার আগে ২-৩ জন ফড়ের হাত ঘুরে আসে। গত দশ-বারো বছর যাবৎ এই ফড়েদের রমরমা আরও বেড়েছে, আর এদের পিছনে বড়সড় নেতাদের হাত রয়েছে। ফলে স্থানীয় বাজারে আমাদের কমপক্ষে ৪-৫ জন ফড়ের টাকার অংশের দাম দিতে হচ্ছে। রাজ্য সরকার একটা 'টাস্ক ফোর্স' তৈরি করেছে বাজারে জিনিসপত্রের দামের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য। আশ্চর্যের বিষয়, এই টাস্ক ফোর্সে রাখা হয়েছে শিয়ালদহের বিখ্যাত 'কোলে মার্কেট'-এর এক কর্মকর্তাকে। ফলে যা হওয়ার তা-ই হচ্ছে; বাজারে জিনিসপত্রের লাগামছাড়া দামের অবস্থা দেখেও ওই 'টাস্ক ফোর্স' কোনও ব্যবস্থা করে না, অপেক্ষা করে কখন 'মুখ্যমন্ত্রীর ডাক আসে' ব্যবস্থা করার। ফলে বাজারে বাড়তি টাকা নেতা-ফড়েরা পকেটে পুরে ফেলার পর 'সরকার ব্যবস্থা করা'র কথা ঘোষণা করে। সঙ্গে সঙ্গে তড়িঘড়ি বাজারে এসে পড়ে টাস্ক ফোর্স ও পুলিশ বাহিনী, যাদের সঙ্গে বাজারের দোকানদারদের 'লুকোচুরি খেলা' চলতে থাকে। গত দশ-বারো বছরে কলকাতা ও আশপাশের সমস্ত বাজারে আনাজ বিক্রেতার সংখ্যা তিন-চার গুণ বেড়েছে অন্য কোনও আয়ের পথ না থাকায়। সাধারণ লোকের পকেট কেটে সরকার বা টাস্ক ফোর্স ও আনাজ ব্যবসায়ীদের এই অলিখিত লুকোচুরি খেলা বন্ধ হওয়া দরকার।

শব্দবাণ-২৫

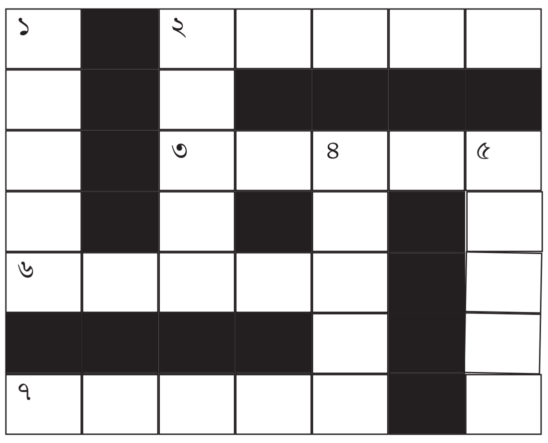

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. সধবা হিন্দুরমণী যে কণ্ঠহার পরে ৩. রান্নাঘর, হেঁশেল ৬. সূর্যতাপ ৭. হঠাৎ, আচমকা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. টোলের শিক্ষক ২. মনের সন্তোষসাধন, মনস্তুষ্টি ৪. কলাবউ ৫. কান্তিযুক্ত, সুন্দর।

সমাধান: শব্দবাণ-২৪

পাশাপাশি: ১. জামাই ২. প্রসাদ ৫. হাতুড়ে ৮. রাঙানো ৯. ভব্যতা।

উপর-নীচ: ১. জাহাজ ৩. দরদ ৪. নতুন ৬. অপরা ৭. ত্রিস্রোতা।

জন্মদিন

আজকের দিন

বিজয়েতা পণ্ডিত

১৯৫২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বিজয়কান্তের জন্মদিন।*

১৯৬০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রাজীব কাপুরের জন্মদিন।*

১৯৬৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী বিজয়েতা পণ্ডিতের জন্মদিন।*

পোস্ট মার্ডার ম্যানেজমেন্ট

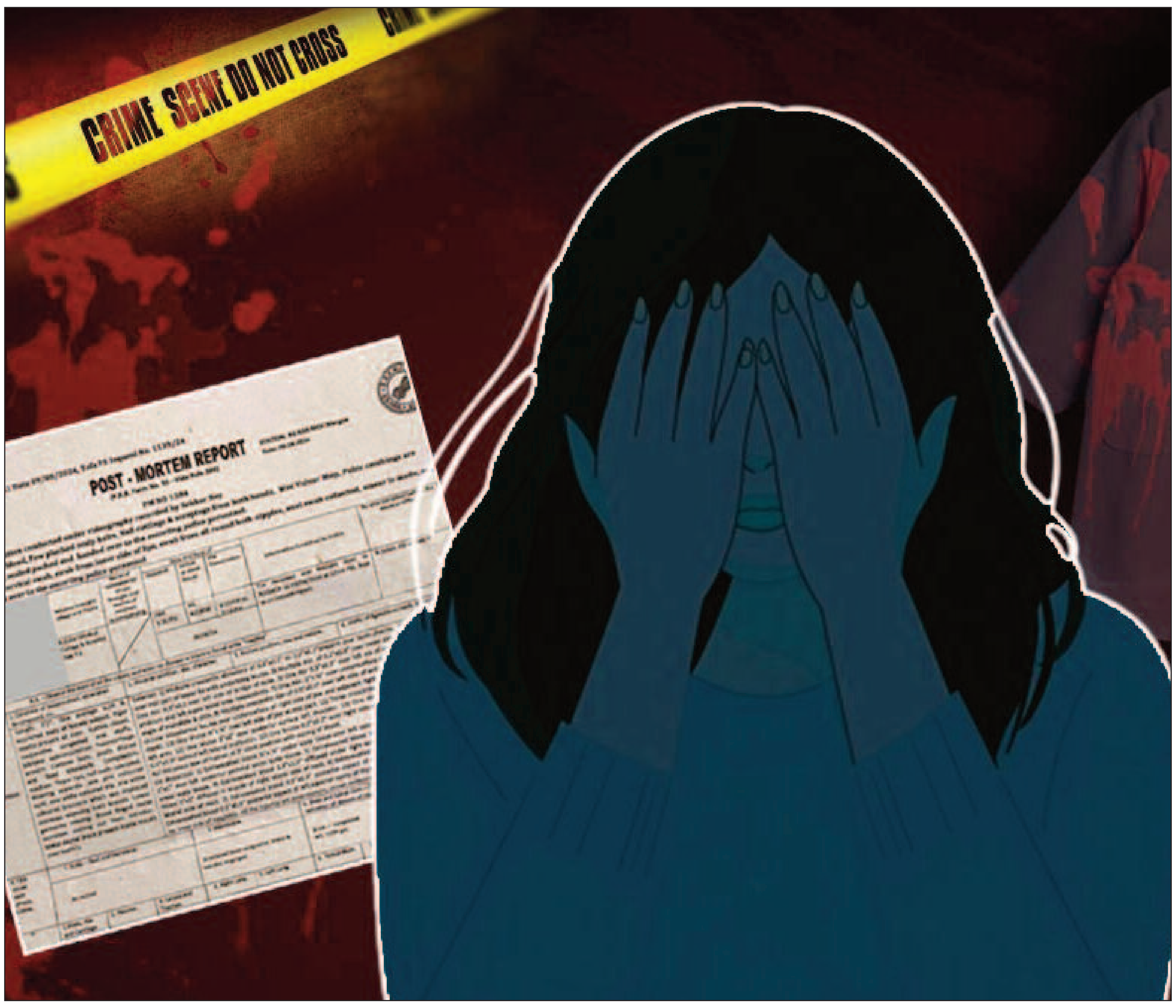

অলোক কুমার কুন্ডু

আর.জি. কর হসপিটালের প্রয়াতা চিকিৎসকের মৃত্যুর পর পুলিশ ও হসপিটাল কর্তৃপক্ষ সুচতুর ভাবে পোস্ট মার্ডার ম্যানেজমেন্টটি খুব নিখুঁতভাবে করতে পেরেছে তাদের অনুকূলে। মৃতার বাবা-মার সঙ্গে ওই দুটি পক্ষের আচরণের প্রেক্ষিতগুলি, বিশ্লেষণ করলেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়। দেখা যাচ্ছে মৃতার লাশ নিয়ে, তারা কখনো তড়িঘড়ি নীতি, কখনো ধীরে চলার নীতি নিয়েছিলেন। যা ঘটনা পরম্পরায় হয়ে উঠেছে সন্দেহের একটা মস্ত পাহাড়। সকাল ৭টায় ঘটনা জানাজানি হয়েছিল। বাবা-মা জানতে পারেন সকাল ১০.০০ টায়। তাঁরা বেলা ১২.০০ টার মধ্যে পৌঁছে গেলেও, তাদের মেয়েকে তাদের তখনই দেখতে দেওয়া হয়নি। কেন তারপর তিনঘন্টা দেরি এবং পুলিশের তরফে ওখানেই তাদের অল্পস্বল্প জেরা তাদের মেয়েকে দোষী, এই ভাবনার উপর একাধিক প্রশ্ন। এইসব করার কারণ যাতে তারা হতোদ্যম হয়ে পড়েন, ভীতসন্ত্রস্ত হন। কারণ এই সাইকোলজি নিয়েই তো পুলিশের সারাবছর কাজ। যাইহোক বাবা-মা এলেও তাদের একটা জায়গায় বসিয়ে রাখা হয় দীর্ঘ তিন ঘণ্টার বেশি সময় ধরে এবং কেউ এসে কথা বলেনি তাদের সঙ্গে। সামান্য জলও দেয়নি। বহুক্ষণ হয়ে গেলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে তাঁরা তাদের মেয়েকে দেখার জন্য বললে, কর্তৃপক্ষ সরাসরি পুলিশকে দেখিয়ে দেন। পুলিশ বলে তদন্ত চলছে, এখন দেখানো যাবে না। এখানে একটা সন্দেহ জাগে, সেটা হলো এইরকম অমানুষিক ধর্ষণের পরও বাবা-মাকে সবসময় একটা আড়াল করার প্রচেষ্টা হয়েছে।

এইবার আর একটু এগিয়ে যাই, ধর্ষিতা কখনো বিছানার মাঝে পড়ে থাকতে পারে না। কারণ ধর্ষক ওই একটুকরো বিছানার মাঝখানে উঠে কিছু করেনি। ধর্ষকের পা মেঝেতে থাকতে হবে, তবেই সে তার শরীরে জোর পাবে এবং তার শক্তি খাটাতে পারবে, সেটা মেরে ফেলা এবং ধর্ষণ করা দুটো ক্ষেত্রেই বিবেচিত। সেক্ষেত্রে ধর্ষিতাও অর্ধেক ঝুলবে বিছানা থেকে। তা কিন্তু মোটেই ছিল না। ধর্ষিতাকে কেউ বা কারা একটা পজিশন করে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিল পরে, শুধুমাত্র বাম পা-টা সামান্য ঝুলছে। এতবড় হাড় হীম করা ধর্ষণের ঘটনা যেখানে ডাক্তাররা রিপোর্ট দিয়েছে প্রচুর আঘাতের, তাতে ওইভাবে বিছানায় বডি থাকতে পারে না। প্রথমেই তো মেয়েটিকে নির্মম ভাবে মেরে ফেলা হয়েছে। তাই ধর্ষণ করতেও ধর্ষক তার সুবিধা মতো, মৃত বডিকে রেখেছিল? এখানে ধর্ষণ হয়ে যাওয়ার পর ধর্ষকের দ্রুত পালিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তাই বডিকে সে কখনো সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে যাবে না। আমার দৃঢ় সন্দেহ সন্দীপ ঘোষের ক্ষুরধার বুদ্ধির দ্বারা এখানে পোস্ট মার্ডার ম্যানেজমেন্ট খুব সুচারুভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল এবং হসপিটালে গ্লাভস ও তুলোর অভাব নেই একথা সকলেই জানেন। পরে মেঝে ও সব কিছু মুছে ফেলতেও বিস্তর লোক লেগেছিল। ধর্ষণের নিয়ম বলে কিছু না থাকলেও ধর্ষক জানে নিয়ম কীভাবে তৈরি করতে হয় এবং মৃতার নিম্নাঙ্গের প্যান্টগুলি সে খুলে ফেলে কতদূরে ছুড়ে ফেলে থাকবে তার কোনো ছবি কেউ জানেনা। এখন ধর্ষক কতদূরে ওইসব ছুঁড়ে ছিল দিয়েছিল, তা যদি সন্দীপ ঘোষের যোগসাজশে পোস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ঢুকে পড়ে, তাহলে তা আর জানা সম্ভব নয়। কারণ সবকিছু ঠিকঠাক করার পর, পরিপাটি করে সাজানো গোছানোর পর তবেই ছবি তোলা হয়েছে। আর তার পরেই বাবা-মাকে খবর দেওয়া হয়েছিল। এরপর পুলিশ আসে, পুলিশের সঙ্গে পরামর্শ হয় আরও একদফা। তারাও এই ম্যানেজমেন্টে দ্বিতীয়বার লাশকে পজিশন মতো এপাশ ওপাশ করতেও পারেন, যাতে তদন্তে বিশেষ ঝামেলায় তাদের না পড়তে হয়। ওখানে বিস্তর নাটক হলেও সেইসব যারা জেনেছেন, তারা বয়ঃবৃদ্ধ না হলে, অবসর না নিলে, এখন আর কিছুতেই জানা যাবেনা। তবে ওইসব স্টাফদের আগামী দশ বছর লক্ষ্য রাখতে হবে, কারণ ওরা সব প্রাইজ পোস্টিং পাবে এবিষয়ে অনেকেই একশো ভাগ নিশ্চিত।

ইতিমধ্যে সকলেই বুঝে গেছেন যে, সন্দীপ ঘোষ ধুরন্ধর এক ব্যক্তি। তা নাহলে হসপিটালে তিনি কীভাবে একটা জঙ্গলের রাজত্ব তৈরি করে, সেখান থেকে একটা আয়ের রাজত্ব তৈরি করতে পারেন। কঙ্কাল বেচে, হসপিটালের পুঁজ-রক্ত মাখা গার্বেজ বেচেও সন্দীপ ঘোষ আয় করতেন। অতএব তিনি সব সময় নিজেকে পাঁক মুক্ত করার পলিশিগুলো খুব জানতেন, তাই আর জি কর হসপিটালে সন্দীপ ঘোষের যোগসাজশে একটা বড় পোস্ট মার্ডার ম্যানেজমেন্ট স্ক্যাম হয়েছে এ বিষয়ে কারো সন্দেহ নাই। আরজি কর-এ লাসের পোস্ট ম্যানেজমেন্ট হয়েছেই। তার কারণ পুলিশের কাছে প্রয়াতার বাবা-মা আকূল হয়ে পায়ে ধরেন। পুলিশ ওনাদের সঙ্গে মানবিক আচরণ করেননি, বরং মুখ কঠিন করে বলেছেন, এখন তদন্ত হচ্ছে সময় লাগবে। পুলিশ জীবনভ'র এইরকম হাজার হাজার হত্যার তদন্ত করে থাকে। এইসব তাদের কাছে জলভাত। দশ-পনের মিনিট মানে তাদের কাছে অনেক সময়, ওইটুকু সময়ে তারা কি কি করেছিল। ছবি তুলিয়েছে ফটোগ্রাফারকে দিয়ে, ফিতে দিয়ে মেপেছে। কি কি জিনিস পেয়েছে (টুকরো টাকরা জিনিস) সেগুলিকে পলিপ্যাক করেছে। লাশকে চতুর্দিক থেকে উল্টেপাল্টে দেখেছে ও ছবি তুলেছে। দুচার জনের সঙ্গে কথা বলেছে, সকলের বয়ান নিয়েছে। এইসব করতে ধরে নিলাম ১৫ মিনিট নয়, সময় লেগেছে ২ ঘন্টা।

কিন্তু পুলিশ যদি সন্দীপ ঘোষের সঙ্গে পোস্ট মার্ডার ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কিছু আলোচনা ও সেই অনুযায়ী ঘরদোর পরিষ্কার করে লাশকে ঘুরিয়ে সরিয়ে শুইয়ে দেয়, তখন সময় আরও একঘন্টা লাগবে। তাই কি তিনঘন্টা বসিয়ে রাখা হয় বাবা-মাকে। সবচেয়ে মজার বিষয়, পুলিশ সরকারি প্রিমিসেসে মার্ডারের জন্য সঙ্গে করে পুলিশ কুকুর আনলেন না কেন? এটা তো পুলিশের মস্ত বড় অপরাধ। কীভাবে করতে পারলো পুলিশ এইরকম অব্যবস্থাপনা। এই বিষয়ে একটা বিশাল প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূলের এম.পি মহাশয়। যথার্থ প্রশ্ন। আজ পর্যন্ত কখনও এইরকম হয়নি, তিনদিন পর পুলিশ তাদের কুকুর নিয়ে অকুস্থলে গেছে এখানে। হসপিটালে প্রতিদিন ফিনাইল দিয়ে কোথাও কোথাও স্পিরিট দিয়ে মোছামুছি হয়। তাই হসপিটালে পরে পুলিশ কুকুর আনলেও আর কিছু সে করতে পারবে না। আর যদি চেয়ার টেবিল থেকে মেঝে ফিনাইল ও স্পিরিট মিশিয়ে মুছে দেয়, তাহলে কুকুরের পক্ষে আর কিছু করার থাকেনা। এখানেও সন্দীপ ঘোষের বিস্তর ম্যানেজমেন্ট ছিল। এছাড়াও আমার সন্দেহ হয়েছে সবচেয়ে বেশি তাদের ওপর, যারা পোস্টমর্টেম রিপোর্ট দিয়েছেন, এদের পরিচয় জানা দরকার। কারণ এরা রিপোর্টে বেশি লিখে গুলিয়ে দিতে চেয়েছেন। আঘাতের অতগুলো চিহ্ন আসলে হয়তো ছিল না। এখানে মনে রাখতে হবে মৃতার এক প্রতিবেশী সঙ্গে এসেছিলেন, সেই ভদ্রমহিলা বলেছেন মৃতার শোয়া দেখেই মনে হয়েছে তার পা চিরে ফেলা হয়েছিল। এটাও আর এখন জানা যাবেনা। এরপর হসপিটালেই যে ডাক্তার আছেন, তাদের দিয়ে পোস্টমর্টেম হয়েছে সন্ধ্যা ৬.০০। বাবা-মাকে দূর থেকে প্রথম দেখতে দেওয়া হয়েছে বেলা ৩.০০ টায়। সন্ধ্যায় পোস্টমর্টেম এই কারণে তড়িঘড়ি শ্মশানে নিয়ে যেতে সুবিধা হবে। তবুও দুটি রাজনৈতিক দল বাধা দিয়েছিল কিন্তু তাদের ভুলেই সেইদিন পোড়ানো হয়ে যায়। এটা হলো সবচেয়ে বড় ভুল। আগুনের চুল্লিতে ঢুকিয়ে দেওয়ার পর ১১.০০ থেকে ১১.৪৫ এর মধ্যে এফ আই আর করা হয়। এটা সবচেয়ে সাংঘাতিক জায়গা। প্রথমবার অস্বাভাবিক মৃত্যুর পুলিশের তরফে। কতখানি ভয়ঙ্কর দেখুন পোস্ট মার্ডার ম্যানেজমেন্টটা এখানে। হসপিটাল ও পুলিশের যৌথ উদ্যোগে এই অপকর্মটি হয়েছিল। পরে বাবা-মার উদ্যোগে দ্বিতীয়বার এফ.আই.আর করা হয়, ধর্ষণ ও হত্যার। এখানে সন্দীপ ঘোষের যোগসাজশে সত্য ঘটনাকে গোপন করে থানায় ডায়রি হ'ল। যা করাই যায় না। কারণ ততক্ষণে চিকিৎসকরা পোস্টমর্টেম করেছেন এবং সন্ধ্যা ছয়টায় তারা বলেছেন মার্ডার এবং রেপ। তাহলে কীভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যুর এফ আই আর হল? সুপ্রিম কোর্টে কিন্তু এই বিষয়ে প্রথম দিন কোনো প্রশ্ন উত্থাপন হয়নি। বিরোধী পক্ষের উকিলরাও প্রথম দিনে অকেজো ভূমিকা দেখিয়েছেন। তারা অ্যাফিডেভিটে ল-পয়েন্ট ঠিক মতো তুলতে পারেননি। তবে পোস্টমর্টেম তো করেছিল, ঘোড়েল সন্দীপের লোকেরা (ডাক্তার) তারা কীভাবে সৎভাবে রিপোর্ট দেবেন এই প্রশ্ন সকলেই করছেন? তাই তারা ছোট ছোট অনেকগুলি আঘাত দেখিয়েছেন। যা সময়ের হিসেবে আধঘন্টার ওপর হবে। ছোট ও বড় আঘাত করতে মিনিট কুড়ি। তারপর লাশকে ধর্ষক তার মনোমতো সাজানোতে আরও পাঁচ মিনিট গেছে। এরপর ধর্ষণ ১৫ মিনিট তো বটেই, কারণ তাহলে এত খাটাখাটনি করে কি লাভ হলো। এইসব করতে আধঘন্টার বেশি সময় গেছে ধর্ষকের। কিন্তু এখানে প্রশ্ন? সে অত রিস্ক নিল কীভাবে? ভোর হয়ে আসছে। সকলের ঘুম হালকা হয়ে যাচ্ছে পাশাপাশি ঘরে। তবে পোস্টমর্টেমের রিপোর্টে জনগণকে বিভ্রান্ত করার একটা কৌশল রয়েছে। যদি মৃতাকে মারার জন্য ব্যবস্থা হয়, তবে ছোট ছোট আঘাত অত হবে না। ছোট ছোট আঘাত অত হলে এক একটা আঘাতের জন্য অন্ততঃ ১৫ সেকেন্ড সময় লাগা দরকার দ্বিতীয় আঘাতে যেতে। তাহলে সব কিছু হতে ধস্তাধস্তি কতখানি হয়েছিল তার রিপোর্ট কই, কতখানি এরিয়া জুড়ে দৌড়দৌড়ি হয়েছিল তার একটা মাপ থাকবে আলাদা ভাবে পুলিশের। এতগুলো আঘাত মোটেই ছিল না। এগুলো বিভ্রান্তিমূলক।

কারণ এই আধঘন্টা সময় ধরে যদি মেয়েটি লড়ে থাকে, তবে সঞ্জয়ের বিস্তর লাগবে। হাতের সামনে যা পাবে মেয়েটি তাই দিয়ে মারবে। একটা আঘাত থেকে দ্বিতীয় আঘাতে যেতে কতক্ষণ সময় লেগেছে, এই হিসেব জানা দরকার। মনে হয় মানুষকে ধাঁধিয়ে দিতে অতিরিক্ত আঘাত দেখানো হয়েছিল মৃতার শরীরে। কারা পোস্টমর্টেম করেছে তাদের আগের আচরণ জানা দরকার। ৩০/৩২ রকমের অসঙ্গতি জড় করলে কিন্তু পোস্টমর্টেম ডাক্তারদের সন্দেহের বাইরে রাখা উচিত নয়। তাদেরও পলিগ্রাফ টেস্ট হওয়া দরকার। এরপর দেখা যদি যায় দেখা যাবে, অসংগতির শেষ নেই — তিনবার সঞ্জয় এসেছিল কেউ বাধা দেয়নি। পুলিশ আটক করেও ওর মুখ থেকে বার করতে পারেনি আসল কথা। যেখানে এই অমানবিক নির্যাতন হলো, সেখানেকার সিসিটিভি কতদিন খারাপ, নাকি সেদিন খারাপ করা হয়েছিল। মা-বাবা বলছে, ওদের মেয়ের ডায়রির দুটো পৃষ্ঠা নষ্ট করা হয়েছে। পুলিশের এ.এস.আই-এর সঙ্গে সঞ্জয়ের ঘনিষ্টতা ছিল। পুলিশ সন্দীপ ঘোষের বয়ান নেয়নি। পুলিশ একেবারে সাদামাটা তদন্ত করেছে। আত্মহত্যা বলে কেসটাকে প্রথম থেকেই চেপে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। তার ওপর তড়িঘড়ি শ্মশানে পাঠানো হয়েছে, তার মানে যত তাড়াতাড়ি পুড়িয়ে দাও। বাবা-মাকে লাশের সঙ্গেযেতে দেওয়া হয়নি। হসপিটালে বাবা-মার সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করা হয়। যেন অপরাধী তার মেয়ে। পুলিশ প্রশ্ন করে, আপনার মেয়ে এত ওষুধ খায় কেন ?

পুস্তক পরিচয়

রক্তদান নিয়ে মহান বার্তা

সত্যব্রত কবিরাজ

শুধু রক্তদান নিয়েই একটি সাময়িক পত্রিকার সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছে। চল্লিশটি কবিতা, পাঁচটি গল্প ও প্রবন্ধ এবং রক্ত সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সম্বলিত অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য 'নলেজ ব্যাঙ্ক' শীর্ষাঙ্কিতভাব সাময়িক পত্রিকাটিতে প্রকাশ করা হয়েছে। রক্তদান নিয়ে ফজলি পত্রিকার এমন এক সংস্করণ প্রকাশের জন্য প্রকাশক সম্পাদক নির্মলেন্দু শাখারু ধন্যবাদের দাবিদার। কবিতার মধ্যে তেমন বার্তার হদিশ না মিললেও গল্প এবং প্রবন্ধে অত্যন্ত সুচারুভাবে রক্তদানের বার্তাকে আরও সুদৃঢ় করার প্রয়াস পেয়েছে। সম্পর্ক, রক্তঋণ এবং রক্তকরবী গল্পগুলির আঙ্গিক মন ছুঁয়ে যায়। সঙ্গে চল্লিশটি কবিতা রক্তদান নিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। বিভিন্ন কবি তার মনের গহন থেকে রক্তদানের বিষয়টিকে স্মরণীয় এবং মহিমাময় করে তোলার ক্ষেত্রে মুন্সিয়ানার পরিচয় রেখেছেন। আর- নলেজ ব্যাঙ্ক- তো রক্ত সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যই প্রকাশ করা হয়েছে। এতে গ্রুপ কয়টি, রক্তের জমাট বাঁধার তথ্য, কোন বিজ্ঞানী রক্তের শ্রেণিবিভাগ করেন, কিসের অভাবে রক্তাল্পতা তথা অ্যানিমিয়া রোগ দেখা দেয়,রক্তের তরল অংশকে কী বলে, শ্বেত এবং লোহিত কণিকার জীবনকাল কত, মানব দেহে রক্ত সঞ্চালন চক্র আবিষ্কার, কি পরিমাণ রক্ত প্রতিবার দেওয়া যায় ইত্যাদি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলির সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মাত্র আটচল্লিশ পৃষ্ঠার পত্রিকাটি রক্তদানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সামাজিক সচেতনতার কাজটি করেছে। কারণ মানুষের রক্তই কেবল মানুষ ব্যবহার করতে পারে। অন্য কোনও প্রাণীর রক্ত মানুষের কোনও কাজে আসে না। বিভিন্ন ক্লাব বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষে নিয়মিতভাবে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়ে থাকে। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী রক্তের যোগান খুবই অপ্রতুল। সেদিক দিয়ে দেখলেও পত্রিকাটি রক্তদান নিয়ে নতুন প্রজন্মের কাছে এক সুনির্দিষ্ট বার্তা দিতে সক্ষম হয়েছে। বিপদের সময়ে রক্ত সংগ্রহ করতে মানুষকে কতটা হয়রানি হতে হয় তেমন অভিজ্ঞতার কথা আমরা প্রায়শই শুনতে পাই। তাই এর প্রতিকারে মানুষকে রক্তদান নিয়ে সচেতন করতেই হবে। এবং সেই মহান দায়িত্ব পালনের প্রয়াস পেয়েছে ফজলি পত্রিকা।

আনন্দকথা

কিন্তু কোন দোষ দেখে বাবু যদি ছড়িয়ে দেয়, তার আমের সিন্দুকটা লয়ে যাবার যোগ্যতা থাকে না; দারোয়ানকে দিয়ে সিন্দুকটা পাঠিয়ে দেয়। (হাস্য)

"ভগবান দুই কথায় হাসেন। কবিরাজ যখন রোগীর মাকে বলে, 'মা! ভয় কি? আমি তোমার ছেলেকে ভাল করে দিব' — তখন একবার হাসেন; এই বলে হাসেন, আমি মারছি, আর এ কিনা বলে আমি বাঁচাব! কবিরাজ ভাবছে, আমি কর্তা, ঈশ্বর যে কর্তা — এ-কথা ভুলে গেছে। তারপর যখন দুই ভাই দড়ি ফেলে জায়গা ভাগ করে, আর বলে 'এদিকটা আমার, ওদিকটা তোমার', তখন ঈশ্বর আর-একবার হাসেন; এই মনে করে হাসেন, আমার জগদব্রহ্মাণ্ড, কিন্তু ওরা বলছে, 'এ-জায়গা আমার আর তোমার'।"

(উপায় — বিশ্বাস ও ভক্তি)

"তাঁকে কি বিচার করে জানা যায়? তাঁর দাস হয়ে, তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁকে ডাক।

(বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাস্যে) — "আচ্ছা, তোমার কি ভাব?'

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

গভীর রাতে আরামবাগ মেডিক্যালে পুলিশি টহল, অবাক রোগী-আত্মীয়রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরজি কর কাণ্ড থেকে শিক্ষা নিতেই কি রাতে আরামবাগ গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দফায় দফায় পুলিশি টহল। কখনও হসপিটাল চত্বরে কখনও হসপিটালের ভেতর আবার হসপিটালের বাউন্ডারির বাইরে ঘুরছে পুলিশ। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষানু রায়ের নেতৃত্বে পুলিশ টহল দেয়। হসপিটালের ভিতর ঢুকে গিয়ে নার্সিং সিস্টারদের নিরাপত্তা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সিকিউরিটির দায়িত্ব থাকা বেসরকারি কর্মীদের সঙ্গেও কথা বলেন। মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ রমাপ্রসাদ রায়ের সঙ্গেও কথা বলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার।

যদিও গভীর রাতে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে হঠাৎই পুলিশি টহল হওয়ায় হতবাগ রোগীর আত্মীয়স্বজন। আসলে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে পরিদর্শন করে পুলিশ প্রশাসন। রাতেই তারা হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখেন। আরজি করের হত্যাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে সরকারি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজগুলির নিরাপত্তার দায়িত্ব পুলিশের হাতেই তুলে দেওয়ার ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে রাজ্য প্রশাসনের। সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে পরিকল্পনা করবে পুলিশ।

বেশ কয়েকদিন আগে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এমার্জেন্সি পরিষেবা থেকে শুরু করে মেডিক্যাল কলেজের হস্টেল পরিদর্শন করেন পুলিশ প্রশাসন। সেদিন থেকে একাধিক নির্দেশিকা দেওয়া হয় মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষকে। এরপরে আবারও শুক্রবার মেডিক্যাল কলেজ পরিদর্শন করেন পুলিশ প্রশাসন। সেই সমস্ত নির্দেশিকা মেনে কাজ চলছে নাকি তা খতিয়ে দেখে পুলিশ প্রশাসন। রোগীর পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ শোনে তারা।

এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষানু রায়, আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী সহ আরামবাগ থানার আইসি রাকেশ সিং, আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রিন্সিপাল রমা প্রসাদ রায় সহ একাধিক পুলিশ আধিকারিকরা। এই বিষয়ে হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষানু রায় বলেন, কোথাও কোথাও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় খামতি রয়েছে কিনা তার জন্য এই কর্মসূচি।

হাসপাতালের কোন কোন জায়গায় নিরাপত্তার ঘাটতি আছে এবং কোথায় নিরাপত্তা বাড়াতে হবে সেই বিষয়ে খতিয়ে দেখা হয়। সিসিটিভি লাগানো হচ্ছে বলেও জানান তিনি। অপরদিকে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রিন্সিপাল ড. রমাপ্রসাদ রায় বলেন, 'পুলিশ প্রশাসন সঙ্গে আছে। এতে নিরাপত্তার বিষয়ে আমাদের সচেতনতা বাড়াল। তবে সকলকেই সচেতন হতে হবে। আরজি কর কাণ্ডের পর আমরা আরও বেশি সতর্ক হয়েছি যেহেতু এটিও মেডিক্যাল কলেজ।'

হাসপাতালের নিরাপত্তা পরিদর্শনে মাঝরাতে আচমকা হাজির ডিএসপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শনে আচমকা হাজির ডিএসপি। শুক্রবার গভীর রাতে বালুরঘাট সদর হাসপাতাল, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ভবন, বালুরঘাট নার্সিং কলেজ সহ অন্যান্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পরিদর্শন করেন ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ। সঙ্গে ছিল পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী।

উল্লেখ্য, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনার পর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে আরও উদ্যোগী হয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ প্রশাসন। মহিলাদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে পুলিশকে আরও বেশি সতর্ক থাকতে দেখা গিয়েছে। আরও সক্রিয় হয়েছে মহিলা পুলিশকর্মীদের উইনার্স দল। সেই ছবি এদিন মাঝরাতে ধরা পড়ল ক্যামেরায়। মাঝরাতে হাসপাতাল সহ বালুরঘাট শহরের বাস স্ট্যান্ড এলাকা, শ্মশান সহ বিভিন্ন জায়গার নিরাপত্তা সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন ডেপুটি পুলিশ সুপার। এই রূপ অতর্কিতে পরিদর্শন মাঝেমধ্যেই চলবে বলে জানা গিয়েছে।

এ বিষয়ে ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'গত কয়েকদিন ধরেই আমরা বিভিন্ন জায়গায় সিকিউরিটি অডিট করেছি। এর ফলে বেশকিছু সমস্যা সামনে এসেছে। রোগী কল্যাণ সমিতির মিটিংয়ে আমাদের বেশ কিছু সমস্যা সামনে এসেছে। দিনের বেলা আমাদের পর্যাপ্ত অফিসার, ফোর্স থাকে। রাতের বেলাতেও পর্যাপ্ত পুলিশ ফোর্স থাকলেও তাঁদের অ্যাক্টিভিটি কি রয়েছে সেগুলো সারপ্রাইজ ভিজিট না করে জানা যায় না। পাশাপাশি হাসপাতালের নিরাপত্তা যে বেসরকারি সংস্থা দেখে তাঁদের নিরাপত্তা সম্পর্কিত ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা এবং যে সমস্ত খামতি রয়েছে সেগুলোকে পর্যালোচনার জন্য আমরা এই পরিদর্শনে নেমেছি।'

ফর্ম নং. ইউআরসি-২

আইনের XXI অধ্যায়ের প্রথম অংশের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন
[কোম্পানিজ (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলস,২০১৪ এর রুল ৪(১) এবং কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৭৪(বি) এর অধীন অনুসারে]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৬৬-এর সাব-সেকশন (২) অনুসারে, এখন থেকে পনের দিন পরে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে কিন্তু পরবর্তী ত্রিশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে রেজিস্ট্রর, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০ এর কাছে, যে "অ্যালঅ্যাবাউটআর্কিসিনার্জি এলএলপি" (এএএক্স-৭৫১৬) লিমিটেড লায়াবেলিটি পাটনারশিপ কোম্পানি এক্ট ২০১৩ এর অধ্যায় XXI এর প্রথম অংশ এর অধীনে শেয়ার দ্বারা একটি লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত হতে পারে।
২. কোম্পানির প্রধান বিষয়গুলি নিম্নরূপ :
ক) এমন একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা যা রিয়েলটর, ডিজাইনার, নির্মাতাদের সাথে সংযুক্ত করতে পারে, প্রচার করতে এবং ত্বরান্বিত করতে, টেকসই, নির্মাণ, পণ্য, উপকরণ, কৌশল এবং প্রযুক্তি। সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে এবং চাহিদা বাড়াতে নিয়মিত কর্মশালা এবং সহযোগিতাও অনুষ্ঠিত হবে।
৩. খসড়া স্মারকলিপির একটি অনুলিপি এবং প্রস্তাবিত কোম্পানির অ্যাসোসিয়েশনের আর্টিকেলগুলি ফ্লোর ২, ৯৮, ডি, এনএসসি বোস রোড, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৪০-এ কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যেকোন ব্যক্তি তাদের আপত্তি লিখিতভাবে রেজিস্ট্রারের কাছে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০ এ জানাতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে একটি অনুলিপি সহ।

অ্যালঅ্যাবাউটআর্কিসিনার্জি এলএলপি এর পক্ষে
স্বা/-
১. সায়ারী দে (মনোনীত অংশীদার)
২. অখিল বন্ধু পাল (মনোনীত অংশীদার)

তারিখ: ২৫.০৮.২০২৪
স্থান: পশ্চিমবঙ্গ

খনির নীচে কর্মরত ঠিকা শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: ফের খনির নীচে দুর্ঘটনা মৃত্যু হল এক ঠিকা শ্রমিকের আহত আরও দুই। ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের ইসিএলের ঝাঁঝরা কোলিয়ারীর থ্রি ফোর ইউনিটে। মৃত শ্রমিকের নাম নির্মল ভুইয়া বয়স আনুমানিক ১৯ বছর।

সূত্র মারফত জানা যায় প্রত্যেক দিনের মতোই গতকাল অর্থাৎ শুক্রবার নিজের কাজে যোগ দেন নির্মল। খনির নীচে মেশিনারির মাধ্যমে কয়লা উত্তোলনের বরাত পাওয়া একটি বেসরকারি সংস্থার অধীনে কাজ করতেন তিনি। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ হঠাৎ কয়লার চাল চাপা পড়ে যান তিনি, তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় তাঁর। এই ঘটনায় তার আরও দুই সহকর্মী গুরুতর আহত বলে জানা যায়। ঘটনার খবর পেয়ে এই কোলিয়ারির সমস্ত শ্রমিক সংগঠনের লোকেরা শনিবার কোলিয়ারি চত্বরে জমায়েত হন।

খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছান পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি তথা পাণ্ডবেশ্বর তৃণমূল নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। বিধায়ক এই দিনের দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে মৃতর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। পাশাপাশি তিনি জানান ইসিএল এবং বেসরকারি সংস্থা যারা খনির কয়লা উত্তোলনের কাজ করছেন, তাঁরা বিন্দুমাত্র শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখেন না বলে অভিযোগ করেন তিনি। আর নিরাপত্তার গাফিলতির কারণেই এইভাবে একটা তরতাজা যুবকের প্রাণ গেল। তিনি জানান, যে সংস্থার অধীনে কাজ করত নির্মল ভূঁইয়া, সেই সংস্থা পরিবারের একজনের চাকরি এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ কুড়ি লক্ষ টাকা দেবেন, পাশাপাশি ইসিএল মৃতদেহ দাহ করার জন্য তিন লক্ষ টাকা ও খনির নিচে কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় মৃত্যুজনিত কারণে যে সকল সুযোগ সুবিধা আছে সমস্ত কিছুই দাবি করা হয় এদিন। কয়লা খনি অঞ্চলে কোলিয়ারির খনির নিচে খনি কর্মীদের নিরাপত্তার কতটা গাফিলতি রয়েছে আবার একবার তার প্রমাণ মিলল যুবকের মৃত্যুর পর। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় লাউ দোহার ফরিদপুর থানার পুলিশ।

প্রাচীন ঝুলন মেলা নিয়ে টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ, পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: শতাধিক প্রাচীন উখড়ার ঝুলন মেলা। এই ঝুলন মেলায় এলাকায় তথা আশেপাশের বহু গ্রামের মানুষজন মেলা কদিন ভিড় জমান উখরা এলাকায়। হাজার হাজার মানুষের ভিড় হয় এই মেলায়। গ্রাম বাংলার বেশ কয়েকটি মেলার মধ্যে এটি অন্যতম। প্রত্যেক বছরের ন্যায় এ বছরও মেলা বসেছে উখড়ার সার্কাস ময়দান এবং উখড়া কুঞ্জবিহারী ইনস্টিটিউশন স্কুল ময়দানে। মেলার দোকান বসার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের স্কুল ময়দানে বসা মেলার দোকানদারদের কাছ থেকে একটা টাকা অনুদান হিসেবে তুলে আসতেন । এবারে স্কুল ময়দানে মেলা বসানোর জন্য হয় টেন্ডার। আর এরপর থেকেই মেলায় নানান আর্থিক দুর্নীতির গুঞ্জন শুনতে পাওয়া যায়, উখড়া এলাকায়।

সূত্র মারফত জানা যায় এবারে স্কুল ময়দানে মেলার বসানোর জন্য ২৪ লক্ষ টাকায় এক ব্যাক্তিকে স্কুল ময়দান ব্যবহারের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। এরপরই উখড়া পঞ্চায়েতের ১৪ জন পঞ্চায়েত সদস্য উখড়া কুঞ্জ বিহারী ইনস্টিটিউশনের পদক্ষেপের দরুন এডিএম (শিক্ষা), এডিআই (স্কুল) দুর্গাপুর শাখা ও রানিগঞ্জে বিধানসভার বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় কে অভিযোগ পত্র দেন। অভিযোগপত্রে উল্লেখ আছে যেখানে স্কুল ময়দান ব্যবহার করার জন্য ৫৪ লক্ষ টাকার সর্বোচ্চ দর উঠেছিল, সেখানে তা বাতিল করে স্কুল কর্তৃপক্ষ কী ভাবে ২৪ লক্ষ টাকার দরপত্রের টেন্ডারকে অনুমতি দিলেন?

পরে যদিও উখড়া কুঞ্জবিহারী ইনস্টিটিউশনের তরফে উখড়ার স্কুল ময়দানের মেলা বসানোর জন্য টেন্ডার ও অনুমতি পত্র বাতিল করা হয়। এরপরেই উখরা পঞ্চায়েত ও তাদের অনুমতি পত্র বাতিল করেন। ফলে স্বাভাবিক কারণেই বর্তমানেও উখড়ার স্কুল ময়দানের মেলা কোনরকম অনুমতি ছাড়াই চলছে। এখন প্রশ্ন এটাই এই মুহূর্তে যদি কোন অঘটন ঘটে তার দায় কে নেবে স্কুল কর্তৃপক্ষ, নাকি পঞ্চায়েত, না প্রশাসন?

উখড়া পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সরণ সায়গল পরিষ্কার ভাষায় জানান, বর্তমানে স্কুল ময়দানের মেলায় পঞ্চায়েতের কোন অনুমতি নেই। এককথায় অনুমতি

ছাড়াই চলছে মেলা। ঠিক এই পরিস্থিতিতে উখড়ার বিভিন্ন এলাকায় দেখা গেল উখড়ার মেলায় আর্থিক দুর্নীতি, মেলায় অব্যবস্থার জন্য মেলা কমিটির কাছে জবাব চাই গ্রামবাসীদ বলে পোস্টার। ওখানে আর বিভিন্ন এলাকায় এই ধরনের পোস্টার পড়ায় রীতিমতো উখড়ার মেলা কমিটির মেলা পরিচালনার বিষয়ে উঠল প্রশ্ন। অন্যদিকে উখড়া পঞ্চায়েত প্রধান মিনা কোলে জানান, পোস্টার পড়ার বিষয়ে তিনি তিনি কিছুই বলতে পারবেন না। তবে এই ধরনের পোস্টার যারাই দিয়েছেন তারা যদি পঞ্চায়েতে অভিযোগ জানান লিখিত আকারে তা হলে পঞ্চায়েত এ ব্যাপারে তদন্ত করবে।

অন্যদিকে এলাকার বাসিন্দা তথা বিজেপি নেতা ছোটন চক্রবর্তীর দাবি, এবছর না, বেশ কয়েক বছর ধরেই উখড়ার এই মেলায় দুর্নীতি চলছে। তিনি বলেন, স্কুল ময়দান ব্যবহার করার জন্য যিনি টেন্ডারে সর্বোচ্চ দর দিলেন তিনি অনুমতি পেলেন না সর্বনিম্ন যে দর দিলেন তিনি অনুমতি পেলেন। এর থেকে প্রমাণিত যে সাংঘাতিক আর্থিক দুর্নীতি হচ্ছে। পাশাপাশি তিনি এটাও বলেন যে, ত তিনি শুনলেন বর্তমানে পঞ্চায়েত স্কুল ময়দানের মেলায় কোন দায়িত্ব নিচ্ছেন না, স্কুল ও কোন দায়িত্ব নিতে নারাজ ত। তাহলে কার অনুমতিতে চলছে এত বড় মেলা? এই মেলায় কোন রকম দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় কে নেবে? এরকম নানান প্রশ্ন তোলেন তিনি।

দুর্গাপুজোর অনুদান নিতে নারাজ উত্তরপাড়া মহিলা পরিচালিত পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: দুর্গাপুজোর অনুদান নেবে না বলে জানিয়ে দিল উত্তরপাড়ার আরও একটি পুজো কমিটি। তারা এই নিয়ে উত্তরপাড়ার তিনটি পুজো কমিটি রাজ্য সরকারের পুজোর অনুদান ৮৫ হাজার টাকা প্রত্যাখ্যান করল। ভদ্রকালীর মহিলা পরিচালিত 'বৌঠান সংঘ' এবার জানিয়ে দিল, দুর্গাপুজোর অনুদান তারা নিতে নারাজ। পুজো কমিটির প্যাডে চিঠি আকারে তা প্রশাসনের কাছে জানানো হয়েছে। আরজি করে চিকিৎসক পড়ুয়ার ধর্ষণ-খুনের ঘটনা ঘিরে তোলপাড় রাজ্য।

সমাজের বিভিন্ন মহল থেকে উঠেছে প্রতিবাদের ঝড়। এই আবহে রাজ্যের একাধিক পুজো কমিটি প্রকাশ্যে জানিয়ে দিয়েছে, তারা পুজোর অনুদান নেবে না। একাধিক মহিলা পরিচালিত পুজো কমিটি এই ঘোষণা করেছে। বৌঠান সংঘও মহিলা পরিচালিত পুজো। পুজো কমিটির তরফে বলা হয়, 'আমরা প্রতিবার পুজোর অনুদান নিয়ে থাকি। এ বছর আরজি করের এই ঘটনার প্রতিবাদে আমরা অনুদান নিচ্ছি না। নির্মম ভাবে চিকিৎসককে নির্যাতন করে মারা হয়েছে। দোষীদের শাস্তির দাবি করছি আমরা।' পুজো কমিটির আর এক সদস্যার কথায়, আরজি করের ঘটনা নিয়ে তোলপাড় চলছে। আবার এমনও বহু ঘটনা ঘটে যেগুলি সামনেই আসে না।

আইসিডিএস কর্মী সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: শনিবার আইসিডিএস কর্মী সমর্থকদের নিয়ে ব্লকস্তরে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের গেরাই গ্রামে কর্মী সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই সম্মেলন থেকে ব্লকের কমিটি গঠন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা রাজ্য কর্মচারী ফেডারেশনের সেক্রেটারি তপন ঘোষ,আউশগ্রাম ২নম্বর ব্লক সভাপতি আব্দুল লালন, আইসিডিএসেরই জেলা নেত্রী সোমা তিওয়ারি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মমতা বারুই সহ সাতটি পঞ্চায়েতের প্রধান ও ব্লক নেতৃত্ব। এদিনের এই সভা থেকে তৃণমূল সরকার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের পাশে কী ভাবে আছে সেই বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার কর্মীদের কী ভাবে বঞ্চিত করছে সেই বিষয়গুলিও কর্মীদের সামনে তুলে ধরা হয়।

এদিন ব্লকের নতুন সভানেত্রী হিসাবে সারদা অধিকারীর নাম ঘোষণা করা হয়। জেলা কর্মচারী ফেডারেশনের সেক্রেটারি তপন ঘোষ জানান, এদিন মূলত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি সরকারি ভাবে শিশুদের জন্য যে খাবার বরাদ্দ করা হয় তা খুবই কম। সেই কম খাবার যাতে আরও বাড়ানো হয় সেই বিষয়ে রাজ্যের মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দের টাকা না দেওয়ার জন্য এই অসুবিধা হচ্ছে বলে তাঁর দাবি।

পাশাপাশি যে সব জায়গায় কর্মী সংকট রয়েছে সেই জায়গাগুলিতে খুব তাড়াতাড়ি কর্মী নিয়োগ করা হবে বলে জানান তিনি। ব্লক সভাপতি আব্দুল লালন বলেন, 'আমাদের নেত্রী জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ৭৪টি প্রকল্পের ব্যবস্থা করেছেন। সবস্তরের মানুষের জন্য তিনি ভাবেন। আগে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অবসরকালীন কোনও ভাতার ব্যবস্থা ছিল না, আমাদের নেত্রী তাঁদের জন্য ৫ লক্ষ টাকা ভাতার ব্যবস্থা করেছেন। এই সম্মেলন থেকে ৭টি অঞ্চল থেকে ২ জন করে কর্মী নিয়ে একটি ব্লক কমিটি গঠন করা হয়। আগামী দিনে এই কমিটি আমাদের দলের হয়ে কাজ করবে।'

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক punjab national bank

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সার্কেল সস্ত্র মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহীদ সূর্য সেন রোড
পোস্ট-বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), ই-মেইল : cs8283@pnb.co.in

যেহেতু,
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীন এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে দাবি বিজ্ঞপ্তি(সমূহ) প্রদান করে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/গণকে আহ্বান জানিয়ে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক উক্ত বিজ্ঞপ্তি (সমূহ)-র তারিখ/বিজ্ঞপ্তি(সমূহ) গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর ফেরত পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও কমনভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, নীচে উল্লিখিত তারিখে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক এবং তদুপরি সুদ পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্টের নাম খ) শাখার নাম	বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) বীরেশ্বর মণ্ডল পিতা- প্রয়াত বানেশ্বর মণ্ডল খ) বহরমপুর শাখা (৪৪৬৬০০)	আবাসিক ফ্ল্যাট এর সকল 'অভিলাশা অ্যাপার্টমেন্ট' নামে ছয় তলা বিল্ডিংয়ের ৩য় ফ্লোরে ৩/এ নং ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত এবং সুপার বিল্ট আপ এলাকা ১০২৫ বর্গফুট, বহরমপুর পৌরসভার অধীনে, সেইসঙ্গে নীচের জমির অবিভক্ত অবিচ্ছিন্ন আনুপাতিক শেয়ার সহ যার মৌজা- গোরাবাজার, জেএল নং- ৯০, আরএস প্লট নং ১৯৮৫, এলআর প্লট নং ৩৫১৭, আরএস খতিয়ান নং ২১৪২, এলআর খতিয়ান নং ২৯১২, ১৯৫০, ১৯৭৯, ১৯৪০, ১০৫৫, ৬৯৫, জমির ধরন- বাড়ি, এলাকার পরিমাপ ১০ ডেসিমেল, হোল্ডিং নং ৪/১, কেপি চট্টরাজ রোড, পোস্ট ও থানা-বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০১ -এ অবস্থিত,বিক্রয় দলিল নং ১০২০৫ সাল-২০১০ ডিএসআর মুর্শিদাবাদে রেজিস্টার্ড। **স্বত্বাধিকারী: বীরেশ্বর মন্ডল পিতা- প্রয়াত বনেশ্বর মন্ডল,** ফ্ল্যাট নং- ৩/এ, ৩য় ফ্লোর, অভিলাশা অ্যাপার্টমেন্ট, ৪/১, কে পি চট্টরাজ রোড, পোস্ট ও থানা-বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০১। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তরে ১০ ফুট আরসিসি রোড, দক্ষিণে- কমন প্যাসেজ, পূর্বে- ফ্ল্যাট নং ৩/৮, ৩য় ফ্লোর, পশ্চিমে- ১২ ফুট আরসিসি রোড দ্বারা।	ক) ০২.০৫.২০২৪ খ) ২৩.০৮.২০২৪ গ) ১০,৮৯,২৮১.০০ টাকা (দশ লক্ষ উননব্বই হাজার দুইশো একাশি টাকা মাত্র) ৩০.০৪.২০২৪ অনুযায়ী এবং ৩০.০৪.২০২৪ পর্যন্ত সুদ চার্জ করা হয়েছে এবং তার উপর আরও সুদ ও চার্জ সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান না হওয়া পর্যন্ত।
২.	ক) সন্দীপ সাহা, স্বত্বাধিকারী- মেসার্স প্রীতি এন্টারপ্রাইজ এবং ত্রিশিতা সাহা খ) বহরমপুর শাখা (৪৪৬৬০০)	খাগড়া মৌজায় অবস্থিত আবাসিক ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ৯৭, প্লট নং সাবেক ৯২৫, হাল ১১১৩, পুরানো খতিয়ান নং আরএস ১০৫১ হাল ৪১৮০, নতুন এলআর খতিয়ান নং ১০১৬২, জমির পরিমাপ ২ ডেসিমেল, জমির ধরন-বাড়ি, বহরমপুর পৌরসভার অধীনে, ওয়ার্ড নং ১১, বিলধর লেন, হোল্ডিং নং ৭০, থানা-বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, ২০১২ সালের বিক্রয় দলিল নং ২১৩০, এডিএসআর বহরমপুরে রেজিস্টার্ড, **স্বত্বাধিকারী:** সন্দীপ সাহা, পিতা- প্রয়াত বীরেন্দ্রনাথ সাহা, ২২ পল্লী মন্দির, ৭০, বিলধর লেন, পোস্ট- খাগড়া, থানা- বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে -কাশীনাথ ভকতের বাড়ি, দক্ষিণে- তনয় সাহার বাড়ি, পূর্বে- ১২ ফুট আরসিসি রোড, পশ্চিমে- কৃষ্ণ সরকারের খালি জমি দ্বারা।	ক) ০৫.০৬.২০২৪ খ) ২৩.০৮.২০২৪ গ)৪৫,৭৫,৭৩০.৬১ টাকা (পয়তাল্লিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার সাতশো ত্রিশ টাকা একষট্টি পয়সা মাত্র) ৩১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত সুদ চার্জ করা হয়েছে, সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত আরও সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ।

তারিখ: ২৩.০৮.২০২৪
স্থান: বহরমপুর

অনুমোদিত অফিসার,
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

নবগ্রাম মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ কলোনী এ্যান্ড হাউসিং সোসাইটি লিমিটেড
আদিবর্ত্ম,পোঃ-নবগ্রাম,জেলা-হুগলী
(নিবন্ধন সংখ্যা-99HG তারিখ 02/12/1948)

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ-এর আদেশনামা নং 973 তারিখ 16/08/2024-দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে নবগ্রাম মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ কলোনী এ্যান্ড হাউসিং সোসাইটি লিমিটেড -এর সমস্ত সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে, আগামী ইংরাজি 22/09/2024,রবিবার,দুপুর 12 টায় নবগ্রাম সেবক সংঘ হলে নীচের আলোচ্যসূচী অনুযায়ী(সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন) বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে সমিতির সকল নির্বাচক সদস্যকে উপস্থিত থেকে পঃ বঃ সমবায় আইন 2006,পঃ বঃ সমবায় নিয়মাবলী, 2011 ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান 2012 অনুসরণ করে পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষরে এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে নিম্নে সংযোজিত হল।

আলোচ্যসূচি: পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন
তারিখ : 25/08/2024

স্বাঃ/-
(রাজু ঘোষ)
সমবায় পরিদর্শক
শ্রীরামপুর-উত্তরপাড়া উন্নয়ন ব্লক

পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমুহ

1. পরিচালক পদের সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য। পরিচালক পদের মোট সংখ্যা-15।
উপবিধিতে উল্লিখিত পরিচালক পদ-12,তপশিলী জাতি/তপশিলী উপজাতি পরিচালক পদ(সংরক্ষিত) -1,মহিলা পরিচালক পদ (সংরক্ষিত) - 21
2. নির্বাচন সূচি:

ক্রম	বিষয়	তারিখ ও বার	স্থান	সময়
1	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	21/08/2024 (বুধবার) (ইতিপূর্বে প্রকাশিত)	সমিতির অফিস	শুনানীর অব্যবহিত পরে
2	মনোনয়নপত্র বিতরণ	29/08/2024 (বৃহস্পতিবার) ও 30/08/2024 (শুক্রবার)	সমিতির অফিস	সকাল 11টা থেকে দুপুর 2 টো
3	মনোনয়নপত্র গ্রহণ	30/08/2024 (শুক্রবার)ও 31/08/2024 (শনিবার)	সমিতির অফিস	সকাল 11টা থেকে দুপুর 2 টো
4	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	02/09/2024 (সোমবার)	সমিতির অফিস	দুপুর 12 টা থেকে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত
5	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা পরবর্তী বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ	02/09/2024 (সোমবার)	সমিতির অফিস	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা শেষ হবার পর
6	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার	মনোনয়ন পত্র জমা দেবার পর থেকে ইং 03/09/2024 (মঙ্গলবার) বিকাল তিনটার মধ্যে	সমিতির অফিস	03/09/2024 বিকাল তিনটার মধ্যে
7	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার পরবর্তী চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	03/09/2024 (মঙ্গলবার)	সমিতির অফিস	03/09/2024 বিকাল তিনটার পর
8	নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও সময়	22/09/2024(রবিবার)	নবগ্রাম সেবক সংঘ	দুপুর 12 টা থেকে বিকাল 4 টা
9	ভোট গণনা	22/09/2024(রবিবার)	নবগ্রাম সেবক সংঘ	ভোট গ্রহণ শেষ হবার অব্যবহিত পর
10	ভোটের ফল প্রকাশ	22/09/2024(রবিবার)	নবগ্রাম সেবক সংঘ	ভোট গণনা শেষ হবার অব্যবহিত পর

3. সমিতির পরিচালকমন্ডলী নির্বাচনে ইচ্ছুক প্রার্থীর বয়স অন্তত 19 বছর হতে হবে এবং তার সমিতিতে সদস্য পদের মেয়াদ অন্তত এক বছর হতে হবে। সমিতির কোন ঋণ খেলাপি সদস্য প্রার্থী হতে পারবে না। এছাড়া তাকে পঃ বঃ সমবায় আইন, 2006 এর 32(7) এবং 134C (10) ও নিয়মাবলী,2011-র নিয়ম 42(সংশোধিনী সহ) এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান 2012 এর বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ থাকতে হবে।
4. ভোটারদের ভোট দানের সময় তার সদস্য পরিচয়জ্ঞাপক প্রমাণ/জাতীয় নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত পরিচিতি সমূহ সঙ্গে আনতে হবে।
5. প্রার্থী, প্রস্তাবক ও সমর্থক কে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন ক্ষেত্রের ভোটার হতে হবে। একজন প্রস্তাবক/সমর্থক আসন সংখ্যার বেশি সংখ্যক প্রার্থীর প্রস্তাবক কিংবা সমর্থক হতে পারবেন না।
6. প্রার্থী মনোনয়ন পত্রে বাংলা এবং ইংরাজি উভয় ভাষায় নাম লিখবেন এবং স্বাক্ষর করবেন।
7. কোন সদস্য/ ভোটার /প্রার্থী যে কোন বিষয় জানতে চাইলে তাকে সমিতি অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
25/08/2024
নবগ্রাম

স্বাঃ/-
(রাজু ঘোষ)
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
নবগ্রাম মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ কলোনী এ্যান্ড হাউসিং সোসাইটি লিমিটেড

৪৫ জন বিশেষ প্রয়োজনসম্পন্ন শিশুকে মূলধারায় ফেরাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: উত্তরপাড়ার স্পিচ অ্যান্ড হেয়ারিং সেন্টার, একটি উল্লেখযোগ্য মাইল ফলক অর্জিত করেছে। যেখানে ৪৫ জন বিশেষ প্রয়োজন সম্পন্ন শিশুকে সফল ভাবে সমাজের মূলধারায় আনতে পেরেছে। যারা এখন আর পাঁচটা সাধারণ শিশুর সঙ্গে একসঙ্গে বিভিন্ন স্কুলে পড়তে পারছে। এই শিশুদের বেশিরভাগই ছিল অটিজমে আক্রান্ত।

স্পিচ অ্যান্ড হেয়ারিং সেন্টাব

অটিজম একটি স্নায়বিক বিকাশ জনিত ব্যাধি যা সম্পূর্ণ ভাবে ঠিক করা সম্ভব নয় কিন্তু তাদের সঠিক থেরাপির মাধ্যমে শিক্ষিত, আত্মনির্ভরশীল এবং স্বাবলম্বী করা সম্ভব। এই কাজটি দীর্ঘ ২ দশকেরও ওপর সফল ভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় করে চলেছে এবং তার জন্য এই সংস্থার কর্ণধর শ্রী পঙ্কজ সরকার এবং চেয়ারম্যান শ্রীমতি কাকলি দাশগুপ্তা তাদের সকল বিশেষ শিক্ষক, থেরাপিস্ট, অভিভাবক এবং সকল সহায়ক কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। এই বিশেষ মুহূর্তকে উদযাপন করার জন্য একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন তাঁরা। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অধ্যাপক ডক্টর ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জী প্রদ্বীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেছেন। উনি বলেছেন, 'একটি শিশুকেও মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা কতটা যে কঠিন সেটা আমরা সবাই জানি। সেই জায়গায় ওঁরা ৪৫টি শিশুকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন এটি একটি দৃষ্টান্ত।' এদিন এক সাংবাদিক

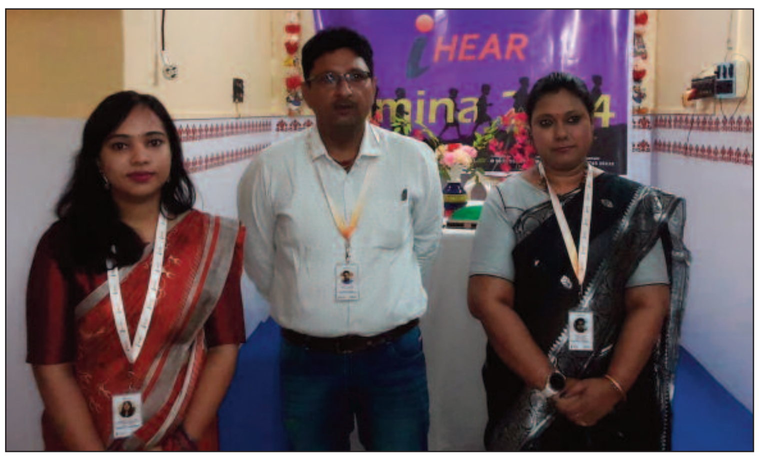

সম্মেলন করা হয় উপস্থিত ছিলেন এইচআর এইচওডি সাজিয়া জাভেদ স্পিচ থেরাপিস্ট দেবারুণা গোস্বামী ও অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে নীলাদ্রি চট্টোপাধ্যায়।

পুনর্ভবা নদীচর বালি চুরিচক্রের স্বর্গরাজ্য !

নিজস্ব প্রতিবেদন, গঙ্গারামপুর: প্রশাসনের নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বেআইনি ভাবে নদী থেকে বালি তুলে তা পাচার করার অভিযোগ উঠল দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে। বালি মাফিয়াদের বালি পাচারের জেরে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে সেখানকার সরকারি টেন্ডার প্রাপ্ত সংস্থা। টেন্ডার পাওয়া সংস্থাকে কোনও রূপ রেভেনিউ না দিয়ে এলাকার বালি মাফিয়ারা প্রকাশ্য দিবালোকে ট্রাক্টর বোঝাই করে তা পাচার করছে বলে অভিযোগ। বেআইনি বালি পাচার রোখার বিষয়ে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

গঙ্গারামপুরের মাহুরকিসমত এলাকায় পুনর্ভবা নদীর হরিতলাঘাটের বরাত পেয়েছে পূর্ব বর্ধমানের একটি সংস্থা। নিয়মানুযায়ী ওই সংস্থার কাছ থেকে চালান কেটে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বালি তুলে বিক্রি করতে পারবেন। কিন্তু এলাকার বালি মাফিয়ারা ওই সংস্থা থেকে কোনোরূপ চালান না কাটিয়েই একপ্রকার গায়ের জোরে বালি তুলে বিক্রি করছে বলে অভিযোগ। বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার তরফে বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও কোনও সুরাহা মিলছে না বলেও অভিযোগ।

অভিযোগ, এলাকায় বালি মাফিয়া চক্রের নেটওয়ার্ক এতটাই সক্রিয় যে পুলিশ প্রশাসনের গাড়ি গঙ্গারামপুর থেকে মাহুরকিসমত ঘাট অভিমুখে অভিযানে বের হলেই তাদের কাছে খবর পৌঁছে যাচ্ছে। অগত্যা খালি হাতেই ফিরে আসতে হচ্ছে পুলিশকে। ঘটনার খবর করতে এলাকায় পৌঁছলে বাধার মুখে পড়তে হয় সংবাদ মাধ্যমকেও। বালিপাচার চক্রের লোকেরা ছবি তুলতে বাধা দেওয়ার পাশাপাশি হুমকিও দিতে থাকে। রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের মদতেই এই চক্র সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কারবার চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। কারণ দিনের বেলায় প্রকাশ্যে বালি বোঝাই ট্রাক্টর এলাকা দাপিয়ে বেড়ালেও কেউ কিছু বলার সাহস দেখাতে পারছেন না বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

বালি ঘাটের বরাত পাওয়া সংস্থার আধিকারিক তাপস বিশ্বাস জানিয়েছেন, তিনি সরকারি ভাবে বালি ঘাটের বরাত পেয়েছেন। ওই এলাকায় তিনটি বালি ঘাটের বরাত পেয়েছেন। বর্তমানে সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী বালি ঘাট থেকে বালি তোলার কাজ বন্ধ রাখা আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু অসাধু ব্যক্তি গায়ের জোরে বেআইনি ভাবে বালি তুলে পাচার করে দিচ্ছে। এই বিষয়ে তারা প্রশাসনকে জানালে প্রশাসন যখন সেখানে পৌঁছয় তখন কাউকে তারা ধরতে পারে না।

তাঁর অনুমান, স্থানীয় ট্রাক্টর মালিকদের একটা গ্রুপ আছে। সেই গ্রুপ যখনই সরকারি দপ্তর থেকে গাড়ি বের হয়। তখনই অসাধু ব্যক্তিরা খবর পেয়ে যায়। তাঁর অভিযোগ, এর ফলে তাদের ক্ষতির পাশাপশি সরকারি কোষাগারেও কোনও লাভ হচ্ছে না। তাই প্রশাসন যাতে এই বিষয়ে আরও কড়া পদক্ষেপ করে সেই আবেদন করেছেন তিনি।

মেমারিতে তরুণীকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার প্রেমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি পূর্ব: বর্ধমানের বর্ধমান দুই ব্লকের নান্দুর ঝাপানতলা এলাকায় তরুণীর মৃত্যুর ঘটনায় উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ফেসবুক থেকে যুবতীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক। আর সেই সম্পর্কের মাঝে দূরত্ব বাড়ায় প্রেমিকের হাতেই খুন হতে হল প্রেমিকাকে। গত ১৪ অগস্ট রাতে গলার নলি কেটে খুন করা হয় এক বছর ২৫ এর তরুণীকে। বিভিন্ন সূত্র কাজে লাগিয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া থেকে শুক্রবার রাতে তরুণীকে খুনের অভিযোগে প্রেমিককে গ্রেপ্তার করে বর্ধমান থানার পুলিশ। ধৃতের নাম অজয় টুডু। পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা এলাকার বাসিন্দা। শুক্রবার রাতেই পাঁশকুড়া এলাকার রাস্তা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে শনিবার বর্ধমান আদালতে পেশ করে পুলিশ।

পুলিশ সুপার আমন দীপ জানিয়েছেন, ধৃত যুবককে দশ দিনের পুলিশি হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ হেপাজতে নেওয়ার পর খুনের ঘটনায় ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার করা হবে এবং ওই যুবক ওইদিন যে পোশাক পরেছিল সেই

পোশাক উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করা হবে। ঘটনার দশ দিন পর গ্রেপ্তার হওয়ার খবর পেতেই ধৃতের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির আবেদন জানিয়েছে মৃতার পরিবার। পুলিশ সুপার জানান, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে এবং পূর্ব বর্ধমানের ন'জনের একটি সিট গঠন করা হয়েছিল। নিজস্ব গোয়েন্দা বিভাগের মাধ্যমে খবর পেতেই শুক্রবার রাতেই অজয় টুডুকে পাঁশকুড়া এলাকার রাস্তা থেকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে।

বধূর অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: এক গৃহবধূর অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে। খুন নাকি আত্মহত্যা সেই নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত সাহাপুর এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, আনুমানিক দুপুর আড়াইটে নাগাদ এলাকাবাসীরা কার্তিক ধারার বাড়িতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে দেখেন। স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় ার্তিক ধারার স্ত্রী সুমিত্রা ধারাকে পড়ে থাকতে দেখে তড়িঘড়ি জল দিয়ে আগুন নেভালেও শেষ রক্ষা হয়নি। মৃত্যু হয় সুমিত্রা ধারার। জানা গিয়েছে, চার বছর আগে সুমিত্রার সঙ্গে বিয়ে হয় সাহাপুর গ্রামের বাসিন্দা কার্তিক ধারার। তাঁদের একটি দু'বছরের পুত্রসন্তান রয়েছে। সংসারে বিভিন্ন সময়ে অশান্তি লেগে থাকত বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

হঠাৎ কী ভাবে ঘরে আগুন লাগল। সত্যিই আগুন লাগল নাকি ইচ্ছে করে গৃহবধূর গায়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জামালপুর থানার পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ এর জন্য ওই গৃহবধূর স্বামী এবং শাশুড়িকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পাশাপাশি মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ। মৃতার বাড়ির সদস্যরা থানায় অভিযোগ জানানোর পর অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

সোনার বিস্কুট উদ্ধার, বসিরহাটে ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: সীমান্ত থেকে সোনার বিস্কুট সহ সেলিম মণ্ডল নামে এক যুবক গ্রেপ্তার। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগরের বিথারি হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাকিমপুর সীমান্তে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৮ পিস সোনার বিস্কুট একটি মোটর বাইকের ভিতরে করে বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাচার করার চেষ্টা করছিল সেলিম মন্ডল। সেলিমের বাড়ি স্বরূপনগরের বিথারী হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাকিমপুর সীমান্তে।গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিএসএফের ১৪৩ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের সীমান্তরক্ষী বাহিনী হাকিমপুর চেকপোস্টে মোটর বাইক সহ ধৃত সেলিম মণ্ডলকে আটক করে তল্লাশি করতেই বেরিয়ে আসে আট পিস সোনার বিস্কুট। ইতিমধ্যেই সোনার বিস্কুট সহ ধৃত সেলিম মণ্ডলকে তেতুলিয়া শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ। এগুলির মালয়েশিয়া দুবাই থাইল্যান্ড হয়ে ভারতে বিএসএফের নজরে এড়িয়ে ঢোকানোর চেষ্টা ছিল।

আরজি কর কাণ্ডে শিক্ষকদের মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: আরজি কর কাণ্ডে জড়িত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে শনিবার মেদিনীপুর শহরে বিক্ষোভ মিছিল করল অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার শিক্ষক সমিতি। এদিন বিকেলে শহরের রিংরোড পরিক্রমা করে এই বিক্ষোভ মিছিল। জাতি ধর্ম

নির্বিশেষে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হয়েছেন কয়েক শিক্ষক সমিতির সদস্যরা। মিছিল থেকে শিক্ষকদের স্লোগান ছিল, আরজি কর কাণ্ডের উপযুক্ত বিচার চাই। অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।

গোপালনগরের বিভূতিভূষণ ঝুলন্ত সেতু এখন মৃত্যুফাঁদ

নতুন ব্রিজের দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোপালনগর: গোপালনগরের বিভূতিভূষণ ঝুলন্ত সেতু এখন মৃত্যু ফাঁদ, নতুন ব্রিজের দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ গ্রামবাসীদের। উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগরে ইছামতি নদীর ওপরে কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে একটি ঝুলন্ত সেতু রয়েছে। যেটি ধর্মপুকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধবপুর গ্রাম এবং গোপালনগর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বারাকপুর শ্রীপল্লিকে সংযুক্ত করেছে। লোহার তৈরি এই ঝুলন্ত সেতু বয়স প্রায় ২০ বছর।

স্থানীয়দের দাবি, ব্রিজের একাধিক জায়গা খারাপ হয়ে গিয়েছে। নড়বড়া হয়ে গিয়েছে ব্রিজ। বারাসত পূর্ত দপ্তর পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে ব্রিজটি বিপদজনক ঘোষণা করা হয়েছে। ব্রিজের উপর দিয়ে ভ্যান টোটো রিকশা চলাচল সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি ব্রিজের রেলিংয়ে হেলান দিতে বারণ করা হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, এই ব্রিজ দিয়ে প্রতিদিন ৫-১০ হাজার মানুষ যাতায়াত করে। বহুবার প্রশাসনকে ব্রিজ সংস্কারের কথা বলা হলেও তা সংস্কার করা হয়নি।

তাঁদের দাবি, অবিলম্বে এখানে নতুন ব্রিজ করতে হবে। সেই দাবিতে গোপালনগর টালিখোলা-সিন্দ্রানী রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন তাঁরা। ঘটনাস্থলে এসে অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে বনগাঁ সেকশন-২ এর জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার শীর্ষেন্দু নায়েক। পরবর্তীতে সংস্কারের আশ্বাস পেয়ে অবরোধ তুলে নেয় আন্দোলনকারীরা।

পারিবারিক অশান্তির জেরে বধূকে নির্যাতন, প্রাণে মারার চেষ্টার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পারিবারিক অশান্তির জেরে এক গৃহবধূকে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করার পর মুখে বালিশ চাপা দিয়ে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টার অভিযোগ উঠল স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষের সগরাই গ্রাম পঞ্চায়েতের শুনিয়া গ্রামে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে খণ্ডঘোষ থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন নির্যাতিতা গৃহবধূর মা। অভিযোগের ভিত্তিতে খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ স্বামী সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের পেশ করা হয় বর্ধমান আদালতে। আরও তিনজন পরিবারের সদস্য বেপাত্তা। তাদের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, গত চার বছর আগে শুনিয়া গ্রামের বাসিন্দা মনোজ পালের সঙ্গে বিয়ে হয়। প্রণয়ের সম্পর্ক থেকেই বিয়ে হয় তাদের। বিয়ের পর থেকেই শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চলতে থাকে গৃহবধূর উপর বলে অভিযোগ। তাদের একটি পুত্রসন্তানও রয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় পারিবারিক বিষয় নিয়ে ফের অশান্তি শুরু হলে ওই গৃহবধুর সঙ্গে স্বামী সহ শাশুড়ি ও পরিবারের অন্যান্যরা গৃহবধূকে মারধর করার পাশাপাশি হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরে মুখে বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ। কোনও রকমে তাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে রাস্তায় ছুটে বেরিয়ে আসেন ওই গৃহবধু। তাঁর চিৎকারে প্রতিবেশীরা তখন তাঁকে উদ্ধার করেন এবং অসুস্থ অবস্থায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়।

শুক্রবার রাতেই গৃহবধূর মা লিখিত অভিযোগ জানান খণ্ডঘোষ থানায়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামী মনোজ পাল, কাকা শ্বশুর নবকুমার পাল এবং খুড়তুতো ভাসুর নেতাই পালকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পলাতক রয়েছেন শাশুড়ি, কাকিমা শাশুড়ি এবং খুড়তুতো ভাসুরের স্ত্রী, তাদের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

বারাসত মেডিক্যালের প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে গো-ব্যাক স্লোগান-বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বারাসত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের প্রিন্সিপাল সুহৃতা পালের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ চলছে। বৃহস্পতিবার সুহৃতা পালের পদত্যাগের দাবিতে বারাসত গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ দেখায় সাধারণ মানুষের।

শনিবার তাঁর বিরুদ্ধে গো-ব্যাক স্লোগান উঠে। বিক্ষোভকারীদের দাবি আরজি কর হাসপাতালে ভাঙচুরের সময় এই সুহৃতা পাল দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু তার পরবর্তী সময়ে দেখা যায় আচমকার স্বাস্থ্য ভবন থেকে আরজিকর মেডিকেল কলেজ হসপিটালের দায়িত্ব সামলানোর কথা জানায়। আর তাতেই বিক্ষোভ আরও জোরালো হয় আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে।

গত পরশুদিন আরজিকর মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র চিকিৎসকদের বিক্ষোভের পরবর্তী সময়ে স্বাস্থ্য দপ্তর বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের দায়িত্বে পাঠায় সুহৃতা পালকে। বৃহস্পতিবার তিনি মেডিক্যাল কলেজের দায়িত্ব নেওয়ার পরেই হাসপাতাল গেটের সামনে বিক্ষোভ হয় তাঁর বদলির দাবিতে। একই ভাবে শনিবারও বিক্ষোভে সামিল হন কিছু মানুষ ও ছাত্রছাত্রীরা। তাঁরা এদিন গো-ব্যাক দাবি তোলেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় বারাসত হাসপাতালে।

রাস্তা কেটে নিকাশি, প্রতিবাদ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: মুখ থুবড়ে পড়েছে নিকাশি ব্যবস্থা। অন্য ওয়ার্ডের জলে ভাসছে মানুষ। অবশেষে, জলের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে ব্যস্ত রাস্তা কেটে জল নিকাশি ব্যবস্থা করলেন পুর নাগরিক। নিকাশি ব্যবস্থার দাবিতে প্রতিবাদ অবরোধ। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন আধিকারিকদের কাছে দরবার করেও কোনও সুরাহা মেলেনি অবশেষে অতিষ্ঠ হয়ে কোদাল দিয়ে পিচের রাস্তা কেটে জল নিকাশি ব্যবস্থা করলেন ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট পুরসভার ১৯ ও ২০ নম্বর ওয়ার্ডে।

দীর্ঘ সাত দিন ওয়ার্ডে ধরে জল জমে রয়েছে। একদিকে সাপ পোকামাকড়ের উপদ্রব বাড়ছে অন্যদিকে জমা জলে জলবাহিত রোগের প্রকোপ বাড়ছে। ঘরের মধ্যে জল ঢুকছে, তা এখনো বের হয়নি, নিকাশি অবস্থা অত্যন্ত বেহাল তাই এবার বসিরহাট ও মালঞ্চ রোডের ট্যাটরা মিত্র পাড়া রাস্তা কেটে জল বের করার ব্যবস্থা করল স্বয়ং এলাকা বাসিরা। দীর্ঘ লাগাতার বৃষ্টির ফলে দীর্ঘদিন ধরে জল জমে যাওয়ার এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থা সচল না থাকায় বাধ্য হয়ে তারা পিছের রাস্তা কেটে দিয়ে জল নিকাশির ব্যবস্থা করল। এর ফলে যান চলাচল সমস্যা হচ্ছে ২০,নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পরিমল মজুমদার বলেন, এই জায়গাটা অত্যন্ত নিচু একটু বৃষ্টি হলেই জল জমে যায় যার কারণে জল ছড়ানোর জায়গা নেই দীর্ঘদিন ধরে মানুষ এই অভিযোগটা করে আসছিল প্রতি বছরই বেশি বৃষ্টি হলে এইসব এলাকা ডুবে যায়। আমরা বেশ কয়েকবার জেসিবি দিয়ে নিকাশি ব্যবস্থা সচল করার চেষ্টা করেছি। অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে সেই সমস্যা আরও প্রকট হয়।

কলের জলে বিষ মেশানোর অভিযোগে চাঞ্চল্য কাঁকসায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসার গোপালপুরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের টিউবয়েলের ভেতর বিষ মিশিয়ে দেওয়ার অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল কাঁকসার গোপালপুরের উত্তরপল্লি এলাকায়। এছাড়াও এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়ির টিউবয়েলেও একইভাবে বিষ মিশিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ পাওয়ার পর এলাকার বেশ কয়েকটি টিউবওয়েলের জলের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে পঞ্চায়েতের তরফ থেকে।

গ্রামবাসীদের দাবি, শনিবার সকাল থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের টিউবওয়েল থেকে জলের সঙ্গে ফেনা বের হতে দেখেন স্থানীয়রা। তার সঙ্গে বের হয় তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ। চাষের জমিতে ধানের পোকা মারার বিষাক্ত তেল কেউ বা কারা টিউবয়েলের ভেতরে মিশিয়ে দিয়েছে বলে গ্রামবাসীদের অনুমান। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশু গর্ভবতী ও প্রসূতি মহিলাদের খাবারের জন্য ওই টিউবওয়েল থেকে জল নিতে গিয়েই জলের ভেতর থেকে ফেনা বের হতে দেখে সন্দেহ হয় এলাকাবাসী।

এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এরপরই গ্রামের বেশ কয়েকটি টিউবওয়েল থেকে একই ঘটনার খবর আসে। স্থানীয়রা এই বিষয়ে কাঁকসা থানার পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার পুলিশ। স্থানীয়দের অভিযোগ অজান্তে কেউ ওই টিউবয়েলের জল খেলে অনেকেরই জীবন হানির ঘটনা ঘটে যেতে পারত। কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।শনিবার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ও টিউবওয়েলটি খুলে প্লাস্টিক মুড়ে দেয় পঞ্চায়েতের কর্মীরা।

কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি জয়জিৎ মণ্ডল জানিয়েছেন, গত বৃহস্পতিবার রাতে কাঁকসার গোপালপুরে উত্তরপাড়ায় এই ধরনের খবর আসার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে ওই টিউবওয়েলগুলি সিল করে দেওয়া হয়। জলের নমুনা সংগ্রহ করে তা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় এবং এই বিষয়ে পুলিশকেও জানানো হয়েছে। শনিবার ফের অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রের টিউবওয়েল থেকে জলের সঙ্গে ফেনা বের হতে দেখে তাঁরা সেটিকেও বন্ধ করে দিয়েছেন।

মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: শনিবার সকালে হাওড়া শ্যামপুর থানা এলাকার ভগবানপুর খাল থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। জানা গিয়েছে, এদিন এলাকার বাসিন্দারা ভগবানপুর খালের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পায়, দেহটি খালের জলে ভাসছে। এরপর পুলিশে খবর দিলে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশ ওই ব্যক্তির নাম পরিচয় জানার চেষ্টা হচ্ছে বলে জানিয়েছে।

সমবায় নির্বাচনে প্রার্থী পেল না তৃণমূল !

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: সমবায় নির্বাচনে শাসকদল প্রার্থীই দিতে পারল না। তৃণমূলের মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে তৃণমূলেরই পোস্টার ঘিরে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসেছে বলে দাবি।

চন্দ্রকোনা ১ নম্বর ব্লকের মৌলা পরমানন্দপুর সমবায় সমিতির ভোটকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়েছে। সমিতির নির্বাচনে কোনও বিরোধী দল অংশগ্রহণ করেনি, তবুও প্রার্থী পেল না শাসকদল। ৬টি আসনের নির্বাচনে ১১ জন মনোনয়নপত্র তুললেও, শেষ দিন পর্যন্ত জমা পড়ল মাত্র ২টি।

সূত্রের খবর, দুর্নীতির কারণে পূর্বতন ম্যানেজার মধুসূদন নায়েকের বিরুদ্ধে ২৯ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকার দুর্নীতির অভিযোগ উঠে এবং তা প্রমাণিত হয়। মধুসূদন নায়েক দু'বছর জেলেও ছিলেন। তারপর থেকেই সমবায় সমিতির বহু গ্রাহক -আমানতের টাকা ফেরত পাচ্ছেন না। দুর্নীতির কারণে মুখ থুবড়ে পড়েছে এই সমবায় সমিতি। নিজেদের সঞ্চিত অর্থ সমবায় সমিতিতে জমা রেখে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন এলাকার খেটেখাওয়া সাধারণ মানুষ। তবে এই বিষয়ে মুখ খুলতে চায়নি এলাকার ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব। দীর্ঘদিন পর আবার সেই সমবায় সমিতির নির্বাচন হচ্ছে। সমবায় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পুরো বিষয়টি তারা জেলা প্রশাসন ও ব্লক প্রশাসনকে জানিয়েছে।

ফের এনকাউন্টার কাশ্মীরে, গুলির লড়াইয়ে নিহত জঙ্গি

শ্রীনগর, ২৪ অগস্ট: আবারও সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক জঙ্গির। শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরের সোপোরে পুলিশ ও ৩২ রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের যৌথ অভিযানে নিহত হয়েছে ওই সন্ত্রাসবাদী।

জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার রাফিয়াবাদের কাছে শনিবার স্থানীয় পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় আধাসেনার (সিআরপিএফ) একটি টহলদারি দল আচমকা জঙ্গি হামলার মুখে পড়ে। দু'পক্ষের মধ্যে শুরু হয় গুলির লড়াই। তাতেই মৃত্যু হয় ওই জঙ্গির। কাশ্মীর পুলিশ সমাজমাধ্যমে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, এই ঘটনার পরেই গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে নিরাপত্তা বাহিনী। বাকি জঙ্গিদের নিষ্ক্রিয় করতে চলছে চিরুনি তল্লাশি।

প্রসঙ্গত, গত কয়েক মাস ধরে ধারাবাহিক ভাবে জম্মু ও কাশ্মীরে নাশকতা চালাচ্ছে জঙ্গিরা। ২০২১ থেকে সেখানে জঙ্গি হামলার বলি হয়েছেন ৫০ জনেরও বেশি সেনাকর্মী। সেই হামলা ফের নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে গত কয়েক মাসে। সপ্তাহ দুয়েক আগে অনন্তনাগে জঙ্গি হামলায় ১৯ রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের দুই জওয়ান নিহত হয়েছেন। হামলা হয়েছে কুপওয়াড়া, কিস্তওয়াড়, কাঠুয়াতেও। এর আগে জুলাই মাসে ডোডা জেলার দেশা জঙ্গলে জঙ্গিদের গুলিতে নিহত হন চার সেনা জওয়ান। তাঁদের মধ্যে এক জন এ রাজ্যের বাসিন্দা ছিলেন। দার্জিলিঙের বাসিন্দা ওই সেনাকর্মীর নাম ক্যাপ্টেন ব্রিজেশ থাপা। গত ১৪ অগস্ট জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডায় সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছিলেন অন্য এক সেনা আধিকারিক। গুরুতর আহত হন এক জন সাধারণ নাগরিকও।

ত্রিপুরার বন্যায় মৃত বেড়ে ২৪ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সর্বদল বৈঠক

আগরতলা, ২৪ অগস্ট: ভারী বৃষ্টির জেরে ত্রিপুরার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলের তলায়। তৈরি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি। দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সরকারি হিসাবে মৃত্যু হয়েছে ২৪ জনের। বন্যা দুর্গতদের বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের এক জওয়ান। বন্যা কবলিত এলাকা থেকে দুর্গতদের উদ্ধারের জন্য নেমেছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। এনডিআরএফের অন্তত ১১টি পৃথক দল বর্তমানে উদ্ধার ও ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার কাজ চালাচ্ছে। শুক্রবারই ১২৫ জনকে দুর্যোগ কবলিত এলাকা থেকে উদ্ধার করেছে এনডিআরএফ।

ত্রিপুরার বন্যায় দুর্গতদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে ভারতীয় বায়ুসেনাও। শনিবার সকালে বায়ুসেনা জানিয়েছে, বিপর্যস্ত এলাকাগুলিতে হেলিকপ্টারে করে চার হাজার খাবারের প্যাকেট পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। রাঙামাটি, যতনবাড়ি, উদয়পুর, পশ্চিম মালবাসা, শঙ্কর পলি ও সংলগ্ন এলাকাগুলিতে খাবার ও অন্য ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ২৮ টন ত্রাণ সামগ্রী ত্রিপুরার বিভিন্ন বন্যা কবলিত এলাকাগুলিতে পৌঁছে দিয়েছে বায়ুসেনা। বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহাও। শুক্রবারই তিনি আকাশপথে বন্যা কবলিত এলাকাগুলি পরিদর্শন করেছেন। বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় শনিবার একটি সর্বদল বৈঠকের ডাক দিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, শুক্রবারই কেন্দ্রের তরফে ত্রিপুরার বন্যা পরিস্থিতিতে ত্রাণ সামগ্রীর কাজের পরিকাঠামোর জন্য ৪০ কোটি টাকার অগ্রিম বরাদ্দ করেছে।

সরকারি হিসাবে এখনও পর্যন্ত ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে ত্রিপুরার বন্যায়। দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন অন্তত ১৭ লাখ মানুষ। বিভিন্ন মহাসড়ক, চাষের জমি কার্যত জলের তলায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রচুর ঘরবাড়ি। ১৯ অগস্ট থেকে এখনও পর্যন্ত ৫৫৮টি ত্রাণ শিবির তৈরি করা হয়েছে। সেগুলিতে আশ্রয় নিয়েছেন প্রায় ১ লাখ ২৮ হাজার মানুষ। যদিও গত দু'দিনে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কিছুটা কমেছে। গোমাতী নদী-সহ অন্য নদীগুলির জলস্তরও বিপদসীমার নীচে নামতে শুরু করেছে। তবে ত্রিপুরার অনেকগুলি জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলছে শনিবারও। গত কয়েক দিনের বন্যা পরিস্থিতিতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। সরকারি ভাবে এখনও পর্যন্ত কিছু না জানানো হলেও, প্রাথমিক ভাবে অনুমান প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

বন্যা পরিস্থিতির কারণে বৃহস্পতিবার থেকে ত্রিপুরার সব সরকারি, আধা সরকারি ও বেসরকারি স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে ত্রিপুরার বেশ কিছু জায়গায় বাজারে জিনিসপত্রের দাম লাগামছাড়া হতে শুরু করেছে। ত্রিপুরার খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ইতিমধ্যেই এ নিয়ে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'রাজ্যে কোথাও খাবারের সঙ্কট নেই। পেট্রল-ডিজেলেরও সমস্যা নেই। তাই কেউ উদ্বিগ্ন হবেন না। যদি কেউ অকারণে জিনিসপত্রের দাম বাড়ান, তাঁকে জরিমানা করা হবে এবং আইনি পদক্ষেপ করা হবে।'

গাজায় যুদ্ধের ভয়াবহতায় চুল পড়ার দাবি শিশুর

গাজা, ২৪ অগস্ট: প্যালেস্তানীয়ের গাজায় যুদ্ধের ভয়াবহতা, বীভৎসতা দেখে মানসিক আঘাতে আট বছরের ছোট্ট তাবিলের মাথার চুল পড়ে গিয়েছে।

'আমার চুল একসময় খুব সুন্দর আর লম্বা ছিল। প্রতিদিন আঁচড়াতে ভালোবাসতাম, বিশেষ করে বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগে সুন্দর করে চুল সাজাতাম। সবার চোখে আমি ছিলাম ক্লাসের সেরা।' অশ্রুসিক্ত চোখে কথাগুলো বলছিল সামা তাবিল নামের এক প্যালেস্তানীয় শিশু। রাফা উদ্বাস্তু শিবিরে ইজরায়েলি বিমান হামলায় তাবিল ও তার পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়। সে বলেছে, 'আমরা যখন ঘুমোচ্ছিলাম, তখন হামলা চালানো হয়। ইসরায়েলি বাহিনী গুলি ও বোমাবর্ষণ করতে থাকে। বিস্ফোরণ ও গোলাগুলির শব্দে আমাদের ঘুম ভেঙে যায়।'

চারপাশে ধ্বংসযজ্ঞ ও লাশের সারি দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে তাবিল। গাজায় ভয় ও চরম বিশৃঙ্খলা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। এখানে কোনও স্থিতিশীলতা, শান্তি নেই, নিরাপত্তা নেই। এ ঘটনার কয়েক দিন পরই তাবিল লক্ষ্য করে, তার মাথার সব চুল পড়ে যাচ্ছে। তার মা বলেন, 'চারপাশে ধ্বংসযজ্ঞ ও লাশের সারি দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে মেয়েটা। গাজায় ভয় ও চরম বিশৃঙ্খলা ভয়াবহ রূপ নেয়। এখানেস্থিতিশীলতা, শান্তি, নিরাপত্তা নেই। আতঙ্ক আর আচমকা গোলা নিক্ষেপের মতো ঘটনা তার চুল পড়ে যাওয়ার মূল কারণ। শৈশব থেকেই অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে।' এদিকে চুল পড়ে যাওয়ায় তাবিলকে নিয়ে হাসি-তামাশা শুরু করেছে অন্য শিশুরা। সে বলে, 'গাজার খান ইউনিসের উদ্বাস্তু শিবিরের শিশুরা আমাকে ন্যাড়া বলে উত্ত্যক্ত করতে শুরু করেছে। তারা সবসময় এসব কথা বলতে থাকে; যাতে আমার খুব কষ্ট হয়।' গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরুর পর থেকে উপত্যকাটিতে ওষুধসংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। তাবিলকে চুল পড়া রোধে যথাযথ চিকিৎসা দিতে পারছেন না চিকিৎসকরা। তাবিল বলছে, 'আমি চাই, আমার মাথায় আবার চুল গজাক। চুলগুলো আমার জন্মদিনের আগেই ফিরে আসুক। প্রতিবছর জন্মদিনে আমি চুলে ফ্যাশন করতাম। আমি নিজেকে সুন্দর ভাবতে ভালোবাসি।' জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ সতর্ক করে বলেছে, গাজার শিশুরা মানসিক স্বাস্থ্য সংকটে ভুগছে।

আলকায়েদা ঘনিষ্ঠ এক সশস্ত্র গোষ্ঠীর নেতাকে হত্যার দাবি মার্কিন ফোর্সের: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড জানায়, ওই ব্যক্তির নাম আবু আবদুল রহমান আল মাক্কি। সিরিয়ায় হুররাস আল,দিন নামের একটি সংগঠনের শুরা কাউন্সিলের সদস্য ও প্রধান। সিরিয়ায় বিভিন্ন সময় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পেছনে তাকে দায়ী করা হয়। সেন্ট্রাল কমান্ড জানায়, সংগঠনটির সদস্যরা যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা স্বার্থের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় হামলা চালিয়ে থাকে। এর আগে সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানায়, সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের ইদলিবে ড্রোন হামলা চালিয়ে আবু আবদুল রহমান আল,মাক্কিকে হত্যা করা হয়েছে।

পুণেতে ভেঙে পড়ল হেলিকপ্টার

পুণে, ২৪ অগস্ট: যাত্রীদের নিয়ে বসতি এলাকার কাছেই ভেঙে পড়ল একটি হেলিকপ্টার। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই এই দুর্ঘটনা। তবে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণেও এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে মুম্বই থেকে হেলিকপ্টারটি উড়েছিল। গন্তব্যস্থল ছিল হায়দরাবাদ। কিন্তু মাঝপথেই সেটি ভেঙে পড়ে। পুলিশ সূত্রে খবর, পৌড় গ্রামের কাছে ধানজমির উপর হেলিকপ্টারটি ভেঙে পড়ে। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় গ্রামে। স্থানীয়রাই ঘটনাস্থলে ছুটে যান। হেলিকপ্টারটি ভেঙে কয়েক টুকরো হয়ে গিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, হেলিকপ্টারে চার জন যাত্রী ছিলেন। এটি একটি বেসরকারি পরিবহণ সংস্থার হেলিকপ্টার। চার জনের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। চার জনকেই উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, হেলিকপ্টারটি খুব নীচ দিয়েই যাচ্ছিল। আচমকা সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ক্রমাগত নীচের দিকে নামতে শুরু করে। তার পর গোত্তা খেয়ে ধানজমিতে আছড়ে পড়ে। গ্রামবাসীরা বিকট একটা আওয়াজ শুনতে পান। সেই আওয়াজ পেয়েই দলে দলে তাঁরা ঘটনাস্থলের দিকে ছুটে যান। গিয়ে দেখেন একটি হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ে রয়েছে। হেলিকপ্টারের সওয়ারিদের তাঁরাই উদ্ধার করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ এবং দমকল।

ফের মহারাষ্ট্রে দুই বাইকআরোহী যুবককে পিষে দিল এসইউভি

মুম্বই, ২৪ অগস্ট: আবারও মহারাষ্ট্রে দ্রুতিগতির এসইউভি ধাক্কায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। শনিবার সকালে সাতারায় বাইকআরোহী দুই যুবককে পিষে দিল একটি গাড়ি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রঞ্জিত এবং অনিকেত মগর নামে দুই যুবকের।

স্থানীয় সূত্রে দাবি করা হয়েছে, যে গাড়িটি দুই যুবককে ধাক্কা মারে সেটি বিজেপি বিধায়ক জয়কুমার গোরের কনভয়ে ছিল। যদিও এ প্রসঙ্গে পুলিশ কিছু জানায়নি। স্থানীয়রাই পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এই ঘটনার পর এলাকায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, কালোরঙের একটি এসইউভি দুই বাইকআরোহীকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে। দু'জনই রাস্তায় ছিটকে পড়েন। গাড়িটিকে স্থানীয়েরাই ধরে ফেলে। তার পর পুলিশে খবর দেন। পুলিশ ওই গাড়িটিকে আটক করেছে। তবে চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি না তা জানা যায়নি। গত মে মাসে পোর্শেকাণ্ডের পর থেকে কখনও নাসিক, কখনও মুম্বই, কখনও আবার পুণেতে গাড়িচাপা দেওয়ার ঘটনা পর পর ঘটেছে। সেই তালিকায় এ বার জুড়ল সাতারা। অন্য দিকে, পুণে-শোলাপুর হাইওয়েতে দ্রুতগতির একটি ডাম্পার রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িকে ধাক্কা মারে। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক জনের। আহত হয়েছেন তিন জন।

গ্রিনপ্লাই-সামেটের যৌথ উদ্যোগ

নয়াদিল্লি, ২৪ অগস্ট: ভারতের প্লাইউড সংস্থা গ্রিনপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড এবং গ্লোবাল ফার্নিচার ব্র্যান্ড সামেট একত্রে নিজেদের ব্যবসা করতে চলেছে। ভারতের আসবাব মার্কেটে এক নতুন দিগন্ত খুলতে চলেছে এই যৌথ উদ্যোগের ফলে। নয়াদিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে নিজেদের যৌথ উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেন গ্রিনপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিসের জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর মনোজ তুলসিয়ান এবং সামেটের এক্সেকিউটিভ বোর্ড প্রেসিডেন্ট এম সেরদার সেনেমোগলু। এই যৌথ উদ্যোগের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন তাঁরা।

নেপালের বাস দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেবে ভারত

নয়াদিল্লি, ২৪ অগস্ট: নেপালে বাস দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৪১ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতদের বেশির ভাগই মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা। মৃতদের পরিবারকে দু'লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

শনিবার প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, নেপালের বাস দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে দু'লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। আহতদের ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া হবে ৫০ হাজার টাকা করে। সম্ভাব্য সব রকমের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেও।

শুক্রবার দুপুরে নেপালের তনহুঁ জেলায় যাত্রীবোঝাই একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হাইওয়ে থেকে সটান ১৫০ ফুট নীচে খরস্রোতা মারশিয়াংড়ি নদীতে পড়ে যায়। ৫৯ জন যাত্রী নিয়ে পোখরা থেকে কাঠমান্ডুর দিকে যাচ্ছিল বাসটি। ৪১ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আহত আরও ১২ জনকে বিমানে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে কাঠমান্ডুর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। বাসের অধিকাংশ যাত্রীই ছিলেন মহারাষ্ট্রের জলগাঁও জেলার বাসিন্দা। নিহতদের দেহ দেশে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। দেহগুলি কপ্টারে উড়িয়ে আনার কথা ভারতীয় বায়ুসেনার। দেহগুলি প্রথমে মহারাষ্ট্রের নাসিকে নিয়ে আসা হবে। সেখান থেকে পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হবে দেহ।

ইস্পাত কারখানার বয়লারে বিস্ফোরণ

জখম ২২, গুরুতর ৩

মুম্বই, ২৪ অগস্ট: অন্ধ্রপ্রদেশের পর এ বার মহারাষ্ট্র। ইস্পাত কারখানার বয়লারে বিস্ফোরণ ঘটায় আহত হলেন ২২ জন কর্মী। তাঁদের মধ্যে তিন জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে রাজ্যের জালনা শহরে। পুলিশ সুপার অজয় কুমার বনশল জানিয়েছেন, দুপুরে একটি ইস্পাত কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটে। আর সেই বিস্ফোরণের পরেই গলন্ত লোহা শ্রমিকদের উপর ছিটকে পড়ে। তাতেই ঝলসে যান শ্রমিকেরা। আহতদের ছত্রপতি শম্ভজি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

কী ভাবে বয়লারে বিস্ফোরণ ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় কারও কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তা-ও তদন্ত করে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার। কারখানার মালিকের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলেও পুলিশ সূত্রে খবর।

বুধবার অন্ধ্রপ্রদেশের একটি ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়। রাসায়নিক লিক হয়ে সেই বিস্ফোরণ হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। বুধবারের সেই বিস্ফোরণের ঘটনায় ১৭ জন কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ৩৬ জন। এই ঘটনায় কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছে শ্রমিকদের পরিবার। স্থানীয় সূত্রে খবর, হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ত, যদি সেই সময় শ্রমিকেরা সকলে ওই ঘরে থাকতেন। কারণ যে সময়ে বিস্ফোরণ হয়, সেই সময়ে বেশির ভাগ শ্রমিক মধ্যাহ্নভোজে গিয়েছিলেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia

The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/BEUP/NIQ-5/2ND CALL/2024-25** for **"Supply of "Type C" Basic Life Support Ambulance AC PS ABS BSVI.2 3350 Wheel base as per specification"**.The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. Tender id: **2024_MAD_738722_1.**
Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

e-TENDER NOTICE

e-Tender invited by The Pradhan Ganganandapur Gram Panchayat under Bongaon Dev. Block, North 24 Pgs.
e-tender Notice
2024_ZPHD_738980_1,
2024_ZPHD_738993_1,
2024_ZPHD_739004_1,
2024_ZPHD_739011_1,
2024_ZPHD_739021_1,
2024_ZPHD_739025_1 , 316/GANGA/24-25, Dated-24.08.2024 More details please visit https://wbtenders.gov.in or office of the undersigned.
Sd/-
Pradhan, Ganganandapur G.P.
Bongaon Block, North 24 Pgs

BONGAON MUNICIPALITY

Construction of Surface Drain with cc road at police phari to pipe road in Ward No.-20,Under Bongaon Municipality.Tender reference – WBMAD/NIeT/33/BM/2024-25/PWD Date:24.08.2024.Tender ID- 2024_MAD_738926_1. 1.Bid Submission Start date – **24.08.2024 at 05.00 PM**. 2.Prebid meeting date – **29.08.2024 at 02.00 PM**. 3.End date – **02.09.2024 at 02.00 PM**. 4.Bid opening date :- **04.09.2024 at 02.00 PM**. All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/
Chairman
Bongaon Municipality

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ডেপুটি সিএমই/রিপেয়ার চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার / যান্ত্রিক ওয়ার্কশপ গোরখপুর, এন. ই. রেলওয়ে দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন (ই- টেন্ডার) আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে-

ক্র. নং. ১, ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর এবং কাজের নাম- টেন্ডার নং-''০৮-জিকেপি-এমডব্লিউএস-২০২৪- ২৫'' ''যান্ত্রিক গোরখপুরে ২ বছরের জন্য ডিসিপি টাইপের অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের পরিদর্শন, রক্ষণাবেক্ষণ, রিফিলিং/বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং হাইড্রলিক প্রেসার পরীক্ষা'। আনুমানিক খরচ-₹ ৩,৯৬,৮৬০.১৮, বায়না অর্থ, ₹ ৭,৯০০/, টেন্ডার ফর্মের খরচ- শূন্য, দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - ১১০০ ঘন্টা পর্যন্ত, তারিখ ১৮-০৯-২০২৪, চুক্তির সময়কাল- ২৪ মাস।

● উপরোক্ত দরপত্রের বিশদ বিবরণ ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট **http//www.ireps. gov.in**-এও উপলব্ধ।

ডেপুটি সিএমই/ প্ল্যান্ট, মেক.ওয়ার্কশপ
CPRO/Yantrik-53 গোরখপুর

ট্রেনের ছাদে এবং ফুট বোর্ডে কখনই ভ্রমন করবেন না

NIT NO-14/SB/EN/2024-2025,
Memo No-1850/1(55)/EN/SB, Date -23/08/2024

Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work) Date of Publishing**-23/08/2024 From 14:00** houre on https://wbtenders.gov.in Period and time for download of bidding documents: From- **23/08/2024 14:00 hours To-30/08/2024 14:00 hours** Period and time of submission Bids: From- **23/08/2024 14:00 hours To-30/08/2024 14:00 hours.** Date for opening Technical Bid/Bids: **02/09/2024** For more details visit https://wbtenders.gov.in or contact with office of the undersign.
Sd/-Block Development Officer
Sagardighi Development Block
Sagardighi, Murshidabad

Mogra-I Gram Panchayat
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied contractors for execution the different works. E-Tenders details are given bellow :
E-NIT No. 464/MOG-I/24 (2nd Call), ID: 2024_ZPHD_731000_2,
E-NIT No. 465/MOG-I/24 (2nd Call), ID: 2024_ZPHD_731001_2,
E-NIT No. 466/MOG-I/24 (2nd Call), ID: 2024_ZPHD_731003_2,
E-NIT No. 467/MOG-I/24 (2nd Call), ID: 2024_ZPHD_731004_2,
E-NIT No. 511/MOG-I/24, ID: 2024_ZPHD_739074_1.
Last Date of Bid Submission: **04/09/2024 at 18:55 Hrs.**
For details log on https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Pradhan,
Mogra-I Gram Panchayat

বাংলাদেশ-পাকিস্তান টেস্টে বাবরের খারাপ পারফরমেন্স নিয়ে সমালোচনা ক্রিকেটমহলে

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট ভাল যাচ্ছে না বাবর আজমের। প্রথম ইনিংসে ব্যাট হাতে শূন্য রানে আউট হয়েছেন তিনি। যে পিচে রান করতে বাকিদের খুব একটা সমস্যা হচ্ছে না, সেই পিচে মাত্র দু'বল খেলতে পেরেছেন বাবর। পরে মুশফিকুর রহিমের সহজ ক্যাচ ছেড়েছেন বাবর। সেই মুশফিকুর ১৯১ রান করেছেন। ক্যাচ ছাড়ার পর থেকে বাবরকে নিয়ে মস্করা শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশের ইনিংসের ১৪২তম ওভারে ঘটেছে সেই ঘটনা। ১৫০ রানে ব্যাট করছিলেন মুশফিকুর। আঘা সলমনের একটি বল ফাইন লেগ অঞ্চলে খেলার চেষ্টা করেন তিনি। বলটি একটু বেশি লাফানোয় নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি মুশফিকুর। বল তাঁর ব্যাটের উপরের দিকে লাগে। লেগ স্লিপে দাঁড়িয়ে ছিলেন বাবর। বল তাঁর কাছে যায়। খুব বেশি নড়াচড়া করতে হত না বাবরকে। সামনের দিকে একটু ঝুঁকলেই বল তালুবন্দি করতে পারতেন তিনি। কিন্তু বল ধরতে পারেননি তিনি। আরও ৪১ রান করেন মুশফিকুর।

ক্যাচ ছাড়ার পরে বাবরকে দেখা যায়, মাটিতে পড়ে হাসছেন। এই হাসি ভাল ভাবে নেননি সমর্থকেরা। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠতে হলে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই টেস্ট জিততে হত পাকিস্তানকে। কিন্তু মুশফিকুরের ক্যাচ ফস্কে সেই সম্ভাবনা কঠিন করে ফেলেন বাবর। সেই কারণেই বাবরের সমালোচনা শুরু হয়েছে। অনেক সমর্থকেরা মতে, খেলা মানসিকতা নিয়েই নামেননি তিনি। নইলে এই ধরনের ক্যাচ কোনও ভাবেই মিস্ হয় না।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে এর পরে ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজরে বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ রয়েছে পাকিস্তানের। ওয়েস্ট ইন্ডিজ বাদে বাকি দু'টি সিরিজ যথেষ্ট কঠিন। তাই বাংলাদেশকে হারালে লাভ হত পাকিস্তানের। বাবরের ফিল্ডিংয়ের জন্য প্রথম টেস্ট ড্রয়ের পথে এগোচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন সমর্থকেরা। বাবরকেই দায়ী করছেন তাঁরা।

ক্রিকেটকে বিদায় বলে দিলেন শিখর ধাওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি: সব ধরনের ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়ে দিলেন শিখর ধাওয়ান। দীর্ঘ দুই দশকের ক্যারিয়ারের ইতি টানলেন এই ওপেনার। শনিবার সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আবেগঘন ভিডিও বার্তায় অবসরের ঘোষণা দেন এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান।

৩৮ বছর বয়সী ধাওয়ান ভিডিওবার্তার ক্যাপশনে লিখেছেন, 'আমার ক্রিকেট যাত্রা শেষ হলো। সঙ্গে রয়ে গেল গেল অগণিত স্মৃতি এবং কৃতজ্ঞতা। যে ভালোবাসা এবং সমর্থন পেয়েছি, সেটার জন্য ধন্যবাদ।'

ভিডিওবার্তায় ধাওয়ান বলেছেন, 'আমার লক্ষ্য ছিল একটাই;দেশের হয়ে খেলা। সেই লক্ষ্য পূরণ হয়েছে। সবাইকে ধন্যবাদ। প্রথমত আমার পরিবার ও বাল্যকালের কোচ, যাঁদের কাছ থেকে আমি ক্রিকেট শিখেছি। তারপর ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিসিসিআই ও ডিডিসিএকে (দিল্লি অ্যান্ড ডিস্ট্রিক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন), তারা আমাকে খেলার সুযোগ করে দিয়েছিল। এ ছাড়া আমার গোটা দলকে, যাদের সঙ্গে আমি খেলেছি। ক্যারিয়ারে আমি সবার ভালোবাসা আর সমর্থন পেয়েছি। গল্পের বই পড়তে পড়তে যে রকম পাতা ওল্টাতে হয়, আমিও সেটাই করছি। আন্তর্জাতিক এবং ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছি।'

বিদায়ের ঘোষণায় ধাওয়ান আরও বলেছেন, 'ভারতের হয়ে এতদিন খেলেছি, এই আত্মতৃপ্তি নিয়ে বিদায় বলতে পারছি। নিজেকে বলতে চাই, তুমি আর ভারতের হয়ে খেলতে পারবে না বলে দুঃখ করো না। বরং এটা ভেবে আনন্দ পাওয়া উচিত যে, তুমি দেশের হয়ে খেলতে পেরেছ।' জাতীয় দলের জয়ে ৩৪টি টেস্ট, ১৬৭টি ওয়ানডে এবং ৬৮টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ধাওয়ান। করেছেন ১০৮৬৭ রান, সেঞ্চুরি আছে ২৪টি। ২০১০ সালে বিশাখাপট্টনমে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল তাঁর। জাতীয় দলের জার্সিতে শেষ ম্যাচটিও খেলেছেন এই সংস্করণে; ২০২২ সালে চট্টগ্রামে বাংলাদেশের বিপক্ষে।

শীর্ষ পর্যায়ের ঘরোয়া ক্রিকেটে ধাওয়ান প্রথম ম্যাচটি খেলেন ২০০৪ সালে। এ বছরের এপ্রিলে আইপিএলে পাঞ্জাব কিংসের হয়ে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে ম্যাচটিই হয়ে রইল তাঁর শেষ।

২০১৩ সালে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন ধাওয়ান। টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক হয়ে পেয়েছিলেন সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি।

তবে বিশ্ব ক্রিকেট ধাওয়ানকে চিনেছিল এই বাংলাদেশ থেকেই। ২০০৪ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপেও শীর্ষ রানসংগ্রাহক ছিলেন তিনি। বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে হওয়া সেমিফাইনালে ভারত পাকিস্তানের কাছে হেরে বিদায় নিলেও তিনিই হয়েছিলেন টুর্নামেন্টসেরা।

ডাবল সেঞ্চুরির সুযোগ হারিয়ে যে রেকর্ডে নাম লেখালেন মুশফিক

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০১৩ সালের ১১ মার্চ। ১১ বছর আগের সেই দিনটায় নতুন এক সূর্যই উদিত হয়েছিল বাংলাদেশের ক্রিকেটে। টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের কোনো ব্যাটসম্যানকে সেদিনই প্রথমবার ডাবল সেঞ্চুরি করতে দেখেছিল। আর ঐতিহাসিক সেই ইনিংসটা এসেছিল মুশফিকুর রহিমের ব্যাট থেকে।

তবে মুশফিক নন, গলে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্টের চতুর্থ দিনটা 'প্রথম' হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে শুরু করেছিলেন মোহাম্মদ আশরাফুল। ১৮৯ রান নিয়ে চতুর্থ দিনটা শুরু করা আশরাফুল আর মাত্র ১ রান যোগ করেই ফিরে যান। আর তাতেই ইতিহাস গড়ার সুযোগ পেয়ে যান ১৫২ রান নিয়ে দিন শুরু করা মুশফিকুর। সেদিন ঠিক ২০০ রান করেই নুয়ান কুলাসেকারার বলে এলবিডব্লু হয়েছিলেন মুশফিক।

১১ বছর পর রাওয়ালপিন্ডিতে আজ সেই মুশফিক গলের সেই দিনটার স্মৃতি ফেরালেন। না, আজ ডাবল সেঞ্চুরি পাননি মুশফিক। সম্ভাবনা জাগিয়েও যে ৯ রানের আক্ষেপ নিয়ে ফিরেছেন তর্কযোগ্যভাবে বাংলাদেশের ইতিহাসের সেরা ব্যাটসম্যান। পাকিস্তানি পেসার মোহাম্মদ আলীর বলে উইকেটকিপার মোহাম্মদ রিজওয়ানকে ক্যাচ দিয়ে ফিরেছেন অসাধারণ এক ইনিংস খেলা মুশফিক। মুশফিক ফিরিয়েছেন আশরাফুলের স্মৃতিই। আশরাফুলের পর বাংলাদেশের দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে যে ১৯০ এর ঘরে আউট হলেন মুশফিক।

২০১৩ সালের আশরাফুলের পর বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের ১৯০ ছোঁয়া মানেই যে ছিল ডাবল সেঞ্চুরির নিশ্চয়তা। মুশফিক নিজেই তিনবার ডাবল সেঞ্চুরি পেয়েছেন। এ ছাড়া সাকিব আল হাসান ও তামিম ইকবালও পেয়েছেন ডাবল সেঞ্চুরি। আজ '২০০' পেয়ে গেলে সেটি হতো টেস্টে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের ষষ্ঠ ডাবল সেঞ্চুরি।

'২০০' পেয়ে গেলে টেস্ট ইতিহাসের ২৮তম ব্যাটসম্যান হিসেবে চতুর্থ ডাবল সেঞ্চুরি পেয়ে যেতেন মুশফিক। সেটি না হয়ে এখন ১৯০,এর ঘরে আউট হওয়া ৬৫তম ব্যাটসম্যান হয়ে গেলেন মুশফিক।

টেস্টে ১৯০,এর ঘরে সবচেয়ে বেশিবার আউট হয়েছেন মোহাম্মদ ইউসুফ। পাকিস্তানের সাবেক ব্যাটসম্যান তিনবার ফিরেছেন ১৯০ রানের ঘরে। ওই তিনবার সুযোগ না হারালে টেস্টে সাতটি ডাবল সেঞ্চুরি থাকতে পারত ইউসুফের। টেস্টে সবচেয়ে বেশি ডাবল সেঞ্চুরি অস্ট্রেলিয়ার স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের। সর্বকালের সেরা ব্যাটসম্যান ১২টি ডাবল সেঞ্চুরি পেয়েছেন।

টি২০-তে ছক্কার তালিকায় পিছিয়ে গেলেন সূর্যকুমার, ভারতের অধিনায়ককে টপকালেন পুরান

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ছয়ের তালিকায় তৃতীয় স্থানে উঠে এলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজরে নিকোলাস পুরান। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তিনি। ২৬ বলে ৬৫ রান করে ম্যাচের সেরা ক্রিকেটারও হয়েছেন। দু'টি চারের পাশাপাশি সাতটি ছক্কা ছিল তাঁর ইনিংসে।

রোহিত ছয় মারার তালিকায় সবার উপরে রয়েছেন। তিনি ১৫৯টি ম্যাচে ২০৫টি ছয় মেরেছেন। দ্বিতীয় স্থানে থাকা গাপটিল ১২২টি ম্যাচে ১৭৩টি ছয় মেরেছেন। পুরান ৯৬টি ম্যাচে ১৩৯টি ছয় মেরেছেন। বাটলার ১২৪টি ম্যাচে ১৩৭টি ছয় এবং সূর্যকুমার ৭১টি ম্যাচে ১৩৬টি ছয় মেরেছেন।

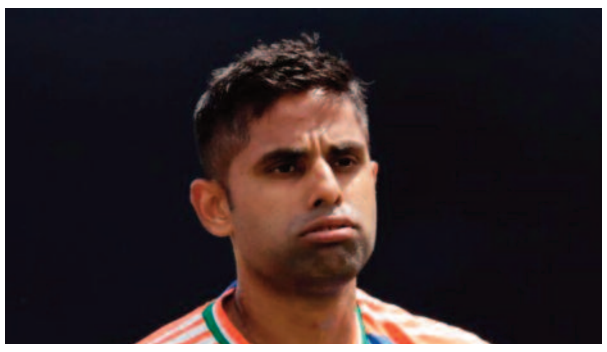

এই ম্যাচের আগে পুরান সাত নম্বরে ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ইনিংসের পর গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, সূর্যকুমার এবং জস বাটলারকে টপকে গিয়েছেন তিনি। এখন পুরানের সামনে নিউ জলিল্যান্ডের মার্টিন গাপটিল এবং ভারতের রোহিত শর্মা।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১৭৫ রান তাড়া করতে হত ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ১৩ বল বাকি থাকতেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ জেতে। ওপেনিং জুটিতে ৮৪ রান তুলে দেন অ্যালিক অ্যাথানেজ এবং শে হোপ। ব্যর্থ হন রভম্যান পাওয়েল। তবে পুরান প্রায় একার হাতে জিতিয়ে দেন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে।

প্যারালিম্পিক্সে ইতিহাস! প্রথম রূপান্তরকামী মহিলা হিসাবে খেলতে নামবেন পেট্রিলো

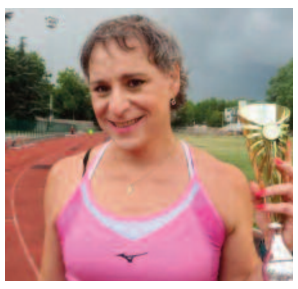

নিজস্ব প্রতিনিধি: সাত বছর বয়সে অ্যাথলেটিক্সের প্রেমে পড়েছিলেন ভ্যালেন্টিনা পেট্রিলো। ১৯৮০ সালের মস্কো অলিম্পিক্সে ইটালির দৌড়বিদ পিয়েট্রো মেনেয়াকে দেখে অ্যাথলেটিক্স খেলার আগ্রহ তৈরি হয়েছিল তাঁর। পেট্রিলো রূপান্তরকামী মহিলা। এ বারের প্যারালিম্পিক্সে নামতে চলেছেন ইটালির এই দৌড়বিদ।

পেট্রিলো বলেন, আমি ছোটবেলায় মেনেয়ার মতো হতে চাইতাম। ইটালির নীল জার্সি পরার ইচ্ছা ছিল। অলিম্পিক্সে নামতে চাইতাম। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে বাধা পেয়েছি। আমি পুরুষ নয়, মহিলা হিসাবে খেলতে চেয়েছিলাম। নিজেকে পুরুষ বলে মনে হত না।

৫০ বছর বয়সে পেট্রিলোর স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে। অলিম্পিক্স না হলেও প্রথম রূপান্তরকামী মহিলা হিসাবে প্যারালিম্পিক্সে নামতে চলেছেন তিনি। ২০০ এবং ৪০০ মিটারে টি১২ বিভাগে প্যারিসে নামবেন পেট্রিলো। আংশিক ভাবে দৃষ্টিশক্তিহীনেরা এই বিভাগে খেলেন।

গত বছর বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স সংস্থা রূপান্তরকামী মহিলাদের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নামতে অনুমতি দেয়নি। কিন্তু বিশ্ব প্যারা অ্যাথলেটিক্স কোনও আপত্তি জানায়নি। ফলে পেট্রিলোর খেলতে কোনও সমস্যা নেই। জন্ম থেকেই তাঁর চোখে সমস্যা রয়েছে। জীবনের বেশির ভাগ সময় পুরুষ হিসাবেই কাটিয়েছেন পেট্রিলো। ২০১৭ সালে তাঁর একটি সন্তানও হয়। ২০১৯ সালে হরমোন থেরাপির মাধ্যমে লিঙ্গ পরিবর্তন করেন তিনি। এক ছেলেও রয়েছে পেট্রিলোর।

৯১, ৫৬, ৪৩...হলান্ড সিটিতে যোগ দেওয়ার পর ইংল্যান্ডের ফুটবলে সবচেয়ে বেশি গোল যাঁদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দেওয়ার পর থেকেই আর্লিং হলান্ড ও গোল যেন সমার্থক। শুরু থেকেই ম্যাচের পর ম্যাচে গোল করে চলেছেন এই নরওয়েজীয় স্ট্রাইকার। এর মধ্যে গোলের বেশ কিছু রেকর্ডও ভেঙে দিয়েছেন তিনি। এমনকি এই মৌসুমেও প্রথম ম্যাচেই গোল আদায় করে নিয়েছেন হলান্ড। এর মধ্যে মৌসুমের বাকি ম্যাচগুলোর জন্যও যেন বার্তা দিয়ে রাখলেন নরওয়েজীয় স্ট্রাইকার।

গত দুই মৌসুমে ইংলিশ ক্লাবে খেলা দলগুলোর খেলোয়াড়দের মধ্যে হলান্ডের স্কোরিং রেট ছিল বিস্ময়কর। বরুসিয়া ডর্টমুন্ড থেকে হলান্ড সিটিতে নাম লেখানোর পর গোল করায় তাঁর ধারেকাছেও আসতে পারেননি বাকিরা। এমনকি দ্বিতীয় স্থানে থাকা মোহাম্মদ সালাহও পিছিয়ে আছেন ৩৫ গোলের ব্যবধানে। আর পাঁচে থাকা মার্কাস রাশফোর্ডের সঙ্গে হলান্ডের গোলের ব্যবধান ৫৩।

হলান্ড ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দেওয়ার পর ইংল্যান্ডের ক্লাবে খেলা ফুটবলারদের মধ্যে গোলসংখ্যায় শীর্ষ পাঁচে কারা আছেন, একনজরে দেখে নেওয়া যাক।

মার্কাস রাশফোর্ড (৩৮ গোল)
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড

রাশফোর্ডের ক্যারিয়ারটাই যেন উত্থান-পতনে ভরপুর। নিজের সেরা ছন্দে থাকার সময় তাঁর দক্ষতা ও সক্ষমতা রীতিমতো ঈর্ষণীয়। কিন্তু ফর্ম হারালে রাশফোর্ডকে যেন খুঁজেই পাওয়া যায় না। ফলে রাশফোর্ডের গোল করার ক্ষেত্রেও দেখা মিলেছে ভারসাম্যহীনতার। হলান্ড সিটিতে নাম লেখানোর পর এখন পর্যন্ত সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে রাশফোর্ড গোল করেছেন ৩৮টি। যার মধ্যে ২০২২-২৩ মৌসুমেই করেছেন ৩০টি। আর গত মৌসুমে করেন মাত্র ৮ গোল। চলতি মৌসুমে রাশফোর্ড ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন কি না, সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা।

ফিল ফোডেন (৪২ গোল)
ম্যানচেস্টার সিটি

প্রিমিয়ার লিগে গত মৌসুমের সেরা ফুটবলারের স্বীকৃতি পেয়েছেন ফিল ফোডেন। ম্যানচেস্টার সিটির জার্সিতে ম্যাচের পর ম্যাচে আলো ছড়িয়েছেন ২৪ বছর বয়সী এই ইংলিশ ফরোয়ার্ড। গোল করার পাশাপাশি সহায়তাও করেছেন অনেক। বর্তমানে তাঁর দখলে আছে ছয়টি প্রিমিয়ার লিগ ও একটি চ্যাম্পিয়নস লিগ। এ বছর পিএফএ বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারও জিতেছেন তিনি। হলান্ডকে ক্লাব সতীর্থ হিসেবে পাওয়ার পর এখন পর্যন্ত ৪২ গোল করেছেন ফোডেন।

ওলি ওয়াটকিনস (৪৩)
অ্যাস্টন ভিলা

ইংলিশ ফুটবলে এই মুহূর্তে কম মূল্যায়িত খেলোয়াড়দের একজন ওলি ওয়াটকিনস। গত মৌসুমে তিনি সব মিলিয়ে করেছেন ২৭ গোল। আর হলান্ড সিটিতে আসার পর থেকে ওয়াটকিনসের সব মিলিয়ে গোল সংখ্যা ৪৩। এ মৌসুমেও অ্যাস্টন ভিলার অন্যতম ভরসা এই ইংলিশ ফরোয়ার্ড।

মোহাম্মদ সালাহ (৫৬ গোল)
লিভারপুল

লিভারপুল তো বটেই, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের সর্বকালের সেরাদের তালিকায় থাকবেন মোহাম্মদ সালাহ। শুরুতে তাঁকে বলা হচ্ছিল, 'ওয়ান সিজন ওয়ান্ডার' অর্থাৎ এক মৌসুমের তারকা। কিন্তু বিস্ময় যেন শেষ হতেই দিচ্ছেন না সালাহ। ম্যাচের পর ম্যাচে গোল করে চলেছেন সালাহ। এ মৌসুমেও প্রথম ম্যাচে গোল করেছেন মিসরীয় তারকা। ২০২২-২৩ মৌসুমে তাঁর গোল সংখ্যা ছিল ৩০। আর গত মৌসুমে করেছেন ২৫টি। সব মিলিয়ে হলান্ড সিটিতে নাম লেখানোর পর ৫৬ গোল করে তালিকার দুইয়ে আছেন সালাহ।

আর্লিং হলান্ড (৯১ গোল)
ম্যানচেস্টার সিটি

ফুটবলে গোল করার সংজ্ঞাকেই যেন নতুন করে লিখছেন আর্লিং হলান্ড। লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পর গোল করাকে এত সহজও করে তুলতে পারেননি আর কেউ। সিটিতে আসার পর তাঁর করা ৯১ গোলই বলে দিচ্ছে মাঠে হলান্ড গোল করায় কতটা বিধ্বংসী। প্রতিপক্ষকে একাই গুঁড়িয়ে দিতে পারেন এই স্ট্রাইকার। অবিশ্বাস্য এই গোল মেশিন সামনের দিনগুলোতে কোথায় গিয়ে থামেন, সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা। আর চলতি মৌসুমেও যে গোলবন্যার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন, সে কথা তো আগেই বলা হয়েছে।

মেসির ফেরা নিয়ে নতুন করে যা বললেন মায়ামি কোচ মার্তিনো

নিজস্ব প্রতিনিধি: কবে মাঠে ফিরবেন লিওনেল মেসি;কিছুদিন ধরে বারবার ফিরে আসছে এ প্রশ্ন। তবে এখন পর্যন্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর মেলেনি। সর্বশেষ গত শুক্রবার বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন ইন্টার মায়ামি কোচ জেরার্দো মার্তিনো। তবে এবারও তিনি মেসির ফেরার ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো তারিখের কথা বলতে পারেননি। তবে মেসি উন্নতি করছে বলে জানিয়েছেন। পাশাপাশি মেসির ফেরার তারিখটি যে খুব নিকটে, সেটিও বলেছেন মার্তিনো। বলেছেন, মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) মৌসুম শেষ হওয়ার আগেই মাঠে ফিরবেন মেসি।

বিশ্বকাপের পর থেকেই মূলত চোটপ্রবণ হয়ে পড়েছেন মেসি। সর্বশেষ কোপা আমেরিকার ফাইনালে চোটে পড়ে মাঠ ছেড়ে যেতে হয় এই মহাতারকাকে। সেদিন মাঠ ছাড়ার পর কাঁদতেও দেখা যায় তাঁকে। এরপর আর মাঠে ফেরা হয়নি মেসির। সম্প্রতি চিলি ও কলম্বিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ দল থেকেও বাদ পড়েছেন মেসি। এমনকি বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন অধিনায়ক কবে ফিরবেন তা,ও নিশ্চিত না। মেসির ফেরার বিষয়টি নিয়ে আবার কথা বলেছেন ইন্টার মায়ামি কোচ মার্তিনো।

মেসির শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে জানিয়ে মার্তিনো বলেছেন, 'সে দলের সঙ্গে অনুশীলন করছে না। তবে হ্যাঁ, সে এরই মধ্যে মাঠে আছে এবং ফিজিক্যাল ট্রেইনারের সঙ্গে কাজ করছে। তার ভালোই উন্নতি (শারীরিক অবস্থার) হচ্ছে। আর সে আর্জেন্টিনা দলে নেই, কারণ খেলার মতো অবস্থায় নেই। তবে আমরা তার সেরে ওঠা দেখতে পাচ্ছি। কোনো কিছু অনুমান করছি না। মাঠে অনুশীলন শুরুর পর সে কেমন অনুভব করছে, তা আমরা দেখতে পাচ্ছি।'

মেসির ফেরার ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো তারিখ বলতে না পারলেও আর্জেন্টাইন তারকা ভালোভাবে সেরে উঠছেন জানিয়ে মার্তিনো আরও বলেছেন, 'শারীরিক প্রশিক্ষকের সঙ্গে চিকিৎসক দল মিলে তার কাজের পরিকল্পনা করছে। তবে মৌসুম শেষ হওয়ার আগেই সে মাঠে ফিরবে। তার অনুশীলনে ফেরার ব্যাপারে আমি সম্ভাব্য কোনো দিনের কথা বলতে পারছি না। পরিস্থিতি অবশ্য এমন নয় যে তার ফেরা অনেক দূরের বিষয়। চোট থেকে সেরে ওঠার একটি দিক হচ্ছে শারীরিক এবং একটি অংশ হচ্ছে মানসিক। আমাদের উভয় দিক কাটিয়ে উঠতে হবে। আমার ধারণা সে এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই যাচ্ছে।'

আগে থেকে কিছু অনুমান করতে চান না জানিয়ে মার্তিনো যোগ করেন, 'সে প্রতিনিয়ত ভালো অনুভব করছে। তিন,চার দিন ধরে সে মাঠে কাজ করছে। আমরা সময় বলতে পারছি না, কারণ আমরা জানি না। এমন কিছু অনুমান করা যাবে না, যা সম্ভব না,ও হতে পারে। তবে এটা খুবই নিকটে।'

ইস্টার্ন কনফারেন্সে বর্তমানে ২৫ ম্যাচে ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে আছে মায়ামি। আগামীকাল ভোরে তারা মুখোমুখি হবে সিনসিনাটির। এই ম্যাচ দিয়ে প্লে অফে জায়গা করে নেওয়ার সুযোগ আছে তাদের।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**